সত্যের মাপকাঠি

মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম

সত্যের মাপকাঠি

মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম

দাওরা হাদীস ফার্স্ট ক্লাস

ফাজিলে জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

বিয়ানীবাজার, সিলেট

প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক আল-জামেয়াতুদ দ্বীনিয়া, ঢাকা

প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মারকাজু আবি বকর আস সিদ্দীক, নিকলী, কিশোরগঞ্জ

শিক্ষক জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী

www.pathagar.com

সত্যের মাপকাঠি
মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ
মিসবাহুল ইসলাম চৌধুরী
জিন্দাবাড়ী, সিলেট

প্রকাশকাল ঃ
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০০
সাওয়াল ঃ ১৪২০
মাঘ ঃ ১৪০৬

স্বত্ব ঃ সংরক্ষিত

কমপিউটার কম্পোজঃ
ওশান ইন্টারন্যাশনাল
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট
(চাষী কল্যাণ ভবন, ৩য় তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ সাদা - ৬০.০০ টাকা মাত্র
নিউজ - ৪০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তি স্থান

তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রফেসর বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

শামসুল উলুম লাইব্রেরী
গ্রীণ সুপার মার্কেট
ষ্টেশন রোড, নরসিংদী

আল আমীন লাইব্রেরী
কুদরতুল্লাহ মার্কেট সিলেট

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
আজির মার্কেট, বিয়ানী বাজার

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সোনালী ম্যানশন, বিয়ানী বাজার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। এ কুরআন ও হাদীস এর মধ্যেই আল্লাহর পবিত্র দ্বীন সংরক্ষিত রয়েছে। ঈমান-আক্বীদার কোন মাসআলা প্রমাণ করতে চাইলে উক্ত দুটো উৎস দ্বারা তা প্রমাণ করতে হয়। কারণ, এর উপর কার্যগত ও বিশ্বাসগত সকল আহকামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এর দ্বারা সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দুয়ের মধ্যেই সে সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে, যার প্রতি বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠির আক্বীদাটির মীমাংসা কুরআন-হাদীসের আলোকেই হওয়া উচিত।

বেশ কিছু দিন থেকে আমাদের দেশে সত্যের 'মাপকাঠি নিয়ে আলেম সমাজের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদীর উস্তাদুল আক্বীদা শায়েখ মোঃ নাজমুল ইসলাম সাহেব সত্যের মাপকাঠি নামক বইটি লিখে একটি সময় উপযোগী খেদমত করেছেন। কারণ আমাদের দেশের অনেকের কাছেই সত্যের মাপকাঠির আক্বীদাটি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সঃ) প্রমাণ করেছেন। বইটি পড়ে সকল শ্রেণীর মানুষ দিক নির্দেশনা পাবে এবং এর বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভুল আপত্তির অপনোদনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমি আশা করছি। আর এজন্যই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আল্লাহ তা'লা আমার এ সামান্য আর্থিক কুরবানীকে কবুল করুন এবং সকলকে বইটি থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

বিনীত
মোঃ মিসবাহুল ইসলাম চৌধুরী
ঝিঙ্গাবাড়ী, সিলেট
১০/১১/১৯৯৯ ইং

www.pathagar.com

লিখকের আরজ

মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি বইটির পাণ্ডুলিপি ১৯৯০ সন থেকে তৈরী হয়ে আছে। তবে নানাবিধ ব্যস্ততার জন্য এ যাবৎ বইটি ছাপানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিবেকের তাড়নায় শত ব্যস্ততার মাঝেও এখন বইটি ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ, জমিয়তের বিশিষ্ট আলেম জনাব মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব বিগত ৭, ৮ ও ৯ই অক্টোবর '৯৯ নরসিংদী বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত ৩দিন ব্যাপি উলামা সম্মেলনের ২য় দিনে সত্যের মাপকাঠি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–

"এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রাসূলও মুসলমানের জন্য সত্যের মাপকাঠি, সাহাবায়ে কেরামও রাসূলের জন্য সত্যের মাপকাঠি। তবে ব্যবধান। এখনও ব্যবধান থাকে। ব্যবধান, রাসূল বেগুনাহ, সাহাবায়ে কেরাম বেগুনাহ নন .....।" ধারণকৃত ক্যাসেট।

জনাব মাওলানা ওলীপুরী সাহেবের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। কারণ তিনি রাসূলের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন (?) সম্ভবত তিনি সারা দেশে এরকম বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এক নাগাড়ে দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি যে, তার এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্য খণ্ডন করা আবশ্যক। কেননা তার এসব কথা ও উক্তি যদি সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সম্বলিত না হয় তবে এর কুফল হবে ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী। এসব ভুল তথ্য সম্পর্কে তাঁকে, তাঁর দলকে ও মুসলিম জনসাধারণকে অবহিত করা অতীব প্রয়োজন। কারণ তারা কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে তাওহীদী জনতাকে সচেতন হওয়া উচিত। তাই আমি লিখিতভাবে সত্যের মাপকাঠির ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আমি তথাকথিত ধর্মীয় মহলের কাদা ছোড়াছুড়িতে বিশ্বাসী নই। আমি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি কামনা করি। আজ গোটা মুসলিম জাতির বাঁচা মরার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশে দেশে চলছে মুসলমানের অস্তিত্বের লড়াই। গোটা বিশ্ব নির্বিচারে মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন তথাকথিত ধ্বজাধারি হিংস্র হায়েনাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। বিশেষত উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল ইসলামী জিহাদ, ইসলামী ঐক্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিকে আহ্বান জানিয়ে মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত করা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর আলেম ফতোয়াবাজী করে মুসলমানদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও অনৈক্য সৃষ্টি করছেন ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। যার শিকার হচ্ছেন আপামর তাওহীদী জনতা। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের এসব হীনমন্যতা ও নোংরামী পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুরোধ জানাই।

জানি, মানুষ ভুলের উর্ধে নয়, নিশ্চয়ই আমারও থাকতে পারে। তাই সুধী মহলের কাছে আমার অনুরোধ, মিয়ারে হকের এ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করবেন এবং ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে অবহিত করবেন। আমি তা সংশোধনে সচেষ্ট থাকবো ইনশাআল্লাহ।

লেখক

www.pathagar.com

অভিমতঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

সত্যের মাপকাঠি কে? এ প্রশ্নটির জবাব মুমিনের ঈমানী কালেমার দ্বিতীয়াংশেই প্রস্ফুটিত হয়ে আছে প্রভাতী আলোর মতো।

ورفعنا لك ذكرك এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে সকল মত, পথ ও ব্যক্তির উর্ধে তুলে ধরার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ বাণীর যথার্থতা। তিনিই সত্যের মাপকাঠি। তাঁর রিসালাতই হচ্ছে সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড। তাঁর নিয়ে আসা কিতাব ও সুন্নাহর আলোকেই যাচাই করতে হবে সকল কিছু। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর রিসালাত, তাঁর আনীত কুরআন সুন্নাহকেই তুলে ধরতে হবে সকল ব্যক্তি ও মাযহাবের উর্ধে।

অনুসরণ করতে হবে তাঁর প্রতিটি পদচিহ্নের, নিঃসঙ্কচিত্তে। এটিই হওয়া উচিত একজন মুমিনের আকিদা-বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ আমার দ্বীনি ভাই শায়খ নাজমুল ইসলাম হাফেজাহুল্লাহকে দুনিয়া-আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি সকল মত, পথ, ব্যক্তি ও মাযহাবের উর্ধে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকেই সত্যের মাপকাঠি হিসেবে তার পুস্তিকায় তুলে ধরার জন্য চালিয়েছেন ঈমানী প্রয়াস।

"সত্যের মাপকাঠি" বিতর্কে এ পুস্তিকাটি একটি আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। ইনশাআল্লাহ।

কাজী মোঃ ইবরাহীম

২৯-০১-২০০০

[প্রধান মুহাদ্দেস, জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদী
দাওরায়ে হাদীস ও কামিল ফার্স্ট ক্লাস]

www.pathagar.com

অভিমতঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

জনাব মাওলানা মোঃ নাজমুল ইসলাম সাহেবের "সত্যের মাপকাঠি" নামক গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি অদ্যোপান্ত পাঠ করার সুযোগ পেয়ে বস্তুতই খুশী হলাম।

লিখক অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও আমার ছাত্র ছিলেন। শিক্ষানবীশ অবস্থায়ই তার মধ্যে এল্‌মী তাহ্‌কীক এর প্রচুর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। বর্তমান পুস্তিকাটিতে লিখক কুরআন, সুন্নাহ্‌ এবং ইজমার দৃষ্টিতে– معيار الحق এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন তা এদেশের ওলামায়ে কেরামকে উক্ত বিষয়ে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে বলে আমি আশা করছি। লিখকের এ প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌ কবুল করুন। এল্‌মী তাহ্‌কীক সমৃদ্ধ আরও রচনার মাধ্যমে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁকে আল্লাহ্‌ আরও বেশী করে তাওফীক দান করুন।

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

وصلى الله تعالى على نبيه الكريم

শাঃ মুঃ আবদুল কাইয়্যুম
১৬/২/৯০

[প্রভাষক, কুরআনিক ল্যাংগুয়েজ ডিপার্টমেন্ট, মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বি, এ, অনার্স, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, এম, এ, (এম, ফিল) ব্যবহারিক ভাষাতত্ত্ব ঃ ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।]

www.pathagar.com

অভিমতঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد -

জনাব মাওলানা মোঃ নাজমুল ইসলাম সাহেবের "সত্যের মাপকাঠি" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। তিনি তাঁর শিক্ষকতার মাঝে معيار الحق এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে, সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা বর্তমান সময়ে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে এ বিষয়ে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশাকরি আগামী দিন তিনি এসব জটিল বিষয়ে তার লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের বিরাট খেদমত করবেন। আল্লাহ তাকে ইসলামের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

মোঃ আবুল কালাম পাঠওয়ারী
৭/৬/৯২
সহকারী অধ্যাপক
আদ-দাওয়া এন্ড ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

[এম, এ, ইসলামী স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ, (এম, ফিল) দাওয়া বিভাগ, ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদীয়া আরাবীয়া]

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হক শব্দের অর্থ ও এর ব্যবহার	৯
হক কে নিয়ে এসেছেন	১১
হক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	১৩
মিয়ারে হক শব্দের তাৎপর্য	১৪
মিয়ারে হক-এর সংজ্ঞা	১৬
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	১৮
মাওলানা মুশাহিদ আলী বায়মপুরী (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	১৯
মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	২০
সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ক্ষেত্রে ইসমত কি শর্ত	২২
মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর অভিযোগ	২৮
মিয়ারে হক ও তানকীদের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং তার জবাব	৩১
তাবলীগ জামায়াতের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৩৪
মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৩৪
মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠির ব্যাখ্যা	৪১
মিয়ারে হক ও তানকীদ সম্পর্কে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর ব্যাখ্যা	৪৪
কুরআনের আলোকে সত্যের মাপকাঠি	৫৫
হাদীসের আলোকে সত্যের মাপকাঠি	৬০
সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৬২
উম্মতের ঐক্যমতে সত্যের মাপকাঠি	৬৫
চারি ইমামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৬৭
ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত	৬৮
ইমাম মালেক (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত	৬৮
ইমাম শাফী (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত	৬৯
ইমাম আহমদ (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত	৭০
সূফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৭১
উলামায়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৭৩
দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি	৭৬
তানকীদ ও যাচাই বাছাই কেন?	৮১
তানকীদ ও যাচাই বাছাই এর হুকুম	৮২
সাহাবায়ে কেরামের উপর তানকীদ চলবে কি	৮৪
আম্বিয়া (আঃ)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে	৮৮
হযরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া-১	৯০
হযরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া-২	৯৩
প্রশংসা জ্ঞাপক দলিল দ্বারা কি সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়?	৯৫
প্রতিপক্ষের প্রমাণাদি ও তার জবাব	৯৯-১১৭
শেষ কথা	১২৮

www.pathagar.com

'হক' শব্দের অর্থ ও এর ব্যবহার

'মিয়ারে হক' এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার পূর্বে হক শব্দের অর্থ ও এর ব্যাখ্যা ও ব্যবহারের স্থান সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ, অনেকে হক শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার দরুন তারা 'মিয়ারে হক' বা 'সত্যের মাপকাঠি' কী হতে পারে বা কে হতে পারেন তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না। কিন্তু তারা এ বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে মোটেই পিছিয়ে নেই।

হক শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য। অর্থাৎ যা নির্ভুল সত্য, প্রতিষ্ঠিত সত্য, নিখুঁত সত্য, নিশ্চিত সত্য, চির সত্য, চির বাস্তব, সন্দেহাতীত সত্য,প্রকৃত সত্য। তাকেই 'হক' দ্বারা বুঝানো হয়।

হক শব্দের ব্যবহার ঃ 'হক' শব্দটি এমন বিষয়ে ব্যবহৃত হয় যা চির সত্য বা চির বাস্তব, যার মধ্যে কোন ভুল নেই, সন্দেহ নেই, সংশয় নেই। সন্দেহ সংশয়ের কোনই অবকাশ নেই। তাই হক বা সত্য এবং যা নিছক ধরণা অনুমান দ্বারা লাভ করা যায় না। বরং আকাট্যতার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেই কেবল 'হক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহঃ) হক শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

الحق الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يضاد شئ منه شيئا اخر - تفسير القران العظيم ٢/٥٥٩

অর্থাৎ "হক বা সত্য এমন বিষয় যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, নেই কোন সংশয় ও বৈপরিত্য বরং যার পুরুটাই সত্য। যার এক অংশ অন্য অংশের সত্যায়ন করে, যার একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক বা বিরোধী নয়, তাই হক।" (তাফসীরুল কোরআনিল আজিম ২/৫৫৯)

এজন্যই 'হক' শব্দটি ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, এর একটি মতই হক বা সত্য। যেমন ইমাম কাছানী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

الحق فى المجتهدات واحد والمجتهد يخطئ ويصيب عند اهل السنة والجماعة فى العقليات والشرعيات جميعا - بدائع الصنائع ٧/٤

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে যুক্তি ও শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমাম ভুলও করতে পারেন, শুদ্ধও করতে পারেন। তবে গবেষণালব্ধ (বিরোধপূর্ণ) বিষয়ে হক বা সত্য একটিই হয়।" (বাদাইউস্ সানাঈ -৭/৪)

www.pathagar.com

মুল্লা জিয়ুন (রাহঃ) বলেছেন ঃ الحق فى موضع الخلاف واحد ـ نور الانوار

"ইখতিলাফ অর্থাৎ মতভেদের স্থানে হক বা সত্য একটিই হয়"

রাসূলে করীমের (সাঃ) হাদীস শরীফ-এর সত্যায়ন করে। কারণ, তিনি বলেছেনঃ

واهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যে বিষয়ে বিরোধ রয়েছে এর মধ্যে নিহিত সত্যকে বাতলে দিন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।" –মুসলিম

এদিকে নিছক ধারণা বা অনুমান নির্ভর কথার ক্ষেত্রে 'হক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কারণ যার মধ্যে সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা যা সন্দেহযুক্ত সে ক্ষেত্রে হক শব্দের ব্যবহার হয় না। কারণ, 'হক' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

الحق شئ ثابت مطلقا لا يسوغ انكاره كوجود البارى

"সত্য এমন পরম বাস্তব বিষয় যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব।" সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ـ يونس/٣٦

"তাদের অধিকাংশ লোক ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলেছে অথচ ধারণা-অনুমান সত্যের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পূরা করতে পারে না। (সূরা ইউনুস ঃ ৩৬)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

إن يتبعون الا الظن ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ـ النجم/٢٨

"তারা কেবল ধারণা-অনুমানের উপর চলে। অথচ ধারণা-অনুমান দ্বারা মোটেই সত্য লাভ হয় না।" (সূরা নাজম ঃ ২৮)

এজন্য মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন ঃ

ايها الناس ان الرأى انما كان من رسول الله مصيبا لان الله يريه وانما هو منا الظن والتكلف ـ ايقاظ همم اولى الابصار ص١٥ جامع بيان العلم ١٣٤/٢

"হে লোক সকল! সঠিক রায় বা নির্ভুল মতামত ব্যক্ত করা তো শুধু রাসূলেরই ছিল। কেননা, আল্লাহ নিজেই তাঁকে রায় দেখিয়ে দিতেন। আমাদের রায় তো নিছক ধারণা ও কৃত্রিমতা মাত্র।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন ঃ

رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ـ الحلال والحرام فى الاسلام :١٢

www.pathagar.com

"আমার রায়-মতামত শুদ্ধ। তবে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যের রায়-মতামত ভুল তবে শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।"

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেছেন ঃ

رأى الاوزاعى ورأى مالك ورأى ابى حنيفة كله رأى وهو عندى سواء انما الحجة فى الاثار - جامع بيان العلم وفضله ١٤٩/٢

"ইমাম আউজাঈর রায়, ইমাম মালেকের রায়, ইমাম আবু হানীফার রায়। এসবই রায়-মতামত। দলিল তো একমাত্র হাদীসের মধ্যে রয়েছে।"

এটাই শতসিদ্ধ কথা যে, রায় শুদ্ধ হতে পারে তবে তার ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'হক বা পরম সত্য' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বরং মৌলিক বিষয়েই হক শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وبالحق انزلناه وبالحق نزل - بنى اسرائيل : ١٠٥

"এ কুরআন সত্যসহ নাযিল করেছি এবং এটি সত্যসহ নাযিল হয়েছে।"

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

"আল্লাহই সত্য বলেন এবং তিনিই সত্য পথ প্রদর্শন করেন।"

যেমন রাসূল (সাঃ) তাঁর হাদীসে বলেন ঃ

لك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق - بخارى و مسلم

"হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, কিয়ামত সত্য এবং মুহাম্মদ সত্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

কে হক নিয়ে এসেছেন

'মিয়ারে হক' প্রমাণ করার পূর্বে আমাদের জন্য এটিও জানা আবশ্যক যে, এ হক বা সত্য কোত্থেকে এসেছে এবং কে নিয়ে এসেছেন? কারণ, মানুষ তার নিজস্ব মতামত ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা পরম ও নিখুঁত সত্যে পৌঁছতে পারে না। মানুষের খেয়াল-খুশী, পছন্দ-অপছন্দ, সত্যের উৎস নয়। বরং মানবাত্মা পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ ও তাকওয়া-ফুজুর ইত্যকার পরস্পর বিরোধী ও সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন দুটি জিনিসের কেন্দ্রস্থল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد افلح من زكاها وقد خاب من دسها -

www.pathagar.com

"মানবাত্মার কসম এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। এরপর তিনি তাকে তার সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের চেতনা দান করেছেন। যে তার আত্মাকে শুদ্ধ করে সে সফলকাম হয় এবং যে একে কলুষিত করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" (সূরা আল-লাইল)

তিনি সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

"হতে পারে যে, তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভাল ও কল্যাণকর আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য মন্দও অকল্যাণকর। (প্রতিটি বস্তুর ভাল-মন্দ) আল্লাহ্ জানেন। তোমরা জান না। (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

যেহেতু উম্মতে মুসলিমের সর্বোত্তম জামায়াত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন, সেহেতু পরবর্তীদের ব্যাপারে কোন কিছু বলারই প্রয়োজন নেই। তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলার তো প্রশ্নই উঠে না।

তাই আমরা বলি এবং বিশ্বাস করি যে, হক বা সত্য তাই যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) বলেছেন। আর এ সত্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং এ সত্যের বাইরে আর কোন সত্য নেই। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق

"অতএব তাদের মধ্যে আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য অনুসারে বিচার ফায়সালা কর এবং তোমার নিকট আগত সত্যকে বর্জন করে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না।" (মায়েদাহ ঃ ৫)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো এরশাদ করেন ঃ انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ـ

"হে রাসূল! আমি তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা বাকারা ঃ ১১৯)

তিনি আরো বলেন ঃ قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ـ

"বল, হে মানুষ তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৮)

তিনি পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ করেন ঃ

لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يونس : ٩٤

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই তোমার নিকট স্বীয় রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ يايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

"হে মানুষ! রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ১৭০)

মাওলানা মওদূদী (রঃ)-ও "মিয়ারে হক" শব্দের 'হক' দ্বারা রাসূল আনীত হককে উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, তিনি ৫ নং উপধারায় বলেছেন ঃ

کسی کی محبت یا عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہوکہ رسول خدا کے لائے ہوے حق کی محبت اور عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کی مد مقابل بن جائے سید مودودی کا عہد ص۸۵

"কারো ভালবাসা বা অন্ধ ভক্তিতে এমনভাবে বন্দী না হওয়া যার দরুন তা রাসূল আনীত হক বা সত্যের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বিশ্বাসের উপর বিজয়ী কিংবা এর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।" (সাইয়েদ মওদুদী কা আহদ ঃ ৮৫)

একথাটি বলার পরই তিনি ৬ নং উপধারায় 'মিয়ারে হক' শব্দটি রাসূলের জন্য ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সত্যসহ আগমনকারী রাসূলই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি; আর কেউ নয়।

'হক' দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

হক দ্বারা আল্লাহর ওহী তথা কুরআন হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। যে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও শরীয়ত সংরক্ষিত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী বৈ কিছু নয়। ইলমুল মাকাসিদ এর আলিমগণ বলেছেন ঃ

لأن الكتاب والسنة يعتبران علما للحق الذى اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند ربه ـ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : ١١١

"কেননা কুরআন হাদীসকে সেই সত্যের জ্ঞান গণ্য করা হয় যা নবী করিম (সঃ) আপন রবের নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন।"

ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী হক দ্বারা আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস উদ্দেশ্য হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষিত।

যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন ঃ وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ـ

"তারা মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাযিলকৃত সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল যা তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩)

তিনি আরো বলেন ঃ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

www.pathagar.com

"অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে।"

(সূরা আনআম ঃ ৪)

তিনি আরো বলেছেন ঃ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا لا سحر مبين ـ

"সত্যের ব্যাপারে কাফিররা বলল, যখন তা তাদের নিকট এসেছিল, এটি তো পরিষ্কার যাদু ছাড়া কিছুই নয়।" (সূরা সাবা ঃ ৪৩)

রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ حتى جاء الحق وهو فى غار حراء

"অবশেষে তাঁর নিকট হক আসল যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন।"

(বুখারী ৩ নং হাদীস)

হাদীস শরীফে আরো এসেছে ঃ كان جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقران

"জিবরাঈল (আঃ) যেমনিভাবে রাসূলের নিকট কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন তেমনি হাদীস নিয়েও অবতীর্ণ হতেন।" (বুখারী)

এজন্য বলা হয় ওহী দুই প্রকার ঃ

১। ওহী মাতলূ (পঠিত ওহী) যথা কুরআন।

২। ওহী গায়রে মাতলূ (অপঠিত ওহী) যথা হাদীস।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাই বলেছেন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله ـ

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হক দ্বারা আল্লাহর ওহী তথা কুরআন সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে।

মি'য়ারে হক শব্দের তাৎপর্য

'মি'য়ারে হক'এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– সত্যের মাপকাঠি, নির্ভুল অনুমান যন্ত্র, নিখুঁত তুলাদণ্ড তথা নির্ভুল মানদণ্ড ইত্যাদি।

যেহেতু হক এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যার সত্যতা ও বাস্তবতায় সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই, যা নিশ্চিতরূপে সঠিক ও নির্ভুল। যার মিথ্যা হবারও কোন সম্ভাবনা নেই, যা কোন অবস্থায় অস্বীকার করা যায় না তাই হক বা সত্য।

www.pathagar.com

সুতরাং এ নিশ্চিত সত্যের মাপকাঠি কে হতে পারেন? অথবা এ পরম ও নিখুঁত সত্যের মাপকাঠি কী হতে পারে? তা ঠাণ্ডা মাথায় আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে। লাগামহীনভাবে যাকে ইচ্ছে তাকে 'মিয়ারে হক' বলা যাবে না এবং মিয়ারে হক এর মনগড়া ব্যাখ্যা করাও ঠিক হবে না।

আল্লামা মুফতি ইউসুফ (রঃ) 'মিয়ারে হক'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

هر وہ رائے اور قول وعمل قابل تنقید نہیں ہیں جس میں حق اور صواب کا پہلو متعین ہو اس کی صحت یقینی ہو اور خطا و غلط ہونے کا اس میں احتمال ہی نہ ہو اسی قول وعمل معیار حق بھی ہیں اور تنقید سے بھی بالاتر ہیں ۔ علمی جائزہ : ۲۰۳/۱

"প্রত্যেক ঐ মত, কথা ও কাজ যাচাই বাছাই যোগ্য নয় যার মধ্যে হক ও সত্যের দিক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। যার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত, যার মধ্যে ভুল হবার কোন অবকাশ নেই। কেবল সেই কথা ও কাজই মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি হতে পারে। এবং তানকীদ বা যাচাই বাছাই এর উর্ধে হতে পারে।" (ইলমী জায়েজাহ ১/২০৩)

মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ۔

"তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা বাদ দিয়ে আউলিয়াদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (আ'রাফ ঃ ৩)

আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি হল তাই যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তায়্যিব (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে–

جیسا کہ ما انزل الیکم کا تقاضا ہے کہ معیار حق ما انزل ہو جو خدا کی طرف سے نازل شدہ ہو اور ہم تک بعینہ وہی نازل شدہ چیز پہونچے ہو ۔ مقالات طیبة ص ٦٠

"যেভাবে ما انزل الیکم অর্থাৎ 'যা তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে' এর দাবীও স্পষ্ট চাহিদা হচ্ছে যে তা 'সত্যের মাপকাঠি' হবে। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং তা আমাদের নিকট হুবহু সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে পৌঁছেছে। (মাকালাতে তায়্যিবাহ ঃ ৬০)

www.pathagar.com

দেওবন্দের প্রধান আলেম ক্বারী তায়্যিব সাহেব (রঃ) ঐ বস্তুকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস।

এতে বুঝা গেল যে, মাওলানা মওদূদী (রঃ) যে বস্তুকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন, ক্বারী তায়্যিব সাহেবও সেই বস্তুকে সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করেন। এই আকীদা-বিশ্বাসটিই যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল কুরআনে কারিমে এর সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না সে জালেম।" (মায়েদা ঃ ৪৫)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন ঃ ان اتبع الا ما يوحى الى

"আমি শুধু তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওহী করে পাঠানো হয়।"

এতে বুঝা যায় যে, সত্যের মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস।

'মিয়ারে হক' এর সংজ্ঞা

মিয়ারে হক অর্থাৎ এমন সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি যার কথা ও কাজ কোন রকম যাচাই বাছাই করা চলবে না বরং এর দ্বারা অন্যসব কিছুকে যাচাই ও পরখ করা হবে তা হলো আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। এবং একেই বলে মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি। মাওলানা মুফতি ইউসুফ (রহঃ) তাই বলেছেন ঃ

معيار حق در اصل نام هے اس چيز كا جس كے ساتھ قول وعمل كى مطابقت اس كے حق هونے كى علامت هو اور مخالفت باطل هونے كا نشانى هو اور يه وه چيز هو سكتى هے جو يقينا حق هو اور باطل هونے كا اس ميں اصلا امكان نه هو اور ظاهر هے كه يه چيز ايك طرف خدا كى اخرى كتاب قرآن هے اور دوسرى طرف حضور صلى الله عليه وسلم كى سنت هے لهذا معيار حق بهى صرف انهى دونوں كو تسليم كيا جائے گا ۔ علمى جائزه ص ۲۰۳/۱

"মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি মূলত এমন এক জিনিসের নাম যার সাথে মিলযুক্ত কথা ও কাজ সত্য বলে চিহ্নিত হবে এবং যার বিপরীত হলে বাতিল বা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আর ইহা এমন বস্তু হতে পারে যার মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের সামান্যতম অবকাশ নেই, যা নিশ্চিত সত্য এবং বাতিল হওয়ারও কোনই সম্ভাবনা নেই।

www.pathagar.com

"ইহা শুধুমাত্র আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব কুরআন এবং রাসূলের হাদীস হতে পারে এবং এ দু'টি জিনিসকেই কেবল সত্যের মাপকাঠি মানা যেতে পারে।" (ইলমী জায়েযাহ ১/২০৪)

'মিয়ারে হক' এর এই সংজ্ঞাই হচ্ছে সত্য ও নির্ভুল। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ... فأولئك هم الظالمون ... فأولئك هم الفاسقون ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ ওহী মুতাবেক বিচার ফায়সালা করেনা সে কাফের ..... সে জালেম .... ফাসেক।" (সূরা মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআন ও হাদীসকে সত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করে সর্ববিষয়ে এরই আলোকে বিচার ও ফায়সালা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবাইকে। সাহাবায়ে কেরামও এই ব্যাপক সম্বোধনের আওতাধীন রয়েছেন। কাজেই তাঁদেরকে সত্যের মানদণ্ড বলার সুযোগ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই ওহীর জ্ঞানই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি। এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) কে বলা হয়েছে–

ولئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق

"যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার নিকট জ্ঞান পৌছার পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে তোমার না কোন সাহায্যকারী আছে আর না কোন রক্ষাকারী। (সূরা রা'দ ঃ ৩৭)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) তাই বলেছেন ঃ

هو العلم الذى يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر ويبصر به مراتب الاعمال وراجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها ـ تهذيب مدارج السالكين ص ١١٦

"ইহা সেই জ্ঞান যার দ্বারা বান্দাহ সত্য-মিথ্যা, হিদায়াত-গোমরাহী, উপকারী-অপকারী, পূর্ণাঙ্গ-অপূর্ণাঙ্গ, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে এবং ইহার দ্বারা আমলের স্তরসমূহ এবং ইহার মুখ্য ও গৌণ, গ্রহণযোগ্য অ-গ্রহণযোগ্যকে নির্ণয় করে।" (তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ঃ ১১৬)

এ জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, এই ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন সুন্নাহই একমাত্র মিয়ারে হক। যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ জানা যায়। সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক নন। কারণ, তাদের ব্যাপারে কুরআনেই বলা হয়েছে–

www.pathagar.com

وعسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

"তোমরা যা অপছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন; তোমরা জান না।" (বাকারাহ ঃ ২১৬)

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

'সত্যের মাপকাঠি' কে হতে পারেন। এই ব্যাপারে ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ) বলেন ঃ

شرعا معيار حق صاحب وحى هے ۔ صحابه كرام كو جو مقام حاصل هے وه تبعا حاصل هے يعنى انهوں نے انحضرت صلى الله عليه وسلم كے قول وفعل كا حتى الامكان اتباع كيا اس لئے ان كى شخصيت بهى همارے لئے قابل احترام هوئى ليكن هر حال ميں اصل شخصيت صاحب وحى كى هے نه كه كسى اور كى، انحضرت صلى الله عليه وسلم كے سوا همارے عقيده ميں كوئى شخص معصوم عن الخطأ نهيں هے ۔ يهى وجه هے كه امام مالك نے انحضرت صلى الله عليه وسلم كى قبر كى طرف اشاره كركے كها : اس قبر والے كے سوا هر شخص سے دليل پوچهى جائے گى اور غلطى پر باز پرس هوگى ۔ ملفوظات ازاد ص ۱۱۰

"ওহীপ্রাপ্ত রাসূলই শরীয়তের দৃষ্টিতে 'মিয়ারে হক' বা 'সত্যের মাপকাঠি'। সাহাবায়ে কেরামের যে মর্যাদা অর্জিত হয়েছে তা অনুসরণের দরুন অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যথাসাধ্য নবী করীম (সঃ) এর কথা ও কাজের অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁদের ব্যক্তিত্বও আমাদের জন্য সম্মান উপযোগী। তবে সর্বাবস্থায় মূল ব্যক্তিত্ব ওহী প্রাপ্ত নবীর জন্যই স্বীকৃত, অন্য কারো জন্য নয়। এজন্য ইমাম মালেক (রঃ) নবী করিম (সঃ)-এর কবর শরীফের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এই কবরবাসী ব্যতীত সকলের কাছেই দলিল চাওয়া হবে এবং ভুলের জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (মালফুজাতে আযাদ ঃ ১১০)

মাওলানা আযাদের (রঃ) এই বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ওহী প্রাপ্ত নবীই শরীয়তের দৃষ্টিতে 'সত্যের মাপকাঠি'। সাহাবায়ে কেরাম নন। বরং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অনুসারী। সর্বাবস্থায় মূল ব্যক্তিত্ব হলেন রাসূল (সঃ)। রাসূল (সঃ) ব্যতীত সকলের কাছে দলিল চাওয়া হবে এবং ভুলের জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মাওলানা আযাদের এই আক্বীদা মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) প্রণীত জামায়াতে ইসলামীর পঠনতন্ত্রে বর্ণিত সত্যের মাপকাঠির আক্বীদার সাথে ষোলআনা

www.pathagar.com

মিলযুক্ত ও সামঞ্জস্যশীল এবং এই আক্বীদা-বিশ্বাসই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্থির আক্বীদা-বিশ্বাস।

মাওলানা মুশাহিদ আলী বায়মপুরীর (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি-

জমিয়তের প্রধান আলেম মাওলানা বায়মপুরী (রহঃ) বলেন ঃ

خلاصہ یہ ہے کہ جبتک انسان جملہ امور میں خواہ سیاسیہ ہو یا غیر سیاسیہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد فیصل نہ سمجھے اور پھراپ کی فیصلہ کو اطمئنان کلی کے ساتھ بطیب خاطر قبول نہ کرے اسی وقت وہ مؤمن نہیں ہو سکتا ۔ فتح الکریم ص ۱۱

"মোদ্দা কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যাবতীয় বিষয়ে চাই তা রাজনৈতিক হোক অথবা অরাজনৈতিক হোক জনাব রাসূল মাকবুল (সঃ)কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে এবং তাঁর দেয়া ফায়সালা ও সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারে না।" (ফাতহুল কারীম ঃ১১)

এখানে দেখা যায় যে, উভয়ে মানদণ্ড রাসূল (সঃ)কে স্থীর করেছেন। 'মিয়ারে হক' আর 'ওয়াহিদ ফায়সল' এর মধ্যে শব্দগত বিভিন্নতা আছে কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবধারা এক ও অভিন্ন।

জমিয়তের শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মাদানী (রহঃ)-এর সুযোগ্য সাগরিদ মাওলানা মুশাহিদ (রঃ) দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, সকল বিষয়ে রাসূল (সঃ) কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন মানুষ ঈমানদার হতে পারে না। এ কারণেই মাওলানা মওদূদী (রঃ) রাসূল (সঃ) কে সত্যের মানদণ্ড বলেছেন। জমিয়তের নেতা যাকে واحد فیصل -একমাত্র মীমাংসাকারী বলেছেন, মাওলানা মওদূদী তাঁকে 'সত্যের মাপকাঠি' বলেছেন। শব্দ বিভিন্ন হলেও মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, মাওলানা মুশাহিদ এখানে কুফরী ফতোয়া জারি করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র রাসূল (সঃ)-কে মীমাংসাকারী মানবে না সে মুমিন নয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে কাফের। তিনি দলিলস্বরূপ কুরআনের একটি আয়াত পেশ করেন ঃ

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ۔

"না, হে মুহাম্মদ (সঃ)। তোমার রবের শপথ, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তারা সকল বিষয়ে তোমাকেই চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।" (নিসা ঃ ৬৫)

www.pathagar.com

আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, একমাত্র রাসূল (সঃ) সত্যের মাপকাঠি, এবং তিনিই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। একেই বলে সত্যের মানদন্ড। সুতরাং যারা সাহাবা তাবেঈদের 'সত্যের মানদণ্ড' মানতে চান তারা নির্ঘাত ভুলের উপর রয়েছেন। তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রধান দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলেন ঃ

لفظ معيار ايك لغوى لفظ هے كسى فن كا اصطلاحى لفظ نهيں، لغت عرب مين معيار اس شئ پر بولا جاتا هے جس سے كسى چيز كى مقدار پهچانى جائے خواه ناپ وكيل هو يا وزن وغيره اس لئے هر وه شخص جس كے فعل قول وعقيده حال پر پورا اعتماد اسى طرح هو جائے كه اس مين قصدا غلطى اور نافرمانى كى گنجائش نه هو وه معيار حق هوگا اور اس كے ذريعه سے حق پهچانا جائےگا خواه اس پر وحى الهى آتى هو يا نهيں - مكتوبات شيخ الاسلام ٣/٤٤

অর্থাৎ মি'য়ার একটি আরবী আভিধানিক শব্দ। কোন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ নয়। মিয়ার তাকেই বলা হয়, যার দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাপ জানা যায়। চাই তা কেজি সেরের বাটখারা হোক বা পরিমাপের। তাই প্রত্যেক এ ব্যক্তি যার কথা, কাজ ও আক্বীদা বিশ্বাস তথা দ্বীনি অবস্থার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় এবং যার দ্বারা স্বেচ্ছায় কোন ভুল কিংবা নাফরমানি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই সেই 'মিয়ারে হক' তথা 'সত্যের মাপকাঠি' হবে এবং তার মাধ্যমে সত্য জানা যাবে চাই তার প্রতি ওহী এলাহী আসুক বা না আসুক। (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ৩/৪৪)

পর্যালোচনা ঃ মাওলানা মাদানী (রহঃ) প্রদত্ত 'মিয়ারে হক' এর সংজ্ঞা থেকে দুটি কথা জানা গেল ঃ

(১) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিই মিয়ারে হক যার কথা, কাজ ও আক্বীদা বিশ্বাসের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় এবং যার দ্বারা সেচ্ছায় নাফরমানি হওয়ার আশঙ্কা নেই।

(২) এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে, চাই তার প্রতি ওহী এলাহী আসুক বা না আসুক।

মাওলানা মাদানীর প্রথম কথা দ্বারা সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সঃ) প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি সংজ্ঞায় যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা কেবল নবী

www.pathagar.com

রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সংজ্ঞার আলোকে 'সত্যের মাপকাঠি' একমাত্র রাসূল (সঃ) ই সুনির্দিষ্ট হোন। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল আলেম একমত যে, নবী রাসূলগণ ব্যতীত সকল মানুষের পক্ষ থেকে (চাই তিনি সাহাবী-তাবেয়ী হোন না কেন) স্বেচ্ছায় ভুল, গোনাহ ও নাফরমানী প্রকাশ পেতে পারে। অথচ তিনি সত্যের মাপকাঠির সংজ্ঞায় বলেছেন, যার দ্বারা স্বেচ্ছায় কোন ভুল কিংবা নাফরমানী হওয়ার অবকাশ নেই।" তাহলে এমন মানুষ রাসূল ছাড়া আর কে হতে পারেন?

*দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ) বলেন–

ان سب حضرت کا اس پر بھی اتفاق ھے کہ صحابہ کرام انبیاء کرام کی طرح معصوم نہیں - ان سے خطائیں اور گناھیں سرزد ھو سکتے ھیں اور ھوئے ھیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود وسزائیں جاری فرمائی ھیں احادیث نبویہ میں یہ سب واقعات ناقابل انکار ھیں - مقام صحابہ ص ۱۱۱

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের মত নিষ্পাপ নয়। বরং তাদের পক্ষে গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও। যার জন্য রাসূল (সাঃ) দণ্ডবিধি ও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। রাসূলের হাদীসে এসকল ঘটনা অনস্বীকার্য। (মাকামে সাহাবা ঃ ১১১)

আল্লামা আলুসী (রঃ) রুহুল মাআনীতে বলেন– "অধিকাংশ আলেম এসম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন, তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন– সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন; তাদের দ্বারা কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গুনাহ হলে তাঁদের বেলায় শরীয়ত সম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাদের খবর ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হচ্ছে এই যে, সাহাবী (রাঃ) গোনাহ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তাওবা করে পবিত্র হননি।" (মা'আরেফুল কুরআন [পূর্ণাঙ্গ]–১২৭৯)
হযরত মাদানী (রাহঃ) নিজেই বলেছেন ঃ

اگر صحابہ سے کوئی گناہ بالقصد ثابت ھو جائے تو وہ آیت مذکورہ اور ان کی محفوظیت مذکورہ کے خلاف نہیں ھے - مودودی دستور ص٥٤

"যদি সাহাবা (রাঃ) থেকে স্বেচ্ছায় কোন গোনাহ প্রমাণিত হয়ে যায় তবু এটা উল্লিখিত আয়াত এবং তাদের সুরক্ষিত থাকার পরিপন্থী নয় ...।"

(মওদূদী দস্তুর ঃ ৫৪)

www.pathagar.com

হযরত মাদানী নিজেই স্বীকার করতেছেন যে, সাহাবী থেকে স্বেচ্ছায় নাফরমানী ও গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। এমতাবস্থায় তাদেরকে কিভাবে মিয়ারে হক বলা যেতে পারে?

সম্মানিত পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে ইমাম বুখারী ও আহ্মদ বর্ণিত জনৈক সাহাবীর একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো– যাতে তিনি আগুনে পড়ে আত্মহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

عن علي رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها فأراد ناس ان يدخلوها وقال آخرون انما فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها : لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة وقال للاخرين قولا حسنا وقال : لا طاعة فى معصيت الله انما الطاعة فى المعروف رواه البخارى واحمد فى المسند ٤٨٢/١ رقم الحديث ٧٢٤

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) এক যুদ্ধে একটি সৈন্যদল পাঠালেন। তাদের জন্য একজনকে দলনেতা মনোনীত করলেন। অতঃপর সে আগুন জ্বালিয়ে বললঃ তোমরা এতে প্রবেশ কর। কিছু লোক এই আগুনে পড়তে চাইল এবং অন্যরা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তা থেকে দূরে সরে দাঁড়াব। অতঃপর রাসূলুল্লাহর নিকট তা উল্লেখ করা হলে তিনি ঐসব লোকাদের উদ্দেশ্য করে বললেন যারা এই আগুনে পড়তে চেয়েছিল, "যদি তোমরা এতে প্রবেশ করতে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা এ আগুনে থাকতে। আর অন্যদেরকে একটি সুন্দর (মৌলিক) কথা বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহর নাফরমানিতে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল ভাল কাজে। (বুখারী ও আহ্মদ)

* এসব ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা মাদানী সাহেব সত্যের মাপকাঠির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সে মতে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। কারণ তাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় ভুল ও নাফরমানীর অবকাশ ছিল। যেমন এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, দলপতি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ করেছেন।

'সত্যের মাপকাঠি' হওয়ার ক্ষেত্রে ইসমত কি শর্ত?

বিশুদ্ধ মত হলো যে, 'সত্যের মাপকাঠি' হওয়ার ক্ষেত্রে ইসমত শর্ত। যেহেতু ইসমত নবীগণের নবুয়তের বৈশিষ্ট্য এবং যেহেতু সাহাবাদের জন্য ইসমত স্বীকৃত নয়, সেহেতু 'সত্যের মাপকাঠি' হওয়া নবীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এটি খোদ মাওলানা মাদানীর বক্তব্য থেকে সুপ্রমাণিত। তিনি নিজেই ইসমতকে 'সত্যের মাপকাঠি' হওয়ার জন্য শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি নবীদের

www.pathagar.com

থেকে হেফাজত উঠিয়ে নেয়ার ধারণাকে খন্ডন করতে গিয়ে বলেছেন–

تو پھر کسی نبی سے عصمت کا مفارق ہونا مستحیل نہ ہوگا اور نہ ان میں عصمت کا دوام ہوگا اس لئے کوئی نبی معیار حق نہ ہوگا ۔ مودودی دستور صـ ٦٩

অর্থাৎ "তবে তো কোন নবী থেকে ইসমতের বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব হলো না। আর না তাদের মধ্যে ইসমত সর্বদা থাকল। যার দরুন কোন নবীই সত্যের মাপকাঠি হবেন না। (মওদুদী-দুস্তুর পৃঃ ৬৯)

এখানে মাওলানা মাদানী ইসমতকে সত্যের মাপকাঠির জন্য শর্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেন–

جس میں ہر نبی سے عصمت اورحفاظت کا اٹھا لینا اور بالارادہ ان سے لغزشیں کرا دینا مانا گیا ہے ایسی صورت میں کوئی نبی بھی معیار حق نہیں رہ سکتا ۔ مودودی دستور ص٣٣

অর্থাৎ যাতে প্রত্যেক নবী থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়া এবং ইচ্ছা করে পদস্খলন করানো স্বীকার করা হয়েছে। এ অবস্থায় তো কোন নবীই সত্যের মাপকাঠি থাকতে পারেন না। (মওদূদী দস্তুর পৃঃ ৩৩)

মাওলানা মাদানী (রাহঃ) সত্যের মাপকাঠি হবার জন্য ইসমত যে আবশ্যক তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন।

সুতরাং তাঁর নিজের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাসূল ব্যতীত আর কেউই সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা। কারণ, তাদের জন্য ইসমত স্বীকৃত নয়।

দ্বিতীয় কথা ঃ মিয়ারে হক এর সংজ্ঞায় মাওলানা মাদানী (রাহঃ)-এর দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে "এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে চাই তার ওপর আল্লাহর ওহী আসুক বা না আসুক।"

পর্যালোচনাঃ

মাওলানা মাদানী ও তাঁর অনুসারীদের এই আক্বীদাটি সঠিক নয়। এর সমর্থনে কুরআন হাদীসে কোন দলীল নেই। কারণ, সত্যকে চিনা ও জানার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস এবং ওহী প্রাপ্ত নবী মোহাম্মদ (সঃ) নিজে। কারণ, রাসূল আনীত এই পূর্ণ সত্যের বাইরে আর কোন সত্য নেই বরং এ সত্যের অনুসারী হতে সবাইকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– فما ذا بعد الحق الا الضلال ـ يونس/ ٣٢

"সত্যের বহির্ভূত গুমরাহী ছাড়া আর কী হতে পারে?" (সূরা ইউনুস ঃ ৩২)

www.pathagar.com

এজন্য হাফেজ ইবনু কাসীর (রঃ) বলেছেন–

فإن الذى جاؤوا به هو الحق الذى ليس وراءه حق (تفسيرالقران العظيم ٤/٣٣٢ سورة الحديد)

কেননা, নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন তাই সত্য, এ সত্য বহির্ভূত আর কোন সত্য নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৩৩২)

আল্লামা ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (রঃ) বলেন–

ماجاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق (شرح العقيدة الطحاويه/٨١)

রাসূল (সঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ এবং এর মধ্যে সর্বপ্রকারের সত্য নিহিত রয়েছে। (শরহে আকীদাতু ছাবী/৭১)

"لان ما اخبر به الرسول فهو حق ظاهرا و باطنا فلا يمكن أن يتصور ان يكون الحق فى نقيضه"

"রাসূল (সাঃ) যা কিছু বলেছেন প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য তাই সত্য। এর বিপরীত সত্য হওয়ার কল্পনাই করা যায় না।" (ফিরকা বন্দীর মূল উৎস– ২/৫২)

সুতরাং আল্লাহর নাযিলকৃত রাসূল (সঃ) আনীত সত্যকে জানা ও তার অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য, আর যারা এ সত্যকে মনে চলে তাদেরকে চেনা ও তাদের সঙ্গী হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু এর পরিবর্তে ব্যক্তির মাধ্যমে সত্যকে জানার ধারণা পোষণ করা নিতান্তই ভুল। ব্যক্তির মানদণ্ডে সত্যকে যাচাই নয় বরং সত্যের মানদণ্ডে ব্যক্তিকে যাচাই করতে হবে। আর এই আকীদা-ই হচ্ছে কুরআন হাদীস সমর্থিত সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাস। মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন– وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون ـ الاعراف : ١٨١

"আমার সৃষ্টির মাঝে এমন একটি উম্মত রয়েছে যারা সত্য মুতাবিক পথ প্রদর্শন করে এবং এ সত্য মুতাবিক বিচার-ফায়সালা করে।"

এ জন্যই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমাম হযরত আলী ইবনু অবি তালিব (রাঃ) ব্যক্তির মানদণ্ডে সত্যকে যাচাই করা এবং ব্যক্তির মাধ্যমে সত্যকে জানার আকীদাকে পথভ্রষ্ট নীতি বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লামা ইউছুফ কারজাবী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন–

لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ـ (الحلال والحرام فى الاسلام ص١٢)

"তুমি ব্যক্তির দ্বারা সত্যকে চিনবে না, বরং সত্যকে চিনবে তাহলে সত্যপন্থীদের চিনতে পারবে।"

www.pathagar.com

কারণ ব্যক্তি সত্যের বর্ণনাকারী হতে পারে কিন্তু ব্যক্তির দ্বারা সত্য চিনা যাবে না। তার নিজস্ব জ্ঞান ও ব্যক্তিগত মতামত সত্যের উৎস নয়। কেননা সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিষয়।

আল্লামা ইবনুল জাওজী (রঃ) 'তালবীছে ইবলীছ' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ আওয়ার যখন হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনি কি মনে করেন, তালহা ও জুবায়ের (রাঃ) বাতিল ও মিথ্যা? তার জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন–

"يا حارث انه ملبوس عليك ان الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله"

(ايقاظ همم اولى الابصار ص١١٣)

হে হারেছ, এটি তোমার কাছে (সত্য মিথ্যায়) মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিদের দ্বারা সত্য চিনা যায় না, তুমি নিজে সত্যকে চিন, তাহলে সত্যপন্থীদের চিনতে পারবে। (ইকাজু হিমামে উলিল আবসার ঃ ১১৩)

হযরত আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা মাদানী সাহেবের মতবাদ অর্থাৎ "ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে। চাই তার নিকট ওহী এলাহী আসুক বা না আসুক"– এটি কুরআন হাদীস পরিপন্থী ও সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাস বিরোধী।

মাওলানা মাদানী (রাহঃ) আরো বলেছেন–

مگر مودودی صاحب فرماتی هیں که ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں هے جس کا قول یا فعل حق کے پہچانے کا اله اور معیار قرار دیا جاسکے اور نه کوئی شخص ایسا هے جس کی تقلید اور ذهنی غلامی جائز هو ۔ کیایه خلاف فروعی هے ؟ کیا یه قول ضلالت اور گمراهی نہیں هے ۔ مودودی دستور صـ ٥٨

"কিন্তু মওদুদী সাহেব বলেন, তাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার কথা বা কর্ম সত্যকে জানার মাধ্যম ও মাপকাঠি সাব্যস্ত করা যায়, আর না এরকম কোন ব্যক্তি আছে যার নির্বিচারে অনুসরণ ও অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত হওয়া বৈধ," এটা কি শাখা-প্রশাখা জাতীয় মতভেদ? এ কথাটি পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী নয়কি?" দেখুন (মওদুদী দস্তুর পৃঃ৫৮)

পর্যালোচনা ঃ আসলে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) এ রকম কোন কথা বলেছেন কিনা তা আমি জানি না। তবে এরকম কোন কথা যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে যথার্থই বলেছেন। কারণ, সত্যকে চিনা ও জানার মাধ্যম হলো আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। ব্যক্তি ও ব্যক্তির নিজস্ব মতামত নয়। বরং যে

www.pathagar.com

ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে তাকে অবশ্যই ওহীপ্রাপ্ত হতে হবে। ওহীই পরম সত্য। ওহীর মাধ্যমেই সত্যকে জানতে হবে। এজন্যেই রাসূল (সঃ) বলেছেন–

"ان اتبع الاما يوحى الى" يونس : ١٥

"আমি কেবল তারই অনুরসণ করি, যা ওহী করে আমার নিকট পাঠানো হয়।"

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– "ويحق الله الحق بكلماته ولوكره المجرمون"

"আল্লাহ স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন যদিও তা পাপীষ্ঠদের অপছন্দ লাগে।" (ইউনুস ঃ ৮২)

এদিকে রাসূল (সঃ) নিজেই মানুষের রায় ও মতামতকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ বলেছেন, সত্য জানার মাধ্যম বলেননি।

তিনি তার এক হাদীসে বলেছেন–

تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعلمون بالرأى فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ـ رواه ابو يعلى جامع بيان العلم ١٣٤/٢، ايقاظ الهمم ص١١

এই উম্মত একটা সময় পর্যন্ত আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করবে। অতঃপর রায় ও মতামত এর অনুসরণ করবে। যখন তারা এরকম করবে নিশ্চিত বিভ্রান্ত হবে।" (ইকাজুল হিমাম– পৃঃ ১১) তিনি আরো বলেছেন ঃ من قال به صدق

"যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে।" (তিরমিজী)

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেছেন–

من لم يعرف الحق بالقران والسنة فهو بالخصومة بالرأى عن الحق ابعد ـ

النور اللامع للناصيرى ل٧٥

"যারা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সত্যকে চিনে না তারা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বাক্ বিতণ্ডা করে সত্য থেকে বহুদূর চলে যায়।"

কুরআন হাদীসের বক্তব্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানার মতবাদটি এবং ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার আকীদা-বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ ভুল, অসত্য, ভিত্তিহীন। বরং যারা ব্যক্তি ও তার মতামত দ্বারা সত্য জানায় বিশ্বাসী তারা ঝগড়াটে হতে বাধ্য। যেদিকে ইমাম আবু ইউছুফ (রাহঃ) উপরোক্ত বাণী দ্বারা ইংগিত করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে ইমাম গাজালী (রঃ)-এর বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন–

هذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق والعاقل يقتدى بسيد العقلاء على ابن ابى طالب رضى الله عنه حيث قال لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله" (المنقذ من الضلال والموصل لذى العزة والجلال صـ١١١)

"এটি হচ্ছে দুর্বল ও স্থূল বিবেক সম্পন্নদের অভ্যাস যে, তারা ব্যক্তিদের মাধ্যমে সত্য চিনে। সত্য দিয়ে ব্যক্তিদেরকে চিনার চেষ্টা করে না। অথচ বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই বিবেকবানদের সরদার হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর অনুসরণ করে থাকে। কেননা, তিনি বলেছেনঃ তুমি ব্যক্তির দ্বারা সত্যকে চিন না। বরং সত্যকে চিন, তাহলে সত্যপন্থীদের চিনতে পারবে।" (আল মুনকিযু মিনাদ্ দালাল ঃ ১১১)

ইমাম গাজালী (রাহঃ) অত্যন্ত সঠিক কথাই বলেছেন, কারণ সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। একে জানা ও মানা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য এবং এটি হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর তরীকাহ ও চিরাচরিত মূলনীতি। তারা রাসূল (সঃ) আনীত সত্যের দ্বারা ব্যক্তিকে যাচাই করে, পরখ করে, ওজন করে এবং এর দ্বারাই মানুষকে চিনে ও জানে। তাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون -

আমার সৃষ্টির মাঝে এমন একটি উম্মত রয়েছে যারা সত্য মোতাবিক পথ প্রদর্শন করে এবং এ সত্য অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে।" (আরাফ)

তিনি তাঁর কুরআন সম্পর্কে বলেছেনঃ ١٠٥ : بنى اسرائيل - بالحق انزلناه وبالحق نزل

"আমি সত্যসহ এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এটি সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে।"

এরপরই তিনি ওহী তথা কুরআন সুন্নাহকে সত্যের মানদণ্ড ঘোষণা করে সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বলেছেন–

ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون -

"যারা আল্লাহর নাজিলকৃত সত্য মোতাবেক বিচার ফায়সালা করে না, তারা কাফের– তারা জালেম– তারা ফাসেক।" (সূরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)

সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্যদের দ্বারা সত্য জানা আবার কি? সত্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে। এ সত্যকেই জানার চেষ্টা করতে হবে। তারা তো এই সত্যের অনুসারী ও বর্ণনাকারী ছিলেন মাত্র। আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ

www.pathagar.com

لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ـ (يونس : ٩٤)

"হে নবী! তোমার নিকট তোমার রবের নিকট থেকে সত্য এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন ঃ

فإن الحق قديم والرجوع الى الحق اولى من التمادى فى الباطل ـ

جامع بيان العلم وفضله ٨٨/٢

"সত্য চিরন্তন। বাতিলের মাঝে পড়ে থাকা অপেক্ষা চিরন্তন সত্যের দিকে ফিরে আসা শ্রেয়।"

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ)-এর অভিযোগঃ

মাওলানা মাদানী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬নং উপধারার সমালোচনায় مودودى دستور নামক একখানা পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে তিনি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মর্যাদা ও প্রশংসা জ্ঞাপক দলীলের অবতারণা পূর্বক তাদেরকে মিয়ারে হক-সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। যদিও এসব দলীলের দ্বারা তাদের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রমাণিত হয় না। বরং তাদের ঈমান আকীদার, দ্বীনদারী, আমল-আখলাক ও বুজুর্গী সম্পর্কে সু-ধারণা লাভ হয়, কিন্তু মাওলানা মাদানী ও তাঁর অনুসারীগণ এ সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপক দলীলকেই সত্যের মাপকাঠির দলীল মনে করলেন এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বিকৃত ব্যাখ্যাদানে উদ্যত হলেন যা জ্ঞানী মহলে পরিত্যাজ্য ও পরিত্যক্ত।

হযরত মাওলানা মাদানী (রাহঃ) লিখেন–

اور مودودى صاحب اس كى تكذيب كرتے هوے ارشاد فرماتے هيں كه كوئى انسان سوائے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نه كوئى صحابى نه كوئى تابعى نه كوئى بعدوالا معيار حق هے نه تنقيد سے بالاتر نه مستحق ذهى غلامى ..... مودودى دستور ص ٥٧

"আর মওদুদী সাহেব তা অস্বীকার করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া কোন মানুষ, কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী, কোন পরবর্তী লোক 'সত্যের মাপকাঠি' নয়। তানকীদ ও যাচাই বাচাই এর উর্ধ্বে নয়, নির্বিচারে অনুসরণ উপযুক্ত নয় ...।" (মওদুদী দস্তুর ঃ ৫৭)

পর্যালোচনা ঃ আসলে মাওলানা মাদানী (রাহঃ)-এর কথাগুলো পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। তিনি স্বীয় মাকতুবাতে সত্যের মাপকাঠির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন

www.pathagar.com

সেই সংজ্ঞা মোতাবিকই রাসূল (সঃ) ছাড়া আর কেউই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

কিন্তু এখানে তিনি সাহাবা, তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ী ও পরবর্তী লোকদের সবাইকে সত্যের মাপকাঠি বলতেছেন।

আমি আশ্চর্যান্বিত হই যে, 'সত্যের মাপকাঠি' এত অসংখ্য হয় কীভাবে? আবার সকলের কথাও কাজই বা পরম সত্য হয় কীভাবে? অথচ সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মতামতকে দ্বিধাহীনভাবে পরম সত্য মনে করতেন না। কারণ, তাদের উপর ওহী নাজেল হয়নি। তাছাড়া সত্য হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিষয়। এজন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) الكلالة -এর ক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদান করে বলেছিলেন–

اقول فيها برأيى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطا فمنى ومن الشيطان
(نصب الراية ٤/٦٤)

"আমি এ ব্যাপারে আমার মতামত ব্যক্ত করছি যদি তা শুদ্ধ হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি ভুল হয় তবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে।" (নসবুর রায়াহ ৪/৬৪)

* তিনি অপর একটি বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে বলেছিলেন–

هذا رأئى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى واستغفر الله ـ
(شرح العقيدة الطحاوية : ٤٣٥)

"এটা আমার রায়। যদি তা শুদ্ধ হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ থেকে এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

* হযরত উমর (রাঃ) যখন কোন ফতোয়া দিতেন তখন বলতেন–

"هذا رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر"

এটা উমরের রায়। যদি তা শুদ্ধ হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি ভুল হয়, তবে তা উমরের পক্ষ থেকে হয়েছে।। (মীযানুল কুবরা ১/৪৭, হাকীকাতুল ফিকাহ ঃ ৬১)

* হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ

أقول فيها برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى (نصب الراية ٤/٦٤)

"এ বিষয়ে আমি আমার মতামত পেশ করেছি। যদি তা শুদ্ধ হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ থেকে হয়েছে।"
(নসবুর রায়াহ ঃ ৪/৬৪)

www.pathagar.com

এভাবে সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামগণ বলতেন। তাঁরা আরো বলতেন– "আমার রায় শুদ্ধ তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অন্যের রায় ভুল তবে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।" কিন্তু কেউ নিজের মতামতকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত সত্য বলে দাবী করতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিষয়। এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের রায় বা মতামত নয়। এ জন্যই তারা সত্যকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করতেন। তাহলে কীভাবে তাদেরকে 'সত্যের মাপকাঠি' বলা জায়েয হতে পারে? আর কীরূপেই নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করা বৈধ হতে পারে?

তাই বলছি যে, যদি উপরোক্ত কথাটি মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) বলে থাকেন, তবে তিনি যথার্থই বলেছেন। তাঁর এ আকীদাহটি সকল সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামগণের আকীদাহ। খোদ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের সুযোগ্য শাগরিদ ও খলিফা জনাব মাওলানা আহমদ শফী (মুহতামিম হাটহাজারী মাদ্রাসা) লিখেছেনঃ ان حسن الافعال وقبحها عند اهل الحق يعرفان بالشرع لا بالعقل (البيان الفاصل بين الحق والباطل ص٣٩)

"আহলে হক্বের মতে, কেবল মাত্র শরীয়তের দ্বারাই সকল কাজের ভাল-মন্দ চিনতে ও জানতে পারা যায়। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা নয়।" (আল-বায়ানুল ফাসেল ঃ ৩৯)

হযরত আবু উসমান (রাহঃ) বলেছেন–

من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى (ان تطيعوه تهتدوا)

(تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٤)

যে ব্যক্তি সুন্নাতকে কথা ও কাজের দিক থেকে নিজের উপর শাসক বানিয়েছে সে হিকত অনুযায়ী কথা বলে আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে কথা ও কাজের দিক থেকে নিজের উপর শাসক বানিয়েছে সে বিদআতের সাথে কথা বলে। অথচ আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেনঃ "যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহলে হিদায়াত লাভ করবে।"

بل جاء هم بالحق واكثرهم للحق كارهون ـ (المؤمنون : ٧٠)

"তিনি [রাসূল (সঃ)] সত্য নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। আর তারা এ সত্যকে অপছন্দ করে, শুনতে চায় না।"

www.pathagar.com

মিয়ারে হক ও তানকীদের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং তার জবাব ঃ

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে মাওলানা মাওদুদী (রহঃ) মিয়ারে হক ও তানকীদ সম্পর্কে যে মূল্যবান আকীদার উল্লেখ করেছেন তার বিকৃত অর্থ আবিষ্কার করে জনাব মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী বলেন–

جس کے صاف اور صریح معنی یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی انسان خواہ حضرت عیسی علیہ السلام ہوں یا حضرت موسی علیہ السلام اور خواہ حضرت ابراھیم علیہ السلام ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تمام گذشتہ انبیاء میں سے کوئی بھی معیار حق نہیں ہے اور نہ تنقید سے بالاتر ہے اور نہ اس کی ذھنی غلامی جائز ہے ۔

"যার পরিষ্কার ও স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া কোন মানুষ চাই তিনি হযরত ইসা (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-ই হোন, কোন অতীত নবী 'সত্যের মাপকাঠি" নন। আর না যাচাই-বাচাইয়ের উর্ধ্বে, আর না তাঁদের অন্ধ অনুসরণ জায়েয আছে।"

(মওদুদী দস্তুর)

পর্যালোচনা ঃ মাওলানা মাদানী (রাহঃ) এখানে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) যা উদ্দেশ্য করেননি তিনি জোর পূর্বক তা উদ্দেশ্য করলেন। বিবেকবানদের কাছে তাঁর এ অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন। সত্য বলতে কি জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য। জামায়াতে ইসলামী এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, তারা একটি মৌলনীতি ও আকীদা এ রকম বানিয়ে নিবে যে, পূর্ববর্তী নবীগণ 'সত্যের মাপকাঠি' কি না, তাঁরা তানকীদ ও যাচাই-বাচাইয়ের উর্ধ্বে কি না এবং তাদের অনুসরণ এখনও জায়েয কি না?

গঠনতন্ত্রের এ ধারাটি প্রণয়নের সময় আলোচনায় অতীত নবীগণের প্রশ্ন ছিল না। আর না তাদের আচার আচরণ আলোচনায় আনার মত কোন কারণ উপস্থিত ছিল। সম্মুখে তখন কেবল এ উম্মতের বিভিন্ন স্তর ছিল যে, তাদের কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ দলীল হতে পারেন না। বরং সকলের কথা ও কাজ রাসূল (সঃ) এর মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করার পরই দলীল হতে পারে। কারণ রাসূল (সঃ) বলেছেন– لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ـ

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার চিন্তা-চেতনা ও প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুগত হবে। (শরহুছছুন্নাহ)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন–

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের আদেশ নেই তবে তা পরিত্যাজ্য।" (মুসলিম)

সুতরাং মাওলানা মাদানী সাহেব ৬ নং উপধারা থেকে যে অভিনব অর্থ আবিষ্কার করেছেন তা আগাগোড়া মিথ্যে ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। অতীত নবীগণের প্রতি ঈমান, তাদের শিক্ষা, হিদায়াত ও অনুসরণের যা কিছু আমাদের প্রয়োজন তা সবই আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি। তা সবই কুরআন সুন্নাহের মধ্যে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। রাসূল (সঃ) কে 'সত্যের মাপকাঠি' বিশ্বাস করলে এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করলে সকল নবীকে মানা হয়ে যায়। এজন্য আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন–

ومن صدق محمدا فقد صدق كل نبى ومن اطاعه فقد اطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصيه فقد عصى كل نبى ـ الكواشف الجلية : ٦٣ ط/٤

"যে মুহাম্মদ (সঃ)-কে বিশ্বাস করল সে সকল নবীকেই বিশ্বাস করল এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করল সে সকল নবীরই আনুগত্য স্বীকার করল। আর যে তাকে অস্বীকার করল সে সকল নবীকেই অস্বীকার করল। আর যে তাকে অমান্য করল সে সকল নবীকেই অমান্য করল।" (কাওয়াশেফুল জালিয়্যাহ ঃ ৬৩, চতুর্থ সংস্করণ)

কাজেই মাওলানা মাদানীর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে পৃথকভাবে তাদেরকে 'সত্যের মাপকাঠি' বা তাঁদের অনুসরণ করা কর্তব্য বলার প্রয়োজন নেই। কারণ এটি কালিমা তাইয়্যিবাহ لا اله الا الله محمد رسول الله. র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। এই পবিত্র কালিমায় যেমন কোন অতীত নবীর নাম নেই তেমনি তার ব্যাখ্যায়ও আসেনি। এতে আপত্তি তোলার কি আছে?

আমরা বিশ্বাস করি, যদি আজও কোন অতীত নবী দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেন তবে তাঁকেও আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। এ তত্ত্ব স্বয়ং রাসূলে করিম (সঃ) তাঁর একটি হাদীসে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

عن جابر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول

www.pathagar.com

الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده لو بدالكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتى لاتبعنى (الدارمى والمشكوة)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর নিকট তাওরাত কিতাবের একটি কপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটি একটি তাওরাতের কপি। রাসূল (সঃ) নীরব থাকলেন। তখন হযরত উমর (রাঃ) এটি পড়তে লাগলেন। আর এদিকে রাসূল (সঃ)-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হতে লাগল। এটি দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলে উঠলেন, হে উমর! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি দেখছ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মোবারক কীরূপ ধারণ করেছে? তখন উমর (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর রাসূলের (সঃ) ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলাম। তখন রাসূল (সঃ) বললেনঃ সেই মাহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন। এখন যদি তোমাদের নিকট (খোদ তাওরাতের নবী) মুসা (আঃ)ও আত্মপ্রকাশ করতেন, আর তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য করতে, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই সরল পথ হতে বিচ্যুত হতে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুয়তের যুগ পেতেন তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার আনুগত্য করতেন।

(দারেমী ও মিশকাত)

রাসূল আরো বলেছেন ঃ

كفى بقوم حمقا أو ضلالة ان يرغبوا عما جاءهم به نبيهم الى نبى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم .... جامع بيان العلم وفضله : ٢/٤١

ইমাম শারানী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন–

ودخل شخص الكوفة بكتاب دانيال فكاد ابو حنيفة ان يقتله وقال له أكتاب سوى القرآن والحديث؟ (ميزان الكبرى : ١/٤٩، حقيقة الفقه ص٧٢

"নবী হযরত দানিয়াল (আঃ) এর কিতাব নিয়ে কুফায় এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করল। ইমাম সাহেব ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ কুরআন হাদীস ছাড়া আবার কোন্ কিতাব নিয়ে আসছ?"

(মীযানুল কুবরা/১/৪৯, হাকীকাতুল ফিকহ/৭২)

www.pathagar.com

এসব দলীল থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, পূর্ববর্তী নবীদেরকে পৃথকভাবে অনুরসণযোগ্য কিংবা 'সত্যের মাপকাঠি' বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে মেনে চলার মাধ্যমেই হিদায়াত লাভ হয়ে যায় এবং সকল অতীত নবীকে-ও মানা হয়ে যায়।

তর্কের খাতিরে যদি মাওলানা মাদানীর অভিযোগকে সঠিক বলি তবুও উপরোল্লিখিত দলীলের আলোকে তাঁর খণ্ডন হয়ে যায় নিশ্চয়ই। জ্ঞানীদের নিকট তা মোটেই অস্পষ্ট নয়।

তাবলীগ জামায়াতের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

তাবলীগ জামায়াতের চার একীনের কথা আমরা সবাই জানি। তারা কালিমা তায়্যিবার ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

"কালেমার ভিতর চারটি একীনের শিক্ষা রহিয়াছেঃ

(১) মাখলুক থেকে কোন কিছু না হওয়ার একীন।

(২) আল্লাহ পাক থেকে সব কিছু হওয়ার একীন।

(৩) হুজুর (সঃ)-এর ত্বরীকায় খোদা থেকে সব কিছু পাওয়ার একীন।

(৪) অন্য সমস্ত ত্বরীকায় কোন কিছু না পাওয়ার একীন। এই চারটি একীন দিলের মধ্যে পয়দা করিতে হইবে। ইহাই কালেমার মাকসুদ বা উদ্দেশ্য।

(দাওয়াতে তাবলীগ ১/১৬৮ ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭২ইং)

এটা তাবলীগ জামায়াতের স্থীর আকীদাহ-বিশ্বাস। তারা রাসূল (সঃ)-এর তরীকাহ ছাড়া অন্য কোন তরীকায় বিশ্বাস করে না। সাহাবায়ে কেরাম তাঁরই প্রদর্শিত তরীকাহ ও পথের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং দ্বীনের ও সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সঃ) হওয়াই প্রমাণিত হল।

এতে আরো প্রমাণিত হলো যে, সাহাবায়ে কেরামের পৃথক ও স্বতন্ত্র কোন তরীকাহ নেই। বরং তাঁরা সবাই রাসূল প্রদর্শিত পথ ও তরীকার উপর চলেছেন। ইসলামের নবী তাই ইরশাদ করেছেন–

وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

"সর্বোত্তম তরীকাহ হলো মুহাম্মদ প্রদর্শিত তরীকাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাহ ঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–এর প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য দাবী ও স্পষ্ট চাহিদার প্রেক্ষিতে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) বলেছেন–

www.pathagar.com

٦- رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہوے ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوے اسی معیار کامل پر جانچے اور پر کھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے ۔ (سید مودودی کا عہد ص۸۱)

(১) আল্লাহর রাসূর ব্যতীত অন্য কোন মানুষকে মিয়ারে হক্ব বা সত্যের মাপকাঠি বানাবে না।

(২) কাউকে তানকীদ বা যাচাই বাছাই এর উর্ধ্বে মনে করবে না।

(৩) কারো যেহনী গোলামী বা অন্ধ অনুসরণে লিপ্ত হবে না।

(৪) বরং প্রত্যেককে আল্লাহর দেয়া ঐ মিয়ারে কামেল বা পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠিতে যাচাই ও পরখ করবে এবং এই মাপকাঠির দৃষ্টিতে যার যে মর্যাদা হবে তাকে সেই মর্যাদা দিবে অর্থাৎ যিনি যে স্তরের হবেন তাকে সেই স্তরেই রাখবে।"

(সায়্যিদ মওদুদী কা আহদ ঃ ৮১)

পর্যালোচনা ঃ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত এ আকীদাহ্ সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ সম্মত ও নির্ভুল। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও খেলাফত মজলিসের লোকেরা ইহার বিরুদ্ধে যে আপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বা ইহার যে অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রসূত, মিথ্যা, অসত্য ও ভিত্তিহীন। কারণ মাওলানা মুওদুদী (রাহঃ) জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে বলেছেন ঃ

ان اساسی معتقدات اور انکے صریح مقتضیات کو ہم نے دستور جماعت اسلامی میں پیش کر دیا ہے جو گروہ قران کی نصوص قطعیہ سے مرتب کئے ہوے اس دستور جماعت اسلامی کی حدود کے اندر ہیں انہیں ہم امت مسلمۃ میں شمار کرتے ہیں۔

"ঐ সব মৌলিক আকীদাহ্ বিশ্বাস ও তার সুস্পষ্ট চাহিদাসমূহ আমরা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে পেশ করেছি যারা কুরআনুল কারীমের এই অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রণীত ঐ দস্তুরে জামায়াতে ইসলামীর সীমার ভিতর থাকবে তাদেরকে আমরা উম্মতে মুসলিমার মধ্যে গণ্য করি।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে বলেছেন–

قرآن کی نصوص قطعیۃ سے مرتب کیئے ہوے

"কুরআনের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রণীত।" আসলেও তাই।

জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হওয়া না হওয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু এর গঠনতন্ত্রে ইসলামের যে সকল মৌলিক আকীদাহ-বিশ্বাসের বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো

www.pathagar.com

অবশ্যই মেনে নিতে হবে সবাইকে। ইহার প্রথম আকীদাহ হচ্ছে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তা না মেনে কেউ উম্মতে মুসলিমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হওয়ার শর্ত কি? এ ব্যাপারে মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বলেছেন ঃ

هر وہ شخص (خواہ وہ مرد ہو یا عورت) اور خواہ وہ کسی نسل یا قوم سے تعلق رکھتا ہو اور خواہ وہ دنیا کے کسی حصے کا باشندہ ہو جو عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ سمجھ کر شہادت دے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے وہ جماعت اسلامی کا رکن ہو سکتا ہے اس شہادت کے سوا اس جماعت میں داخل ہونے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے ۔ (سید مودودی کا عہد ص۸۵)

"প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি (চাই সে নারী হোক বা পুরুষ) এবং চাই সে যে কোন বংশ বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক এবং সে পৃথিবীর যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোক সে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কে তার পুরো মর্ম অনুধাবন করে এই সাক্ষ্য দেবে যে, এটাই তার স্থীর আকীদাহ-বিশ্বাস সেই জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হতে পারবে। এই সাক্ষ্য ছাড়া জামায়াতে ইসলামীতে শরীক বা প্রবেশ করার আর কোন শর্ত নেই।"

(সায়্যিদ মওদুদী কা আহ্দ ঃ ৮৫)

সে যা হোক আমরা বলেছি যে, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে যেসব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্থীর আকীদাহ বিশ্বাস। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) আল্লাহর রাসূলকে 'মিয়ারে হক্ব' বলেছেন। কেননা, আল্লাহ তা'লা তাঁকেই 'হক' সহকারে পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন। সত্যসহকারে সাহাবা, তাবেঈ বা অন্য কাউকে পাঠাননি। তাই তারা মিয়ারে হক নন। আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেছেন–

انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا

"হে রাসূল! আমি তোমাকে হক সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপে।" (বাকারা ঃ ১১৯, ফাতির ঃ ২৪)

তিনি আরো বলেছেন ঃ يايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ..

"হে মানুষ! রাসূল তোমাদের নিকট হক সহ এসেছেন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে....।" (নিসা ঃ ১৭০)

রাসূল (সঃ) নিজে বলেছেন ঃ وانى رسول الله بعثنى بالحق

www.pathagar.com

"আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি হক সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন।" (তিরমিযী)

তিনি আরো বলেছেনঃ انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق

"আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল। আমি তোমাদের নিকট হক নিয়ে এসেছি।" (বুখারী)

এসব সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা রাসূল (সঃ) কে মিয়ারে হক (সত্যের মাপকাঠি) বলে থাকি।

সত্যসহ প্রেরিত হয়েই সত্যের মানদণ্ড নবী মুহাম্মদ (সঃ) এই নিম্নোক্ত ঘোষণা দিয়েছেন যা কোন সাহাবী, তাবেঈ বা অন্য কেউ দিতে পারে না ঃ

والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (صحيح رواه النووى فى كتاب الحجة وابن ابى عاصم فى السنة ١٢/١)

"সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার চিন্তা-চেতনা ও প্রবৃত্তি আমার আনীত সত্যের অধীন হবে।" ইহা রাসূলের একক ঘোষণা। কোন সাহাবী, তাবেঈ, বা পরবর্তী যুগের কেউ এরকম ঘোষণা দিতে পারেন না। আর না এ রকম ঘোষণা দেয়ার অধিকার কারো আছে। এ কারণেই আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেনঃ

اصول اهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واصل الدين الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - شرح العقيدة الطحاوية

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তারই অধীন হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি সমূহ। রাসূল (সঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনাই হচ্ছে প্রকৃত দ্বীন।"

على كل مؤمن ان لا يتكلم فى شئى من الدين الاتبعا لما جاء به الرسول -

الكواشف الجليه ص٧٥٤

"প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন কথা না বলা বরং রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার অধীন হয়ে কথা বলা।"

এ জন্যই সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের উপর ফরজে আইন– অপরিহার্য কর্তব্য হলো রাসূলের নিয়ে আসা সত্যের প্রতি ঈমান আনা ও তার অনুসরণ করা। রাসূল (সঃ) নিজেই সৎ ও সফলকাম ব্যক্তি এবং ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করে বলেছেনঃ

فذلك مثل من اطاعنى فاتبع ما جئت به ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق

www.pathagar.com

এটা হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার আনুগত্য স্বীকার করল এবং আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুসরণ করলো। আর এটা হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমাকে অমান্য করল এবং আমার নিয়ে আসা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। (মুসলিম, মিশকাত)

কাজেই কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত না তাঁর চিন্তা-চেতনা, জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও প্রবৃত্তিকে রাসূলের উপস্থাপিত সত্যের অধীন ও অনুগত করতে না পারবে তাবৎ সে ঈমানদার ও মুসলমান হতে পারবে না।

এই কথাটি শুধু রাসূলই শপথ করে বলেননি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শপথ করে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ـ

"না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম! তারা কিছুতেই মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সকল বিষয়ে তোমাকেই একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।" (আন নিসা ঃ ৬৫)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তালা রাসূলে করীম (সঃ) কেই একমাত্র দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি রাসূলকে এই ঘোষণা দিতে বলেছে– فإن عصوك فقل انى برئ مما تعملون

"যদি তারা তোমাকে অমান্য করে তাহলে তুমি তাদের বলে দাওঃ তোমরা যে সমস্ত আমল করছ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

রাসূল (সঃ) আরো বলেছেন ঃ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (মুসলিম)

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ সর্বদাই এই ঘোষণা দিয়ে আসছেন যে, সর্বাবস্থায় রাসূল (সঃ) আনীত সত্যের অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং পৃথিবীর সকল মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, যাবতীয় কথা ও কাজকে রাসূল (সঃ) আনীত সত্যের সামনে পেশ করতে হবে, যাচাই ও পরখ করতে হবে। তৎপর যার কথা ও কাজ রাসূলের নিয়ে আসার সত্যের মুতাবিক হবে তা-ই গৃহীত হবে আর যা কিছু এ সত্যের বিপরীত হবে তা হবে পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। তা শুধু এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে শত্রুতা-মিত্রতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদুদী বলেন ঃ

ایسی ہی باتوں سے یہ راز سمجھ میں آتا ہے کہ دین میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو معیار حق کیوں قرار دیا گیا ہے ۔ مسئلہ قومیت ص ۸۳

"এ ধরনের কথা থেকে এ সূক্ষ রহস্য বুঝে আসে যে, দ্বীনের মধ্যে হুব্বু ফিল্লাহ, বুগজু ফিল্লাহকে কেন সত্যের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে।"

* ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ আল হানাফী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وان خالفه فهو باطل ۔ شرح العقيدة الطحاوية ص١٨١

আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূলগণকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যা দিয়ে কিতাব নাজেল করেছেন তাই একমাত্র হক বা সত্য, যার অনুসরণ করা অপরিহার্য। বান্দাহ বিশ্বাস করবে যে, ইহাই হক ও সত্য। আর ইহা ছাড়া সকল মানুষের কথা এই সত্যের উপর পেশ করতে হবে। অতঃপর যদি তা এই সত্যের মুতাবিক হয় তবে তা-ও সত্য আর যদি তা এই সত্যের বিপরীত হয় তবে তা বাতিল ও মিথ্যা।" (শরহে আকীদা তাহাভী ঃ ১৮১)

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ) কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড ঠিক করে বলেন ঃ

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة آو يصيبهم عذاب آليم ۔ (النور : ٦٣)

"অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (নূর ঃ ৬৩)

* ইমামুল মুফাসসিরীন হাফেজ ইবনু কাছীর (রাহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

اى عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الاقوال والاعمال باقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما ان رسول الله قال : (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) اى فليحذر وليخش من خالف شريعة

www.pathagar.com

الرسول باطنا وظاهرا ـ تفسير القرآن العظيم ٤٢٩/٣

"যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। এখানে তাঁর আদেশ বলতে রাসূলের পথ, তাঁর কর্মপদ্ধতি, তাঁর তরীকাহ, তার সুন্নাহ ও শরীয়ত উদ্দেশ্য। সুতরাং সমস্ত কথা ও কাজকে রাসূলের কথা ও কাজ দ্বারা পরিমাপ করতে হবে, ওজন করতে হবে। ফলে যা তার মুতাবিক হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যা কিছু তার বিপরীত হবে তা তার বক্তা ও কর্তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে সে যেই হোক না কেন!

যেমন বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তবে এটা প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে ভয় করা ও সতর্ক হওয়া উচিত যে রাসূলের শরীয়তের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিধানের বিরোধিতা করে!"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪২৯)

* ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (রাহঃ) বলেন ঃ

الشرع ميزان يوزن به الرجال والاقوال والأعمال والمعارف والاحوال ـ
ايقاظ همم اولى الابصار صـ ١١٠

"ইসলামী শরীয়ত হলো এক পরিমাপ যন্ত্র। যার মাধ্যমে মানুষ ও তার যাবতীয় কথা, কাজ, জ্ঞান ও অবস্থাকে ওজন ও পরিমাপ করা যায়।"

(ইকাজু হিমামে উলিল আবছার ঃ ১১০)

বিশ্বখ্যাত ইমাম হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রাহঃ) বলেছেন ঃ

فهم الميزان الراجح الذى على اقوالهم واعمالهم واخلاقهم توزن الاقوال والاخلاق والاعمال وبمتابعتهم يتميز اهل الهدى من أهل الضلال ـ زاد المعاد ١٥/١

"তারা (নবীগণই) শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। কেবলমাত্র তাঁদের কথা, কাজ, আখলাক ও চরিত্রের ভিত্তিতেই অন্য সব (লোকের) কথা, কাজ ও চরিত্রকে পরিমাপ করা হয়। এবং তাদের আনুগত্যের মাধ্যমেই সঠিক পথপ্রাপ্তরা পথভ্রান্তদের থেকে পৃথক হয়ে যায়।" (যাদুল মায়াদ ঃ ১/১৫)

সমস্ত কওমী-খারেজী মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব ما لا بد منه -এর কিতাবুল ঈমান পৃঃ ১২ এর মধ্যে আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

ومتابعت مقصور بر انبيا ، بايد داشت آنچه پيغمبر صلى الله عليه وسلم خبر داده است بآن ايمان بايد آورد وآنچه فرموده است براں عمل بايد كرد وآنچه منع كرده ازاں

www.pathagar.com

باز باید ماند وقول وفعل هر کسی که سر مو از قول وفعل پیغمبر مخالف داشته باشد آن را رد باید کرد ... ایرست عقائد اهل حق ـ مالابدمنه کتاب الایمان صـ۱۲

"আনুগত্যকে রাসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। রাসূল (সঃ) যে সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি ঈমান আনতে হবে। তিনি যা আদেশ করেছেন সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকতে হবে। এবং যে ব্যক্তির কথা ও কাজ রাসূলের কথা ও কাজের সাথে চুল পরিমাণ সাংঘর্ষিক হবে তা খণ্ডন করতে হবে। ..... এ হলো সত্যপন্থীদের আকীদা-বিশ্বাস। (মালাবুদ্ধা মিনহু ঃ ১২)

এসব আলেমের কথাগুলি মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর কথার সাথে ষোল আনা মিলযুক্ত। তারা সবাই আল্লাহর রাসূলকে মিয়ারে হক বিশ্বাস করেন এবং রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে সকলের কথা ও কাজকে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করতে বলেছেন। তারা সাহাবীদের উল্লেখ করছেন না। সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি হলে অবশ্যই তাদের উল্লেখ করতেন।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠির ব্যাখ্যা ঃ

সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কিত মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) প্রণীত জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের কথাগুলো যখন কোন কোন ধর্মীয় মহলের নিকট অস্পষ্ট ও আপত্তিকর ঠেকলো তখন তাঁকে পুনঃর্বার সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

ہمارے نزدیک معیار حق سے مراد وہ چیز ہے جس سے مطابقت رکھنا حق ہو اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو اس لحاظ سے معیار حق صرف خداکی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں بلکہ کتاب وسنت کے معیار پر پورے اترتے ہیں کتاب وسنت کے معیار پر جانچ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ بر حق ہیں۔

"আমাদের মতে মিয়ারে হক (সত্যের মাপকাঠি) হচ্ছে সেই বস্তু যার মুতাবিক হওয়ার মধ্যে 'হক' (সত্য) নিহিত এবং যার বিপরীত হওয়ার মধ্যে বাতিল (মিথ্যা) নিহিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, একমাত্র আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতই হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তারা কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিঃসন্দেহে একটি বরহক জামায়াত বা সত্যনিষ্ঠ দল।"

www.pathagar.com

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) যথার্থই বলেছেন। ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁর এই সুস্পষ্ট কথাগুলো কোন প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইহা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সঠিক আকীদা বিশ্বাস। এই কুরআন-সুন্নাতের দ্বারাই গোটা সৃষ্টিকুলের উপর আল্লাহর হুজ্জাত তথা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কালিমা তায়্যিবাহ ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করেছি। এই কালিমায় বিশ্বাস করে আমরা আল্লাহর বান্দাহ ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত হয়েছি। আমাদের নিকট আল্লাহর কালাম ও রাসূলের হাদীসই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য ও নির্ভুল দলিল। কাজেই কুরআন ও হাদীস সমর্থিত কথা ও কাজ আমাদের নিকট সত্য ও গৃহিত আর কুরআন-হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ আমাদের নিকট বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কাজেই কুরআন-হাদীস হচ্ছে হিদায়াত ও সত্যের উৎস এবং সত্যের মানদণ্ড।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

"আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।" (হাকিম ও মুয়াত্তা মালেক)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأى فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ـ جامع بيان العلم وفضله ١٣٤/٢

"এ উম্মত একটা সময় পর্যন্ত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে অতঃপর তারা রায় ও মতামত অনুযায়ী আমল করবে। এরকম করলেই তারা নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ

انما هو كتاب الله وسنة رسوله فمن قال بعد ذلك برأية فما ادرى أفى حسناته يجد ذلك ام فى سيئاته ـ جامع بيان العلم وفضله ١٣٦/٢

"সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য দলিল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। অতঃপর যে ব্যক্তি ইহা বাদ দিয়ে নিজ রায় বা মতামত অনুসারে কথা বলবে আমি জানি না, সে কি তা তার পুণ্যের মধ্যে পাবে না কি তার পাপের মধ্যে পাবে।"

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন ঃ

لا تقلد نى ولا تقلدن ما لكا ولا غيره وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة ـ حقيقة الفقه : ٧٣

"তুমি নির্বিচারে আমার অনুসরণ কর না। মালিক বা অন্য কারোও নির্বিচারে অনুসরণ করবে না। তুমি হুকুম আহকাম সে স্থান থেকেই গ্রহণ কর তারা কুরআন-হাদীসের যে স্থান থেকে গ্রহণ করেছেন।"

ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ) বলেছেন ঃ

من لم يعرف الحق بالقرآن والسنة فهو بالخصومة بالرأى عن معرفته ابعد ـ النور اللامع للناصرى ل ٧٥، الماتريدية دراسة وتقويما للحربى ص٦٣

"যারা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সত্যকে চিনে না তারা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বাক-বিতণ্ডা করে সত্য থেকে বহু দূর চলে যায়।"

বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

اجعل الكتاب والسنة اماما ولا تخرج عنهما فتهلك ـ منكرات القبور ص ٢٠

"তুমি কিতাব ও হাদীসকে ইমাম বানাও। এ দুয়ের অনুসরণ থেকে বের হয়ো না। তা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে সত্যের মাপকাঠি বলেন নাই। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার মত কুরআন-হাদীসে কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল নেই। বরং তাঁদের সত্যের মাপকাঠি না হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

"হতে পারে যে, কোন বিষয়কে তোমরা খারাপ মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভাল। আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। (কোনটি ভাল কোনটি খারাপ তা) আল্লাহই জানেন। তোমরা জাননা। (সূরা বাকারা ঃ ২১৬) তিনি বলেছেন ঃ

فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ـ النساء :١٩

"হতে পারে তোমরা কোন বস্তুকে খারাপ মনে করবে আর আল্লাহ তাতে অনেক

www.pathagar.com

কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সত্যের মনদণ্ড হতে পারেন না। বরং সত্যের মাপকাঠি হলো আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। এজন্য আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন ঃ

فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق ـ

অতএব তাদের মধ্যে আল্লাহর অবতীর্ণ ওহী অনুসারে বিচার ফায়সালা কর এবং তোমাদের নিকট আগত সত্যকে বর্জন করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না।" (মায়েদাহ ঃ ৫)

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ

اياكم واراء الرجال ـ ميزان الكبرى ١/٤٨ حقيقة الفقه صـ٧١

"তোমরা লোকদের রায় (গ্রহণ) থেকে দূরে থাকবে।"

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বলেন ঃ

الوجه الثالث عشر ان الناس عليهم ان يجعلوا كلا م الله ورسوله هو الأصل المتبع والامام والمقتدى به سواء علموا معناه ام لم يعلموا .... واما ما سواى كلام الله ورسوله فلا يجوز ان يجعل اصلا بحال ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه فان كان موافقا لما جاء به الرسول كان مقبولا وان كان مخالفا كان مردودا ـ

الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ٥/١٧

"ত্রয়োদশ নীতি হলো ঃ মানুষের উপর অবশ্যকর্তব্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসকে অনুসরণ করার মূলমন্ত্র এবং অনুসরণীয় ইমাম হিসেবে স্থীর করা। চাই তার অর্থ তারা জানুক বা না জানুক। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা ব্যতীত যা কিছু আছে তাকে কোন অবস্থাতেই মূল ধারা হিসেবে মেনে নেয়া বৈধ হবে না এবং অর্থ না বুঝে তাকে সত্য বলে সাব্যস্ত করাও কর্তব্য হবে না। হাঁ, যদি তা রাসূল আনীত সত্যের মুতাবিক হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি তা ইহার বিপরীত হয় তবে তা বর্জনীয় হবে।" (আল ফাতাওয়াল কুবরা ঃ ৫/১৭) এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সত্যের মানদণ্ড হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ। এজন্যই ওহীর জ্ঞান ছাড়া মানুষের নিছক ধারণা ও রায় দ্বারা সত্য চিনা যায় না বা তাকে সত্যের মাপকাঠি বলা ঠিক না। সেজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) লোকদের রায় থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

মিয়ারে হক্ব ও তানকীদ সম্পর্কে মাওলানা আমীন আহছন ইসলাহীর ব্যাখ্যা ঃ

www.pathagar.com

انبائے سابقین، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین پر تنقید کا مفہوم

মাওলানা ইসলাহী বলেন ঃ

دستور جماعت اسلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو لوازم بیان ہوئے ہیں ان کے تحت اس ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ:

"رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے"۔

مذکورہ بالا عبارت پر بعض دینی حلقوں سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معیار حق اور تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام انبیائے سابقین اور تمام صحابہ اور تمام ائمہ مجتہدین کے معیار حق ہونے کے منکر ہیں اور العیاذ باللہ ان کے "عیب چینی" کو جائز سمجھتے ہیں۔ پھر اس اعتراض کو بنیاد بنا کر ایک فتوی مرتب کر ڈالا گیا اور اس میں پوری جماعت کو انبیاء اور صحابہ کی توہین و تنقیص کے الزام میں کافر بنا ڈالا گیا ہے۔

اس فتوے کو دیکھنے کے بعد ایک صاحب علم دوست نے دستور جماعت اسلامی کی مذکورہ عبارت سے متعلق میری رائے دریافت کی تھی کہ کیا فی الواقع اس سے وہ باتیں لازم آتی ہیں جو بعض علماء نے اس سے نکالی ہیں۔ ان کے جواب میں یہ سطریں لکھی گئیں۔

جواب : دستور کی یہ دفعہ جماعت کے ارکان کو یہ بتانے کے لیے نہیں درج کی گئی ہے کہ کس کس کی "عیب چینی" کی جاسکتی ہے اور کس کس کی عیب چینی نہیں کی جا سکتی۔ جماعت اسلامی کا قیام اقامت دین کے لیئے عمل میں آیا ہے، عیب چینی کے لیئے عمل میں نہیں آیا ہے کہ اس سے متعلق خاص طور پر ایک دفعہ درج کی جائے اور وہ بھی بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے کہ جماعت کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء، تمام صحابہ اور تمام آئمہ کی عیب چینی کو اپنا عقیدہ بنائیں۔

تنقید کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام میں معیار حق صرف رسول اللہ صلعم ہیں۔ کسی کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ اگرچہ اس دفعہ کی ترتیب کے وقت زیر بحث سوال انبیائے سابقین کا نہیں تھا۔ اور نہ ان کا معاملہ زیر بحث

www.pathagar.com

لانے کی کوئی وجہ موجود تھی ۔ پیش نظر صرف اسی امت کے مختلف طبقات تھے کہ ان میں سے بجائے خود کوئی بھی سند اور حجت نہیں ہے بلکہ سب کے اعمال واقوال اصل معیار حق (رسول اللہ صلعم) پر جانچنے پر کھنے کے بعد ہی حجت اور سند بن سکتے ہیں ۔ لیکن اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعینہ یہی اصول حضرات انبیائے سابقین پر بھی منطبق ہوتا ہے کیونکہ ہم ان انبیائے سابقین کی تعلیمات وہدایات تو درکنار خودان کی نبوت بھی اسی بنا پر تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے ۔ اگر ہمارے نبی کریم صلعم نے ان کی نبوت کی تصدیق نہ فرمائی ہوتی تو ہم ان میں سے کسی کو نبی بھی نہ مانتے ۔ جب سرے سے ان کی نبوت ہی حضور صلعم کی تصدیق کے بغیر تسلیم نہیں کی جا سکتی تو ان کے اقوال وافعال کے بجائے خود معیار بننے کے کیا معنی؟

انبائے سابقین کی تعلیمات کا بیشتر حصہ گم ہو چکا ہے ، ان کی تعلیمات میں تحریفات بھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات بیشتر غیر مستند روایات کا مجموعہ ہیں، ان کی شریعتوں کے بہت سے احکام قرآن مجید نے منسوخ کر دیئے ہیں، نیز ان کی شریعتوں میں بہت سی کمیاں بھی تھیں، جن کی حضور صلعم کے ذریعے تکمیل ہوئی ہے ۔ ان وجوہ سے ہمارے لیے ان کی صرف وہی چیزیں قابل قبول ہیں ۔ جو ہمیں قرآن وحدیث سے معلوم ہوئی ہیں ۔ اور وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ وہ انبیائے سابقین کی تعلیمات ہیں ۔ بلکہ اس بنا پر کہ اسلامی شریعت نے ان کو اپنا لیا ہے ۔ اگر اس کسوٹی سے بے نیاز ہوکر ہم ہر اس رطب ویابس کو قبول کرلیں جو انبیائے سابقین سے متعلق ان کے ماننے والے پیش کرتے ہیں تو ہم ہدایت کے بجائے ضلالت میں پڑ جائیں گے ۔

مذکورہ عبارت میں تنقید کا لفظ جو آیا ہے اگر کوئی صاحب دھاندلی کرکے اس کی زد میں حضرات انبیاء سابقین کو کھڑے کرنے پر مصرھی ہوں تو ان سے گذارش یہ ہے کہ کم ازکم اتنی بات وہ سمجھ لیں کہ اس تنقید کے معنی عیب چینی کے ہرگز نہیں ہیں ۔ تنقید کا لفظ عیب چینی کی معنی میں ممکن ہے جہلاء کے کسی طبقہ میں بولا جاتا ہو تو بولا جاتا ہو، لیکن اہل علم اس کو اس معنی میں نہیں بولتے ، بلکہ جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں بولتے ہیں اور جہاں تک جانچنے اور پرکھنے کا تعلق ہے ، یہ واقعہ ہے ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرات انبیائے سابقین کی کوئی چیز بھی خاتم النبین علیہ السلام کے معیار حق پر جانچے اور پرکھے بغیر ہم قبول نہیں کر سکتے اگر ہم ایسا کریں گے تو جو شریعت تمام گھپلوں

www.pathagar.com

سے پاک کرکے حضور صلعم نے ہمیں دی ہے ۔ ہم پھراس کو گھپلا کرکے رکھ دیں کے ۔ ہم تو کیا اگر پچھلے انبیاء میں سے کوئی نبی از سر نو دنیا میں تشریف لائیں تو وہ بھی جو کچھ مانیں گے حضور صلعم کی کسوٹی پر پرکہ کرھی مانیں گے اور حضور صلعم ھی کی اتباع کریں گے ۔ اس حقیقت کو خود حضور صلعم نے ایك مرتبہ نہایت وضاحت کے ساتہ سمجھا دیا ہے ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ھیں کہ ایك مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم یہود سے ایسی بہت سی باتیں سنتے ھیں جو ہمیں بڑی پسندیدہ معلوم ہوتی ھیں، کیا حضور یہ مناسب خیال فرماتے ھیں کہ ہم ان میں سے کچھ مفید باتیں نوٹ کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ بھی اسی طرح کی حیرانی وسرگشتگی میں مبتلا ہونا چاھتے ہو جس طرح کی سرگشتگی میں یہود ونصاری مبتلا ہو گئے ۔ میں تمہارے پاس اس شریعت کو بالکل روشن صورت میں لایا ہوں، اگر موسی علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا مفر نہیں تھا ۔ (مشکوۃ بحوالہ احمد وبیہقی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ان کو یہود کی اس طرح کی باتیں پسند آئی ہوں‌گی جس طرح کی باتیں اسرائیلیات کہلاتی ھیں ۔ وہ اگر پسند کر سکتے تھے تو وھی باتیں پسند کرسکتے تھے جو فی الواقع پسند کیے جانے کے لائق تھیں ۔ لیکن نبی صلعم نے ان باتوں کا نوٹ کیا جانا بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ھے کہ اس موقع پر حضور صلعم کا چھرہ مبارك غصہ سے تمتما اٹھا ۔ اگر آپ صلعم کی بعثت کے بعد بھی دوسرے انبیاء کی تعلیمات پر آپ کی تائید وتصدیق سے مستغنی ہوکر عمل کیا جا سکتا تھا تو اس سے روکنے اور حضور صلعم کے غصہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ کے معیار حق پر جانچے بغیر بھی یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کیا حق ھیں اور کیا حق نہیں ھیں؟ کن کا اختیار کیا جانا مطلوب ھے کن کا اختیار کیا جانا مطلوب نہیں ھے تو حضور کے یہ فرمانے کی کیا وجہ ھے کہ اس طرح تم حق وباطل کے امتیاز میں اسی طرح کی حیرانی وسرگشتگی میں مبتلا ہو جاؤگے جس طرح کی حیرانی وسرگشتگی میں یہود و نصاری مبتلا ہوگئے ۔ اور اگر حضور کی بعثت کے بعد بھی حضور کے سوا کسی نبی یا رسول کی پیروی جائز ھے تو حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہ تھا؟

www.pathagar.com

یہ جو کچھ انبیائے سابقین کی نسبت میں نے عرض کیا ہے بعینہ یہی بات صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ کرام کے متعلق بھی صحیح ہے ۔ ان میں سے بھی کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملات میں بجائے خود سند اور حجت ہوں کہ ان کی ہر بات رسول کے معیار حق پر جانچے بغیر ہی تسلیم کر لی جائے ۔ وہ شرعی امور میں کوئی بات کہنے کے مجاز اسی وقت ہیں ۔ جب ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سند موجود ہو ۔ اور ہمارے لیے ان کی کسی بات کو تسلیم کرنا اسی صورت میں ضروری ہے جب ہم نے رسول خدا صلعم کے معیار حق پر جانچ کر اس کی صحت وقوت کی طرف سے اطمینان کر لیا ہو ۔ صحابی کا قول اگر حجت مانا جاتا ہے تو اس گمان پر حجت مانا جاتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے رسول صلعم سے سن کر کہی ہوگی ۔ چنانچہ اگر رسول صلعم کا ارشاد اس قول کے خلاف مل جائے یا دوسرے صحابہ کا قول اس کے قول کے خلاف ہو تو پھر اس کی حیثیت ایک قول سے زیادہ نہیں رہ جاتی پہلی صورت میں تو اس کا قول بالکل ہی کالعدم ہو جاتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے ضعف وقوت کا فیصلہ اصل معیار پر پرکھنے کے بعد ہوتا ہے ۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام اوزاعی رح سے فرمایا کہ ابراہیم نخعی رح حضرت سالم سے بڑے فقیہ ہیں ۔ اور اگر شرف صحابت کا سوال نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے فقیہ تھے ۔ اگر امام صاحب کی طرف اس قول کی نسبت صحیح ہے ، تو فرمائیے کہ یہ بغیر تنقید ہی کے علقمہ کو ایک جلیل القدر صحابی پر ترجح دے دی گئی ہے ؟ اگر صحابہ کے اوپر تنقید جائز نہ ہوتی تو کیا امام صاحب کے لیے یہ کہنا کہ علقمہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے فقیہ ہیں جائز ہوتا ؟

تحقیق وتنقید کی اسی کسوٹی پر لازما ائمہ کے اقوال واجتہادات کو بھی پرکھنا پڑے گا ۔ اس بارے میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کی بجائے میں یہاں تمام ائمہ کے اقوال نقل کیے دیتا ہوں ۔ جن میں انہوں نے تنقید کے بغیر اپنے اقوال قبول کرلینے سے شدت کے ساتھ روکا ہے ۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ۔ "رسول اللہ صلعم کے سوا ہر شخص کے کلام میں قابل اخذ اور قابل ترک دونوں ہی طرح کی باتیں ہیں" ۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ "جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں بات میں نے کتاب وسنت کی کس دلیل کی بنا پر کہی ہے تو وہ میرے قول پر فتوی نہ دے" ۔

فقہ حنفی کے دوسرے اکابر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ

www.pathagar.com

علیہ وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ۔ "کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی قول پر اس وقت تک فتوی دے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے"۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ۔ "میں جو با ت بھی کہوں اور جو اصول بھی ٹھراؤں جب اس کے خلاف کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو پھر حضور صلعم ھی کی بات اصل ہے"۔

اب آخر میں امام احمد بن حنبل کا ارشاد سنیے۔ وہ فرماتے ھیں :- "اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ھوتے ھوئے کسی کی بات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے"۔ اگر ان بزرگ آئمہ کے اقوال میں کوئی کفر نہیں ہے تو دستور جماعت اسلامی کے مندرجہ الفاظ میں کہاں سے کفر گھس آیا ہے ؟

حوالہ : توضیحات ۹۹-۱۰٤

আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী (রঃ) বলেনঃ

অতীত নবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং মুজতাহিদ ইমামগণের উপর- 'তান্‌কীদ' বা 'যাচাই বাছাই' এর মর্মকথা ঃ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার যে সব 'লাওয়াজেম' বা আবশ্যকীয় উপকরণের বর্ণনা করা হয়েছে উহার অধীনে এই ঈমানের তাগিদ ও চাহিদা ইহাও বর্ণনা করা হয়েছে যে- "আল্লাহ্‌র রাসুল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে পরখের উর্ধ্বে মনে করবে না, কারো চিন্তার দাসত্বের শিকল পরবে না। প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র দেয়া সত্যের এই পরিপূর্ণ মাপকাঠির নিরিখে যাচাই এবং পরখ করবে অতঃপর এই মানদন্ডের অনুপাতে যে যে স্তরের হবে তাকে সেই স্তরেই রাখবে।"

উল্লিখিত বক্তব্যের উপর কোন কোন ধর্মীয় মহল থেকে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা যখন রাসুল (সাঃ) কে ব্যতীত অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি (মিয়ারে হক) এবং যাচাই বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করে না তাই উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা পুর্বেকার সমস্ত নবীগণ, সমস্ত সাহাবা এবং সমস্ত মুজতাহিদ ইমামগণকে সত্যের মাপকাঠি হবার অস্বীকারকারী (নাউজুবিল্লাহ্‌) তাঁরা তাঁদের ছিদ্রান্বেষণকে বৈধ মনে করেন। আবার এই অভিযোগকে ভিত্তি করে একটি ফতোয়াও সাজানো হয়েছে আর উহাতে পূর্ণ জামায়াতকে নবীগণ এবং সাহাবাদের অপমান এবং অবমাননার অপরাধে কাফির বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এই ফতোয়া দেখার পর এক শিক্ষিত বন্ধু জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত বক্তব্যের ব্যাপারে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বাস্তবেই কি উহাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যাহা কোন কোন আলেম উহা থেকে উদ্ভাবন করেছেন। তারই উত্তরে এই কয়েকটি লাইন লিখা হয়েছে।

উত্তরঃ গঠনতন্ত্রের এই ধারা জামায়াতে ইসলামীর রুকুনদেরকে এই কথা জানানোর জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়নি যে, কার কার দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করা যাবে আর কার কার দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করা যাবে না। বরং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা দ্বীন কায়েমের জন্য বাস্তবে রুপ লাভ করেছে। ছিদ্রান্বেষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যাতে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটি ধারা বিধিবদ্ধ করা হবে আর উহাকে মৌলিক আকীদার মতই জামায়াতে ইসলামীর রুকনরা রাসুল (সাঃ) ব্যতীত সমস্ত নবীগণ, সাহাবা এবং সমস্ত ইমামগণের ছিদ্রান্বেষণকে নিজেদের বিশ্বাস ও আকীদা বানিয়ে নেবে!

'তান্‌কীদ' এর অর্থ হচ্ছে যাচাই করা, পরখ করা এবং এই কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, দ্বীন ইসলামে সত্যের মানদন্ড (মিয়ারে হক) কেবলমাত্র রাসুল (সাঃ)। কারো কোন কথা রাসুল (সাঃ) এর কথা এবং কাজের বিপরীত হলে উহা দলিল হতে পারে না। যদিও এই ধারাটি প্রণয়নের সময় আলোচনায় অতীত নবীদের প্রশ্ন ছিলনা, আর না তাদের আচার আচরণ আলোচনায় আনার মত কোন কারণ উপস্থিত ছিল! সম্মুখে তখন কেবল মাত্র এই উম্মতেরই বিভিন্ন স্তর ছিল যে, তাঁদের কেউই নিজে নিজে দলিল এবং প্রমাণ হতে পারেন না বরং সবার কথা ও কাজ মুল সত্যের মানদন্ড রাসুল (সাঃ) এর সাথে যাচাই এবং পরখ করার পরই দলিল এবং প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু এখন আমি বলতেছি যে, হুবহু এই নীতিই অতীত নবীগণের বেলায়ও প্রযোজ্য হয়। কেননা, আমরা ঐ পুর্বেকার নবীদের শিক্ষা-দীক্ষা হেদায়েত এমনকি তাঁদের নবুয়াতীও এই ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকি যে নবী করিম (সাঃ) তাঁদের নুবুওয়াতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি আমাদের নবী (সঃ) (তাঁর উপর নাজেলকৃত ওহীর মাধ্যমে) তাঁদের নবুওয়াতের স্বীকৃতি না দিতেন তবে আমরা উনাদের কাহাকেও নবীই স্বীকার করতাম না। যখন মূলেতেই তাঁদের নুবুওয়াতই রাসুল (সাঃ) এর স্বীকৃতি ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না তাহলে তাঁদের কথা ও কাজ মিয়ারে হক হবার কি অর্থ আছে?

অতীত নবীদের শিক্ষার বৃহত্তম অংশ হারিয়ে গেছে, তাদের শিক্ষায় তাহরীফ ও রদবদল হয়েছে, তাঁদের জীবনীর অধিকাংশ অনির্ভর যোগ্য বর্ণনার সংকলণ, তাঁদের শরীয়তের অনেক হুকুম কুরআন মজীদ রহিত (মান্‌সুখ) করে দিয়েছে,

www.pathagar.com

স্বয়ং তাদের শরীয়তের মধ্যেই অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল সেগুলো রাসুল (সাঃ) এর দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। এই সমস্ত কারণে আমাদের জন্য কেবলমাত্র তাদের ঐ সমস্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য যা আমরা কুরআন হাদীস দ্বারা জানতে পারি। আর ইহাও এই ভিত্তিতে নয় যে, উহা অতীত নবীদের শিক্ষা বরং এই ভিত্তিতে যে, ইসলামী শরীয়ত (শরীয়তে মুহাম্মদী) এগুলোকে আপন করে নিয়েছে। যদি আমরা এই কষ্ঠি পাথর থেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী হয়ে প্রত্যেক ঐ ভাল-মন্দ গ্রহণ করে নেই যা অতীত নবীদের সম্পর্কে তাঁদের অনুসারীরা পেশ করে থাকে তবে আমরা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর মধ্যে পড়ে যাব।

উল্লিখিত বর্ণনায় 'তান্‌কীদ' যে শব্দটি এসেছে যদি কোন ব্যক্তি চাতুরতা করে অতীত নবীদেরকে উক্ত শব্দের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে পেশ করে তবে তার প্রতি আবেদন এই যে, সে কমপক্ষে এতটুকুন কথা যেন বুঝে নেয় যে, 'তান্‌কীদ' এর অর্থ কখনো ছিদ্রান্বেষণ নয়। তানকীদ এর ব্যবহার ছিদ্রান্বেষণের অর্থে যদি মুর্খদের - জাহেলদের কোন স্তরে সম্ভব হয় তবে বলা যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী সমাজ উহাকে এই অর্থে ব্যবহার করেন না বরং যাচাই এবং পরখের অর্থে ব্যবহার করেন। এই টুকুন বাস্তব কথা যে পর্যন্ত যাচাই করা এবং পরখ করার সম্পর্ক বর্তমান। যেমন আমি পেশ করলাম যে, অতীত নবীগণের কোন বিষয়ই শেষ নবী আলাইহিস সালামের সত্যের মানদন্ডে যাচাই এবং পরখ ব্যতিরেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। সুতরাং আমরা যদি এমন করি তাহলে যে শরীয়তকে সব ধরনের গাফলা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা পুনরায় উহাকে গাফলা করে রেখে দিব। আর আমরা তো কি? যদি আগেকার নবীদের মধ্য থেকে কোন নবী বর্তমান দুনিয়াতে নুতন করে আগমণ করেন- তশরীফ আনেন তবে তিনিও যা কিছু পালন করবেন তা রাসুল(সাঃ) এর মানদন্ডে যাচাই ও পরখ করেই অনুসরণ করবেন এবং রাসূলেরই অনুসরণ করবেন। এই তত্ত্বটি স্বয়ং রাসুল (সাঃ) একবার খুব সুন্দর ও পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"হজরত জাবির (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত উমর রাসুল (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন যে, আমরা ইয়াহুদীদের কাছ থেকে এমন অনেক কথা শুনে থাকি যা আমাদের বেশ পছন্দ লাগে তবে কি হে রাসুল আপনি উহা উপযুক্ত মনে করেন যে, আমরা উহা থেকে কিছু উপকারী কথা নোট করে নিব? তখন রাসুল(সাঃ) বললেন যে, তোমরাও কি এমনিভাবে দ্বিধা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়েপড়তে চাও যেমনি ভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে ইয়াহুদ ও নাছারা। আমি তোমাদের কাছে এই শরীয়ত পুর্ণ

www.pathagar.com

উজ্জ্বলতা সহকারে নিয়ে এসেছি, তাই হজরত মুসাও যদি আজ জীবিত থাকতেন-তবে তারও আমার অনুসরণ ব্যতীত উপায় ছিল না।

[মিশকাত, আহমদ ও বাইহাকী]

হজরত ওমর(রাঃ) সম্পর্কে কোন ব্যক্তি এমন ধারণা করতে পারেন না যে তাঁর নিকট ইয়াহুদীদের এই সমস্ত কথা পছন্দ হয়েছিল যেমন ধরণের কথাকে 'ইসরাইলিয়াত' বলা হয়ে থাকে। তিনি যদি পছন্দ করে থাকেন তবে ঐ সমস্ত কথা পছন্দ করে থাকবেন যা বাস্তবিকই পছন্দ উপযোগী ছিল কিন্তু নবী (সাঃ) ঐ সমস্ত কথারও নোট করে রাখা পছন্দ করেননি বরং কোন কোন বর্ণনা থেকে ইহাও জানা যায় যে, এই সময় রাসুল (সাঃ) এর পবিত্র মুখ মন্ডল ক্রোধে টগবগ করে উঠেছিল। যদি নবী হিসাবে তাঁর আবির্ভাবের পরও অন্য নবীদের শিক্ষার উপর তার সাহায্য নেয়া এবং তার স্বীকৃতি থেকে অ-মুখাপেক্ষী হয়ে আমল করা যেত, তবে উহা থেকে বাধাদান এবং রাসুলের ক্রোধান্বিত হবার কি কারণ ছিল? যদি তাঁর সত্যের মানদন্ডে যাচাই ব্যতীতও এই কথা জানা যেত যে, নবীদের আনীত শিক্ষা দিক্ষার মধ্যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ঠিক নয়? কাকে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য এবং কাকে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য নয়? তাহলে রাসুলের এই কথা বলারই বা কি কারণ যে এমনিভাবে তোমরা সত্য মিথ্যার প্রভেদকরণে এই ধরনের দ্বিধা , সন্দেহ এবং ভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে যেমনি ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও ভ্রান্তির মধ্যে ইয়াহুদ ও নাছারা জড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর যদি রাসুলের আবির্ভাবের পরও রাসুল(সাঃ) কে ব্যতীত কোন নবী রাসুলের অনুসরণ জায়েজ হয় তবে রাসুল (সাঃ) এই কথা কেন বললেন যে, "যদি আজও মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁর জন্যও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।"

অতীত নবীদের ব্যাপারে এই যা কিছু আমি পেশ করলাম হুবহু এই কথা সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাপরেও সত্য । তাদের মধ্যেও কারো এমন কোন মর্যাদা নেই যে, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে নিজস্বভাবে দলিল-প্রমাণ হতে পারেন যাতে তার প্রত্যেক কথা রাসুলের সত্যের মানদন্ডে যাচাই-পরখ ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে। তিনি শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকারী তখন যখন তার কাছে রাসুলের কোন দলিল বর্তমান থাকে। আর আমাদের জন্য তাদের কোন কথা গ্রহণ করা তখনই জরুরী যখন আমরা রাসুলে খোদার সত্যের মানদন্ডে যাচাই করে উহার সত্যতা এবং দৃঢ়তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি। সাহাবাদের কথা যদি প্রমাণ স্বীকার করা হয় তবে এই ধারণায়ই প্রমাণ স্বীকার করা হয় যে, তিনি যে কথা বলেছেন উহা রাসুল

www.pathagar.com

(সাঃ) থেকে শুনেই বলে থাকবেন। বস্তুতঃ যদি রাসুল (সাঃ) এর উক্তি এই কথার বিপরীত পাওয়া যায় অথবা অন্য সাহাবার কথা তার কথার বিপরীত হয় তবে উহার মর্যাদা মাত্র 'একটি কথা' থেকে বেশী থাকবে না। প্রথম অবস্থায় তো তার কথা যেমন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর দ্বিতীয় অবস্থায় উহার দুর্বলতা এবং দৃঢ়তার মীমাংসা মুল মানদন্ডে পরখ করার পর হয়। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর ব্যাপারে এই কথা বহুল প্রচলিত যে তিনি ইমাম আওজায়ী (রহঃ) কে বলেছিলেন যে, ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) হজরত ছালিম (রাঃ) থেকে বড় ফেকাহবিদ ছিলেন আর যদি সাহাবী হবার পদমর্যাদার প্রশ্ন না হত তবে আমি বলতাম যে আল্‌কামা হজরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বড় ফেকাহবিদ ছিলেন। যদি ইমাম সাহেবের প্রতি এই কথার সম্পর্ক ঠিক তবে বলুন, যে এ তান্‌কীদ-যাচাই বাছাই ব্যতীতই আলকামাকে এক মর্যাদাবান সাহাবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। যদি সাহাবাদের উপর তান্‌কীদ জায়েজ না হত তবে ইমাম সাহেবের জন্য এই কথা বলা যে, আলকামা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বড় ফেকাহবিদ ছিলেন, কিভাবে জায়েজ হত?

'তাহকীক এবং তানকীদ' এর এই কষ্ঠিপাথর অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ইমামদের উক্তিসমূহ ও গবেষণাসমূহকেও পরখ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু আরজ করার পরিবর্তে আমি এখানে সমস্ত ইমামদের উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি যাতে তাঁরা যাচাই বাছাই ব্যতীত স্বীয় বক্তব্যসমূহ গ্রহণ করে নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

* ইমাম মালিক (রহঃ) এর বক্তব্য-" রাসুল (সাঃ) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির কথায় গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় উভয় প্রকার কথা রয়েছে।"

* ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) বলেন-"যে ব্যক্তির এই কথা জানা নেই যে অমুক কথা আমি কুরআন-সুন্নাহের কোন্ দলিলের ভিত্তিতে বলেছি সে যেন আমার কথা দ্বারা ফতোয়া না দেয়। "

হানাফী মাজহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের অন্য বিরাট ব্যক্তিত্ব কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ), ইমাম জুফার (রহঃ) এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা বলতেন যে,-"কারো জন্য ইহা জায়েজ নয় যে সে আমাদের কোন উক্তি দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার এই কথা জানা না হবে যে এই কথা আমরা কোথা থেকে বলেছি।"

* ইমাম শাফেয়ী(রহঃ) এর উক্তি- "আমি যে কথাই বলি এবং যে মূলনীতিই নির্ধারণ করি যখনই উহার বিপরীত কথা রাসুল(সাঃ) থেকে পাওয়া যাবে তখন

www.pathagar.com

রাসূলের কথাই হবে আসল।"

* এখন সর্বশেষে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) এর বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন- "আল্লাহ এবং রাসুলের কথার বর্তমানে আর কারো কোন কথার স্থান নেই।"

যদি ঐসব সম্মানিত ইমামদের উক্তিতে কোন কথা' কুফরি' না হয় তবে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত শব্দ সমূহে কোথা থেকে কুফরি প্রবেশ করল? (অনুবাদঃ মাওঃ শাব্বির আহমদ খান, দেখুন ঃ তাওজীহাত পৃঃ ৯৯-১০৪)

আল্লামা ইসলাহী যে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তারপর কেউই সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসুল(সাঃ)হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। বস্তুতঃ আল্লাহর রাসুলই হচ্ছেন কষ্টিপাথর। অবশ্যই তাঁর কষ্টিপাথরে যাচাই ও পরখ করে যার যে মর্যাদা হবে তাকে সেই মর্যাদা দিতে হবে। এবং রাসূলে করীম(সাঃ) এর নির্দেশ انزلوا الناس منازلهم "প্রতিটি মানুষকে তাঁর স্ব স্ব মর্যাদায় সমাসীন কর।" (আবু দাউদ ও মিশকাত) এর উপর আমল করতে হবে। ইসলাম লোকদেরকে রাসুল (সাঃ) এর শিক্ষা ও তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে যে মর্যাদা দান করেছে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রাহঃ) খুবই চমৎকার অভিমত পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فلا يقصر بالرجل العالى القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر فى العلم فوق منزلته ويعطى كل ذى حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى "وفوق كل ذى علم عليم" - المقدمة لمسلم ص٣-٤

"উচ্চ মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখা হবেনা এবং কম যোগ্যতা ও কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও তার প্রাপ্য মর্যাদার উপর স্থান দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে- প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দান করা এবং স্ব-স্ব মর্যাদায় বহাল রাখা। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

امرنا رسول الله ان ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى : وفوق كل ذى علم عليم -

অর্থঃ প্রতিটি লোককে তার স্বমর্যাদায় বহাল রাখার জন্য রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন থেকেও একথা প্রমাণিত। যেমন, এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণীঃ প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছেন আরেকজন

www.pathagar.com

জ্ঞানী"-(সুরা ইউসুফঃ৭৬)। -[সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা পৃঃ৩-৪]

এজন্যই আমরা রাসুলে করীমকে একমাত্র মিয়ারে হক জ্ঞান করে সবাইকে তাঁর সত্যের মানদন্ডে যাচাই ও পরখ করে থাকি এবং যার যে মর্যাদা তাকে সেই মর্যাদাই দিয়ে থাকি। এবং এরই ভিত্তিতে পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম এই আকীদা পোষণ করেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত আবুবকর তৎপর উমর তৎপর উসমান এবং তৎপর আলী (রাঃ) এর স্থান। সাহাবাগণ যদি সত্যের মাপকাঠি হতেন তাহলে তাদের সাথে এখ্‌তেলাফ বা দ্বীমত পোষণ করার কারো অধিকার থাকত না যেমনি ভাবে ইসলামে রাসুলের সাথে (দ্বীনী ব্যাপারে) এখ্‌তেলাফ করার কারো ইখ্‌তিয়ার নাই। অথচ দেখা গেছে অনেকগুলো বিষয়ে তাবেয়ীগণ তাঁদের সাথে দ্বীমত (এখ্‌তেলাফ) করেছেন এবং অনেক সময় তাবেয়ীর কথাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন হজরত আলী (রাঃ) একটি ঘটনায় সাক্ষী হিসাবে নিজ ছেলে ও গোলামকে পেশ করেছিলেন এবং কাজী সুরাইহ (রহঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেলেন। এবং যেমন ইমাম মাসরুক (রাহঃ) তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। সন্তান জবেহ করার মান্নতের মাসআলার মধ্যে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বিরোধীতা করেছেন। সাহাবাগণ যদি সত্যের মাপকাঠি, তবে কোন অধিকার বলে তারা তাদের বিরোধিতা করেছিলেন?

কুরআনের আলোকে সত্যের মাপকাঠি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড ঘোষণা করেছেন এবং সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে তাঁকেই একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১। আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ـ

" না হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম! তারা কখনো মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সকল বিতর্কমূলক বিষয়ে তোমাকেই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়। (নিসা ঃ ৬৫)

২। মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূল (সঃ) কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড স্থীর করে তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিতে সকলকে আদেশ করেছেন। যারা তাঁর আহ্বানে

www.pathagar.com

সাড়া দেবে না তাদেরকে তিনি প্রবৃত্তির অনুসারী পথভ্রষ্ট ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهوائهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ـ القصص : ٥٠

"হে নবী যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখ, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াতের পরোয়া না করে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?" (সূরা কাসাস ঃ ৫০)

আল্লাহ তা'লা আরো বলেন ঃ

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذ اقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ـ

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন ব্যাপারে ফয়সালা করে দেন, তখন মুমিন নর-নারীর পক্ষে নিজেদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র ফয়সালা করার কোনই অধিকার নেই।" (আহযাব ঃ ৫)

৩। মহান আল্লাহ তা'লা তার প্রিয় রাসূলকে সত্যসহ প্রেরণ করে দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে সত্যের মানদণ্ড বানিয়ে সকলের উপর এই আদেশ জারী করেছেন ঃ

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

সাহাবাসহ গোটা উম্মত এই সম্বোধনের আওতাধীন। তাই সাহাবাসহ সকল মানুষের জন্য রাসূলই দ্বীনের ও সত্যের মাপকাঠি। এবং দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) কে অনুসরণ করা আমাদের সকলের উপর ফরজ।

৪। মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূলকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সত্যের মানদণ্ড ঘোষণা করে বলেছেন ঃ وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا

"এবং আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা সাবা ঃ ২৮)

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে রাসূল তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন আর যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে না রাসূল তাকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। তাই রাসূল (সঃ) একমাত্র সত্যের মাপকাঠি। তাঁকে মানা-না মানার মধ্যেই মুসলমান-কাফের, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিহিত রয়েছে। এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ محمد فرق بين الناس

www.pathagar.com

"মুহাম্মদ (সঃ) সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী বা মানদণ্ড।" (বুখারী-মিশকাত)

৫। আল্লাহর ভালবাসা ও মাগফেরাত লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করা। রাসূল মুহাম্মদ এর অনুরসণ করা ছাড়া আল্লাহর ভালবাসা ও ক্ষমা লাভের আর কোন পথ ও পন্থা নেই। তাই রাসূল (সঃ) হলেন দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم -

হে রাসূল! তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।

তাঁকেই দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড স্থীর করে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রাহঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

كلما كان الرجل اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم كان اعظم توحيدالله واخلاصا له فى الدين واذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فاذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا يظهر فيمن هو اقرب منه الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم - الكواشف الجلية : ١٨٨

"যখনই কোন ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ করবে তখনই সে আল্লাহর সবচেয়ে বড় একত্ববাদী এবং দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় নিষ্ঠাবান বলে গণ্য হবে। আর যখন সে রাসূলের অনুসরণ করা থেকে যতটুকু দূরে সরে যাবে তার দ্বীন ততটুকু অসম্পূর্ণ হবে। অতঃপর যখন আনুগত্য থেকে তার দূরত্ব বেশী হবে তখন তার নিকট থেকে এমন শিরক ও বিদআত সমূহ প্রকাশ পাবে যা রাসূলের আনুগত্যের নিকটবর্তী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায় না।"

(কাওয়াশিফুল জালিয়্যাহ ঃ ১৮৮)

৬। আল্লাহ তা'লা সাহাবা সহ সকল মানুষের জন্য একমাত্র তাঁর রাসূলকেই উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন। ফলে রাসূলই সকলের জন্য একমাত্র সত্যের মানদণ্ড। তিনি বলেছেন ঃ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

"একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

তাই রাসূলই সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আলোচ্য আয়াতে علم البلاغة (অলংকার শাস্ত্র) এর মৌলনীতি تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر বর্তমান

www.pathagar.com

রয়েছে। কাজেই উম্মতে মুসলিমার জন্য রাসূল ব্যতীত আর কেউ অনুসরণীয় আদর্শ বা সত্যের মানদণ্ড নয়। রাসূলের সাহাবীগণই এই আয়াতের মর্মার্থকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তারা পরস্পরকে সতর্ক করে বলতেন ঃ

أليس لك فى رسول الله اسوة حسنة؟ وفى رواية أما لك فى رسول الله اسوة حسنة؟

"তোমার জন্য কি আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নেই?"

(হাদীসের কিতাবসমূহ দ্রঃ)

তারা কুরআনের আয়াত দ্বারাও একে অন্যে সতর্ক করতেন। যেমন–

عن ابن عباس انه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الاركان كلها فقال ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله يستلمهما؟ فقال معاوية : ليس شئ من البيت مهجورا فقال ابن عباس : لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة فقال معاوية صدقت - رواه البخارى واحمد، مرويات الامام احمد فى التفسير ٣/٣٩٢

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মুআবিয়ার সাথে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। মুআবিয়া (রাঃ) সবক'টি খুটিতে চুম্বন করছিলেন তখন ইবনে আব্বাস তাঁকে বললেন ঃ এই দুটো খুটিতে চুম্বন করছেন কেন? রাসূল (সঃ) তো এই দুটোতে চুম্বন করতেন না। মুআবিয়া (রাঃ) প্রতিউত্তরে বললেন ঃ বায়তুল্লাহর কোন কিছুই বর্জনযোগ্য নয়। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) তা খণ্ডন করে বললেন ঃ "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে।" তখন মুআবিয়া তা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন।" (বুখারী ও আহমদ)

৭। আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন ঃ

فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر -

النساء : ٥٩

"যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।" (নিসা ঃ ৫৯)

এ আয়াতে একটি কথা লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তা'লা "তোমরা" বলে যে সম্বোধন করেছেন এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন। সুতরাং স্পষ্টতঃ বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম সহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের একে অন্যের সাথে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে পারে। একজন সাহাবীর সাথে যেমন অন্য একজন সাহাবীর মতবিরোধ হতে পারে তেমনি একজন সাহাবীর সাথে এমন ব্যক্তিরও

www.pathagar.com

মতবিরোধ হতে পারে যিনি সাহাবী নন। যেমনটি সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে হয়েছে-ও। এমতাবস্থায় ফয়সালাকারী হবে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল। অতএব বুঝা গেল মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত। যদি সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি হতেন তাহলে তাবেঈ তো দূরের কথা একজন সাহাবীর অন্য সাহাবীর সাথে মতবিরোধের কোন অধিকার থাকত না। বরং সকলেই নিজ নিজ মতের উপর অটল অবিচল থাকার নির্দেশ হত এবং তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করারও কোন প্রয়োজন পড়ত না। অথচ আল্লাহ তা'লা বলছেন, তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে এ বিষয়টিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সত্যের মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের হাদীস। সাহাবী বা অন্য কেউ সত্যের মাপকাঠি নন। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ কোন বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করলে বলতেন ঃ যদি তা শুদ্ধ হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে হয়েছে। আর এটা শতসিদ্ধ কথা যে, যাদের মতামতে ভুল ও শুদ্ধ উভয়টা হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলা যায় না। কারণ, সত্যের মাপকাঠি এমন বস্তু যা সর্বপ্রকার ভুলের ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

হাফিজ ইবনে কাসীর (রাহঃ) বলেন ঃ

..... محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم على الاطلاق فى الدنيا والاخرة الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فما قاله فهو الحق وما أخبر به فهو الصدق وهو الامام المحكّم الذى اذا تنازع الناس فى شئ وجب رد نزاعهم اليه فما وافق اقواله وافعاله فهو الحق وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله وكائنا من كان.

تفسير القران العظيم : ٣/٣٥٦

"মুহাম্মদ (সঃ) দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত আদম সন্তানের শর্তহীন নেতা। তিনি প্রবৃত্তি থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর নিকট প্রেরিত ওহী ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং তিনি যা বলেন তাই চিরন্তন 'হক'। তিনি যে সংবাদ দেন তাই পরম সত্য এবং তিনি সেই ইমাম যাকে বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং মানুষ যে বিষয়ে মতভেদ করে সেই বিরোধপূর্ণ বিষয়কে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া অপরিহার্য। তাঁর কথা ও কাজের যা মুতাবিক হবে তাই হক। আর যা তার বিপরীত হবে তা তার বক্তা ও কর্তার উপর ছুঁড়ে মারতে হবে সে যেই হোক না কেন।"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ৩/৩৫৬)

www.pathagar.com

হাদীসের আলোকে সত্যের মাপকাঠি

দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড যে একমাত্র রাসূল এবং রাসূল ছাড়া কোন মানুষ দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড হতে পারে না, তার সমর্থনে রাসূলে করীম (সঃ) এর কতিপয় হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো। যা থেকে প্রতিটি পাঠক বুঝতে পারবেন যে, ইহা রাসূলেরই একক ঘোষণা ও একক বৈশিষ্ট্য। সাহাবী, তাবেঈ বা উম্মতের কোন শ্রেণী বিশেষ এর মধ্যে শরীক নন। বরং সকলেই রাসূল আনীত সত্যের অনুসারী ও এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী।

১। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ

والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুগত হবে।" (শরহুছ ছুন্নাহ)

২। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন ঃ

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ومات لم يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار ـ مسلم واحمد

"সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এই উম্মত (মানব জাতি) এর মধ্যে যে কেউ আমার সম্পর্কে শুনতে পাবে চাই সে ইয়াহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান, আর সে এই সত্যের প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুমুখে পতিত হবে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী।" (মুসলিম ও আহমদ)

৩। তিনি আরো বলেছেন ঃ

كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى ـ البخارى

"আমার সমস্ত উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে কিন্তু তারা ব্যতীত যারা অস্বীকার করবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, কারা অস্বীকার করে? তিনি প্রতি উত্তরে বললেন ঃ যারা আমাকে মেনে চলে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে আর যারা আমাকে অমান্য করে চলে তারাই অস্বীকার করে।" (বুখারী শরীফ)

৪। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ما تركت من خير الا وقد امرتكم به وما تركت من شر الا وقد نهيتكم عنه وتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك ـ الطبرانى والدار قطنى

"এমন কোন কল্যাণ বা ভাল কাজ নেই যার আদেশ আমি তোমাদেরকে করিনি।

www.pathagar.com

আর এমন কোন অকল্যাণ বা মন্দ কাজও বাকী নেই যা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি। আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দ্বীনের উপর ছেড়ে গেলাম যেখানের রাত দিনের মতই উজ্জ্বল। আমার পর যে তা থেকে বিচ্যুত হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।"

৫। রাসূলে কারীম (সঃ) আরো বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ـ البخارى ومسلم

"আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে; আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং যে পর্যন্ত না তারা আমার প্রতি ও আমার নিয়ে আসা সত্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৬। তিনি আরো বলেছেন ঃ

انكم لتعلمون انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق فاسلموا ـ البخارى : ١/٥٥٦

"তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট সত্যসহ এসেছি। সুতরাং তোমারা (এসত্যকে) মেনে নাও অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার কর। (বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৬)

৭। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী ও রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করল সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করল।" (বুখারী-মুসলিম)

৮। রাসূল (সঃ) আরো বলেছেন ঃ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার সমর্থনে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তাহলে ইহা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (মুসলিম)

৯। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ما بقى شئى يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بينته لكم ـ احمد والطبرانى

"এমন কোন বস্তু বাকী নেই যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং যা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে কিন্তু আমি তা তোমাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি।" আহমদ, তিবরানী ও ফতহুল মজীদ ঃ ২২১)

১০। তিনি আরো বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

ان الله عز وجل بعثنى رحمة للعلمين وهدى للعلمين - احمد والطبرانى -

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'লা আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন।" (আহমদ ও তিবরানী)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড একমাত্র রাসূল। আর কেউ নয়। আর সাহাবায়ে কেরাম তো তাঁরই উম্মত ও অনুসারী মাত্র।

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ জামায়াত সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) সবাই চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, দ্বীনের মাপকাঠি ও সত্যের মানদণ্ড এবং দ্বীনের সকল বিষয়ে ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)। তারা আরো ঘোষণা করতেন যে, আল্লাহ তা'লা একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ)-কেই সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। নিচে তাঁদের বক্তব্য ও কয়েকটি ঘটনা পেশ করা গেল। যা থেকে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি বুঝতে পারবেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত নবীকে ও তাঁর উপর নাজিলকৃত ওহী তথা কুরআন-হাদীসকেই সত্যের উৎস ও এর মাপকাঠি জ্ঞান করতেন। এর বাইরে কোন কিছুকেই তারা সত্যের মাপকাঠি মনে করতেন না।

১। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم - سيرة ابن هشام ٣١١/٤ البداية والنهاية ٣٤٨/٥ فتح الكريم : ٢٦

"হে লোক সকল! যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর নাফরমানী করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য মোটেই জরুরী নয়।" (সীরাতে ইবনে হিশাম ৪/৩১১, বিদায়া ও নিহায়া ৫/৩৪৮)

২। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক এর অভিমত ঃ

عن الشعبى قال قالت فاطمة بنت قيس طلقنى زوجى ثلاثا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة فقال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أحفظت ام نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة - الترمذى ١٤١/١

হযরত উমর (রাঃ) ফাতেমা বিনতে কায়েস নাম্নী একজন মহিলা সাহাবীর কথা এই বলে প্রত্যাখ্যান করছিলেন যে, আমরা কোন মহিলার কথায় আল্লাহর

www.pathagar.com

কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাতকে বর্জন করতে পারব না। জানি না সে (রাসূলের হাদীস) স্মরণ রেখেছে না কি ভুলে গেছে?" (তিরমিযী ঃ ১/১৪১)

৩। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له : قال ابو بكر وعمر فقال ابن عباس : يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء ، اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر؟ رفع الملام عن ائمة الاعلام ص٣٢ - الكواشف الجلية ص٧٤٦

"একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। তিনি একটি হাদীস দ্বারা তার জবাব দিলেন। তখন ঐ লোকটি বললো ঃ হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) তো এরূপ বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তা শুনে বললেন ঃ অচিরেই তোমাদের উপর আসমান থেকে নীল পাথর বর্ষিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ, আমি বলছি ইহা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন; আর তোমরা বলছো যে, আবু বকর ও উমর এরূপ বলেছেন?"
(কাওয়াশিফুল জালিয়্যা ঃ ৭৪৬, রাফউল মুলাম ঃ ৩২)

৪। হযরত ইবনু উমর (রাঃ)-এর অভিমত ঃ

ان الله قد بعث الينا محمدا ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما رأينا محمدا يفعل -

رواه النسائى ٢١١/١ المدخل لابن الحاج ٢٥٦/٢ موارد الظمان الى زوائد ابن حبان - ١٤٤/١

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিকট নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে পাঠিয়েছেন অথচ আমরা কিছুই জানতাম না। কাজেই আমরা তাই করি যা মুহাম্মদ (সঃ) কে করতে দেখি।" (নাসাঈ ১/২১১)

৫। তিনি আরো বলেছেন ঃ

وقال ابن عمر لجابر بن زيد انك من فقهاء البصرة فلا تفت الا بقران ناطق او سنة ما ضية فإنك ان فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت - حجة الله البالغة ص١٥٣ حقيقة الفقه ص٦٢

"ইবনে উমর (রাঃ) জাবের ইবনে জায়েদকে বললেন ঃ তুমি বসরার ফকীহ্‌দের একজন। সুতরাং তুমি সরব কুরআন ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ব্যতীত ফতোয়া দিও না। কেননা, তুমি ইহার অন্যথা করলে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যদেরকে ধ্বংস করবে।"

৬। ইবনে উমর (রাঃ)-এর অভিমত যা ইমাম তিরমিজী বর্ণনা করেছেন ঃ

ان رجلا من اهل الشام سال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال حلال فقال الشامى ان اباك قد نهى عنها فقال أرأيت ان كان ابى قد نهى عنها وصنعها

www.pathagar.com

رسول الله، امرأبى يتبع ام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - رواه الترمذى

সিরীয় এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করল, হজ্জে তামাত্তু (উমরা সহকারে হজ্জ পালন) জায়েজ না হারাম? ইবনে উমর (রাঃ) বললেন ঃ জায়েজ ও হালাল। এর উপর সিরীয় ব্যক্তিটি অভিযোগ করে বলল ঃ আপনার পিতা উমার (রাঃ) তো এটা করতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি বল, আমার পিতা উমর যদি এটাকে নিষেধ করেন, নাজায়েজ বলেন আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যদি নিজে এটা করেন তবে কার অনুসরণ করা যাবে? আমার পিতা উমরের না আল্লাহর রাসূলের? সিরীয় ব্যক্তিটি বলল, অনুসরণ তো আল্লাহর রাসূলেরই করতে হবে। ইবনে উমর (রাঃ) এটা শুনে বললেন ঃ রাসূলই তো হজ্জ উমরাহ এক সাথে করেছেন।" (তিরমিজী)

৭। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমত ঃ

عن سالم بن عبد الله ان عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة طيبت رسول الله بيدى لا حرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وسنة رسول الله احق - ايقاظ همم اولى الابصار ص٩

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত উমর (রাঃ) বাইতুল্লাহ যিয়ারতের পূর্বে এবং প্রস্তর নিক্ষেপের পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেছেন। তার জবাবে হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে নিজ হাতে তার এহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে এহরামের পূর্বে এবং হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি। আর আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতই হচ্ছে সর্বাগ্রে হকদার।"

৮। শাহ ওলীউল্লাহ (রাহঃ) বলেছেন ঃ

عن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن انس رضى الله عنهم انهم كانوا يقولون : ما من احد الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم - حجة الله البالغة صـ١٥٥ حقيقة الفقه ص٦٢

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ ও মালিক ইবনে আনাছ (রাঃ) সবাই বলতেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) ছাড়া প্রত্যেকের কথা (যাচাইয়ের মাধ্যমে) গ্রহণ করা যেতে পারে, বর্জনও করা যেতে পাবে।"

৯। তাউস তাবেঈ (রাহঃ) যখন আসরের নামাজ পর আবার নামাজ পড়তে লাগলেন তখন হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

ما ادرى ايعذب ام يؤجر لأن الله تعالى يقول : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى

www.pathagar.com

الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم"

المستدرك ١/ ١١٠، البيان الفاصل : ص٢٨

"আমি জানি না যে, তাকে আযাব দেয়া হবে নাকি সওয়াব দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ "যখন আল্লাহ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন তখন কোন ঈমানদার নারী ও পুরুষের জন্য নিজেদের স্বতন্ত্র ফয়সালা করার কোনই অধিকার নেই।" (মুস্তাদরাক ঃ ১/১১০)

১০। এক ব্যক্তি ঈদগাহে ঈদের নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়তে লাগল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে নামাজ পড়তে নিষেধ করলেন তখন সে বলল ঃ

يا امير المؤمنين انى اعلم ان الله لا يعذبنى على الصلاة

"হে আমীরুল মুমিনীন, আমার জ্ঞান বলে যে, আল্লাহ তা'লা নামাজের জন্যে আমাকে আযাব দেবেন না।" হযরত আলী (রাঃ) তার জবাবে বললেন ঃ

وانى اعلم ان الله تعالى لا يثيب على فعل حتى يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحث عليه فتكون صلاتك عبثا والعبث حرام ولعله يعذبك به لمخالفتك لرسوله - (شرح مجمع البحرين والبدعة على ضوء القران والسنة ص٤٧-٤٨)

"আমি জানি যে, আল্লাহ তা'লা কোন কাজে সওয়াব দেবেন না যে পর্যন্ত না এ কাজটি রাসূল (সাঃ) করেছেন বা এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। সুতরাং (ঈদের নামাজের পূর্বে) তোমার নামাজ পড়া হবে অনর্থক। আর অনর্থক কাজ হারাম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'লা একারণেই তোমাকে আযাব দেবেন। কারণ তুমি সুন্নাতে রাসূলের বিরোধিতা করেছ।"

উম্মতের ঐক্যমতে সত্যের মাপকাঠি

এ মর্মে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রাসূলের জন্যই পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং তিনিই সত্যের মানদণ্ড। তিনি ছাড়া নির্বিচারে আর কারো অনুসরণ করা যায় না।

* শাইখুল ইসলাম হাফেজ ইবনু তাইমিয়্যা (রাহঃ) বলেন ঃ

فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم -

رفع الملام عن آئمة الاعلام ص٦

"তারা (আহলে সুন্নাতের ইমামগণ) এ ব্যাপারে সবাই চূড়ান্তভাবে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা ওয়াজিব- অপরিহার্য। এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রত্যেক মানুষের মতামত (যাচাইয়ের মাধ্যমে) গ্রহণও

www.pathagar.com

করা যেতে পারে, বর্জনও করা যেতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যতীত। অর্থাৎ শুধুমাত্র রাসূলের জন্যই পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। (রাফউল মুলাম ঃ ৬)

* ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহঃ) বলেন ঃ

قد صح اجماع الصحابة كلهم اولهم عن اخرهم واجماع التابعين اولهم عن اخرهم واجماع تابعى التابعين اولهم عن اخرهم على الامتناع والمنع من ان يقلد منهم احد الى قول انسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذ كله ـ

عقد الجيد مطبوعة صديقى ص٤١ ـ حجة البالغة مترجم ص٣٦١ حقيقة الفقه ص٦٠

"সঠিক কথা হলো এই যে, সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে একমত যে, তাদের মধ্য হতে কেউই অন্য কারো বা তার পূর্ববর্তী কারো যাবতীয় কথা ও কাজ নির্বিচারে গ্রহণ না করে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিরই সব কিছু দ্বিধাহীনভাবে যেন গ্রহণ করা না হয়। তারা একত্রিতভাবে তা নিষেধ করেছেন।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

* হযরত ইমাম শাফী (রাহঃ) বলেন ঃ

اجمع العلماء (وفى رواية) المسلمون على ان من استبان له سنة من رسول الله لم يحل له ان يدعها بقول أحد ـ

"সমস্ত উলামা ও মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহর একটি সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে তা কোন মানুষের কথায় বর্জন করা তার পক্ষে বৈধ হবে না বরং তা সম্পূর্ণ অবৈধ।" (ইকাজ ঃ ৮২, কাওয়াশিফুল জালিয়্যা ঃ ৭৪৭)

* আল্লামা কাজী মাহমুদ (প্রধান বিচারপতি, কাতার) বলেন ঃ

اتفقوا جميعا على ان من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له ان يدعها لقول أحد كائنا من كان ـ مجموعة رسائل ١٥٤/١

"তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় সে ব্যক্তি অন্য কারো কথায় রাসূলের এ সুন্নাত (আদর্শ) কে বর্জন করতে পারবে না সে যে-ই হোক না কেন।" (মাজমুআতু রাসাইল ঃ ১৫৪)

* মুফতি ফয়জুল্লাহ (রাহঃ) বলেন ঃ

در "مالابدمنه" مى نويسد قول وفعل هر كسے كه سرمو از قول وفعل پيغمبر مخالف داشته باشد انرا رد بايد كرد، حضرت امام مالك فرموده : ما من احد مأخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى اين مضمون در كتب بزرگان

www.pathagar.com

محققين بكثرت موجود است ـ منكرات القبور ص ٢٠

"মালাবুদ্দা মিনহু' নামক কিতাবে লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তির কথা ও কাজ (সত্যের মানদণ্ড) রাসূল (সঃ)-এর কোন কথা ও কাজের সাথে চুল পরিমাণও সাংঘর্ষিক হয় তবে ইহা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। হযরত ইমাম মালেক বলেছেন ঃ "একমাত্র রাসূলুল্লাহ ব্যতীত এমন কোন লোক নেই যার কথার কিছু গ্রহণযোগ্য এবং কিছু বর্জনযোগ্য হবে না।" বড় বড় তত্ত্ববিশারদ আলেম তথা মুহাক্কিকগণের কিতাবসমূহে এ মর্মের কথা ভুরি ভুরি বিদ্যমান রয়েছে।" (মুনকারাতুল কুবুর ঃ ২০)

এভাবেই আহলে সুন্নাতের ইমাম ও আলেমগণ উম্মতের ইজমা তথা ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূলই সর্বাবস্থায় মূল ব্যক্তিত্ব এবং তিনিই দ্বীনের ও সত্যের মাপকাঠি। এবং তিনি ব্যতীত সকল মানুষের কথা ও কাজ যাচাই ও বাছাইয়ের মাধ্যমে কিছু গ্রহণযোগ্য, কিছু বর্জনযোগ্য হতে পারে। কিন্তু রাসূল ইহার উর্ধ্বে।

চারি ইমামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

চারি মাজহাবের ইমামগণ যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ), ইমাম মালেক (রাহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) সবাই আল্লাহর ওহী তথা কুরআন-হাদীস এবং ওহীপ্রাপ্ত নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড বিশ্বাস করতেন। তারা সবাই কুরআন সুন্নাহের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করেছেন। এবং নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম শা'রানী (রাহঃ) বলেন ঃ

وقد كان الأئمة المجتهدون كلهم يحثون اصحابهم على العمل بظاهر الكتاب والسنة ويقولون اذا رأيتم كلامنا يخالف ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط ـ ميزان الكبرى ٤٦/١ طبع مصر

"মুজতাহিদ ইমামগণ সবাই নিজেদের সাথী-সহচরদেরকে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তারা বলতেন আমাদের কথা যদি কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিপন্থী দেখতে পাও তাহলে আমাদের কথা দেয়ালের উপর ছুঁড়ে মারবে।" (মীযানুল কুবরা ঃ ১/৪৬, হাকীকাতুল ফিকহ)

নিচে ইমাম চতুষ্টয়ের আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের মতামত পেশ করা গেল।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেন ঃ

لا تقلدنى ولا تقلدن ما لكا ولا غيره وخذ الاحكام من حيث أخذ وامن الكتاب والسنة ـ ميزان الكبرى، تحفة الاخيار ص٤ حقيقة الفقه ص٧٢

"তুমি নির্বিচারে আমার অনুসরণ করবে না। মালিক বা অন্য কারোও নির্বিচারে অনুরসণ করবে না। বরং তুমি সে স্থান থেকে আহকাম (দ্বীনের বিধান) গ্রহণ করবে কুরআন হাদীসের যে স্থান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন।"

(তুহফাতুল আখয়ার ঃ ৪, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭২)

ودخل شخص الكوفة بكتاب دانيال فكاد ابوحنيفة ان يقتله وقال له أ كتاب سوى القرآن والحديث؟ ميزان الكبرى ٤٩/١ طبع مصر حقيقة الفقه ص٧٢

"নবী দানিয়াল (আঃ)-এর কিতাব নিয়ে কুফায় এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করল। ইমাম সাহেব ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ কুরআন-হাদীস ছাড়া আবার কোন কিতাব নিয়ে এসেছো?"

(মীযানুল কুবরা ঃ ১/৪৯, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭২)

ইমাম আবু হানীফা আরো বলেন ঃ

اياكم والقول فى دين الله تعالى بالرأى وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل ـ ميزان الكبرى ٦٣/١، الابداع فى مضار الابتداع :٣١٤، حقيقة الفقه ص٧٣

"নিজের রায়ের উপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'লার দ্বীনের মধ্যে কথা বলা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সুন্নাতের অনুসরণকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করবে। যে ব্যক্তি এই নীতি থেকে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا مالم يعلم مأخذه من الكتاب والسنة ـ

ايقاظ همم اولى الابصار ص٥٩

"কারো জন্য আমাদের কোন কথা গ্রহণ করা হালাল হবে না যতক্ষণ না সে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে ইহার উৎস জানবে।"

لا ينبغى لمن لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى ـ عقد الجيد ص٧٠ حقيقة الفقه ص٧١

ইমাম মালেক (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত ঃ

www.pathagar.com

ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেন ঃ

ما من أحد الا مأخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

عقد الجيد ص ٧٠

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যতীত এমন কেউ নেই যার কথা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا فى رأيى فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ـ حقيقة الفقه صـ٧٣، الكواشف الجلية ص٧٤٧

"আমি তো একজন মানুষ। ভুল-ও করি আবার শুদ্ধ-ও করি। আমার রায় তথা মতামতের প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ আমার মতকে যাচাই করবে। এবং যা কিছু কুরআন হাদীসের মুতাবিক হবে তোমরা তাই গ্রহণ করবে। আর যা কিছু কুরআন-হাদীসের মুতাবিক হবে না তা তোমরা বর্জন করবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ لن يصلح أخر هذه الأمة الا ما اصلح أولها

"যে বস্তু এই উম্মতের প্রথম শ্রেণীকে সংশোধন করেছিল তা ছাড়া অন্য কোন বস্তু শেষ উম্মতকে সংশোধন করতে পারবে না।"

كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر ـ احكام الجنائز للالبانى ص٢٢٢

"এই কবরবাসী ব্যতীত সকলের কথা গ্রহণ করাও যাবে, খণ্ডন করাও যাবে।"

ইমাম মালিক (রাহঃ) সত্যের মানদণ্ড একমাত্র রাসূলকেই বিশ্বাস করতেন এবং তারই উপর অবতীর্ণ ওহী তথা কুরআন-হাদীসকেই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি জ্ঞান করতেন। তিনি বলতেন যে, এই উম্মতের প্রথম শ্রেণী সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে যে বস্তু সংশোধন করেছিল শেষ উম্মতকে তাই সংশোধন করতে পারবে।

ইমাম শাফী (রহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম শাফী (রাহঃ) বলেন ঃ

(١) اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله لم يحل له ان يدعها بقول احد ـ حقيقة الفقه صـ٧٥ ايقاظ همم اولى الابصار ص٥٨

"এই ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত প্রকাশিত হবে সেই ব্যক্তি অন্য কারো কথায় এই সুন্নাতকে বর্জন করতে

www.pathagar.com

পারবে না। ইহা তার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ।" (হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৫)

(٢) اذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة ودعوا ما قلت ـ بيهقى، حقيقة الفقه ص٧٥

"যখন তোমরা আমার কিতাবের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত পরিপন্থী কোন কিছু পাবে তখন সুন্নাত মুতাবিক বলবে এবং আমি যা কিছু বলেছি তা বর্জন করবে।" (বাইহাকী, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৫)

(٣) ولا يلزم قول بكل حال الا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان ما سواهما تبع لهما وكل متكلم على الكتاب والسنة فهو الحد الذى يجب وكل متكلم على غير اصل كتاب ولا سنة فهو هذيان والله اعلم ـ مناقب الشافعى ١/ ٤٧٠ ـ ٤٧٥، مجمل اعتقاد ائمة السلف ص٤٩

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা ছাড়া সর্বাবস্থায় কারো কোন কথা মানা আবশ্যক হবে না। ইহা ছাড়া সমস্ত কথা ইহার অধীন। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে যে কথা বলে সেটাই হচ্ছে ওয়াজিব হওয়ার সীমারেখা। আর যে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে কথা বলে না সে কথা ভিত্তিহীন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।" (মানাকিবুশ শাফী ১/৪৭০, ৪৭৫, মুজমালু ই'তিকাদ ঃ ৪৯)

(٤) لا حجة فى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كثر ولا فى قياس ولا فى شئ وما ثم الا طاعة الله ورسوله بالتسليم ـ عقد الجيد ص٨٠ حقيقة الفقه ص٧٤

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যতীত কারো কথার মধ্যে কোন দলিল নেই তা যত বেশীই হোক না কেন। আর না আছে কোন কিয়াছ বা অন্য কিছুর মধ্যে। সেখানে (দ্বীনের মধ্যে) আত্মসমর্পণ পূর্বক আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই নেই।"

ইমাম আহমদ (রাহঃ)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম আহমদ (রাহঃ) বলেন ঃ

ليس أحد الا يؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبى صلى الله عليه وسلم ـ مسائل الامام احمد لأبى داؤد ص٢٧٦، فتح المجيد

"নবী করীম (সঃ) ছাড়া প্রত্যেকেরই রায় বা মতামত গ্রহন-ও করা যায়, বর্জন-ও করা যায়।" (ফতহুল মজীদ, মাসাইলুল ইমাম আহমদ ঃ ২৭৬)

www.pathagar.com

ইমাম আহমদ আরো বলেন ঃ

لا تقلدنى ولا تقلدن ما لكا ولا الا وزاعى ولا النخعى ولا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة ـ عقد الجيد ص٨١ حقيقة الفقه ص٧٨

"তুমি অন্ধভাবে আমার অনুসরণ করবে না। আর না ইমাম মালেক আওজায়ী, নাখয়ী বা অন্য কারো নির্বিচারে আনুগত্য করবে। বরং তাঁরা কুরআন-হাদীসের যে স্থান থেকে হুকুম আহকাম গ্রহণ করেছেন তুমি-ও সেই স্থান থেকে (শরীয়তের) বিধান গ্রহণ করবে।" (হাকীকাতুল ফিক্‌হ ঃ ৭৮)

বিরোধপূর্ণ মাসআলায় কি করতে হবে? তার জবাবে ইমাম আহমদ বলেন ঃ

يفتى بما وافق الكتاب والسنة ومالم يوافق الكتاب والسنة يمسك عنه ـ

ايقاظ همم اولى الابصار ص١١٧

"সে কুরআন-সুন্নাহ্ মুতাবিক ফতোয়া প্রদান করবে আর যা কুরআন-সুন্নাহ্ মুতাবিক হবে না সে ক্ষেত্রে ফতোয়া দান থেকে বিরত থাকবে।" (ইকাজ ঃ ১১৭)

ইমাম আহমদ বলেন ঃ

ليس لأحد مع الله ورسوله كلام ـ عقد الجيد ص٨١ حقيقة الفقه ص٧٧

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কারো কোন কথা চলবে না।"

(হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৭)

সূফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

হযরত জুনায়েদ বগদাদী (রাহঃ) বলেন ঃ

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثار الرسول صلى الله عليه وسلم ـ تهذيب مدارج السالكين ص٤٨٣

"আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার সমস্ত রাস্তা সমগ্র সৃষ্টির জন্য বন্ধ শুধু সেই ব্যক্তির রাস্তা ব্যতীত যে রাসূল (সঃ) এর পদাংক অনুসরণ করেছে।"

(তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ঃ ৪৮৩)

হযরত জুনায়েদ বগদাদী (রাহঃ) আরো বলেন ঃ

من لم يحفظ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة تهذيب مدارج السالكين ص٤٨٣

"যে ব্যক্তি (শব্দ অর্থসহ) কুরআনকে সংরক্ষণ করেনি এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করেনি এদ্বীনের ব্যাপারে তার অনুসরণ করা যাবে না। কেননা আমাদের ইল্‌ম বা

www.pathagar.com

জ্ঞান কিতাব ও সুন্নাতের সাথে শিকলাবদ্ধ।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة تهذيب مدارج السالكين ص٤٨٣

"আমাদের এই চলার পথটি কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তির সাথে শিকলাবদ্ধ।"

বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহঃ) বলেন ঃ

اجعل الكتاب والسنة اماما ولا تخرج عنهما فتهلك ـ

منكرات القبور لمفتى فيض الله ص٢٠

"তুমি কিতাব ও সুন্নাহকে ইমাম বানাও এবং এদ্বয় থেকে বেরিয়ে যেও না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হযরত আবু হাফস (রাহঃ) বলেন ঃ

من لم يزن افعاله واحواله فى كل وقت بالكتاب السنة ولم يتهم خواطره فلا يعدفى ديوان الرجال ـ تهذيب مدارج السالكين ص٤٨٣

"যে ব্যক্তি সর্বদা তার কার্যাবলী ও অবস্থাবলীকে কিতাব ও সুন্নাহর দ্বারা পরিমাপ করেনি এবং নিজের কল্পনাসমূহকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেনি তাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের কাতারে গণ্য করা যায় না।"

হযরত আহমদ ইবনে আবীল হাওয়ারী (রাহঃ) বলেন ঃ

من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله ـ تهذيب مدارج السالكين ص٤٨٣

"যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত কোন আমল করল তার সে আমল বাতিল।"

হযরত ইবনুল কায়্যিম আল জাওজিয়্যাহ (রাহঃ) বলেন ঃ

ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهى من طرق الجحيم والشيطان الرجيم ـ تهذيب مدارج السالكين ص٤٨٤

"যে ব্যক্তি দলিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সরল পথ থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে। কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার এবং জান্নাত লাভের আর কোন দলিল নেই। যে পথের সাথে কুরআন হাদীসের দলিল সাথী হয়নি সে পথ মূলতঃ বিতাড়িত শয়তান ও জাহান্নামের পথসমূহের একটি পথ।"

আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে এজামের সকলে একবাক্যে আল্লাহর নবী ও

www.pathagar.com

কুরআন-সুন্নাহকেই একমাত্র মিয়ারে হক বা সত্যের মানদণ্ড স্বীকার করেছেন। তাদের উপরোক্ত মতামত থেকে তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

উলামায়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

শত-সহস্র আলেমের মতামত পাওয়া যায় যারা ওহীপ্রাপ্ত নবী এবং আল্লাহর ওহী তথা কুরআন সুন্নাহকে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড ও হিদায়াতের উৎস বিশ্বাস করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তাদের কয়েক জনের মতামত এখানে তুলে ধরা হল।

১। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) বলেন ঃ

وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأى سديدا فذلك له اصل فى كتاب الله وسنة رسوله فهمه من فهمه وحرمه من حرمه ـ اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٨٢

"যে সমস্ত দলিল বিশুদ্ধ এবং যে সমস্ত রায় সঠিক তার ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যে বুঝার সে বুঝেছে আর যে বঞ্চিত হওয়ার সে বঞ্চিত হয়েছে।"

২। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রাহঃ) বলেন ঃ

لما اعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة اليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا الى الاراء والقياس والاستحسان واقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد فى فطرهم وظلمة فى قلوبهم وكدر فى أفهامهم ومحق فى عقولهم وعمت هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا۔ الكواشف الجلية ص٤٤١

"যখন থেকে মানুষ কুরআন-হাদীসের সিদ্ধান্ত ও তদুভয়ের নিকট বিচার ও মীমাংসা প্রার্থী হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করল এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে যথেষ্ট না হওয়ার আকীদা পোষণ করল এবং উলামা-মাশায়েখদের মতামত, যুক্তি-কিয়াছ, নিজস্ব পছন্দ মতের দিকে ধাবিত হল তখন থেকেই তাদের স্বভাবে বিপর্যয় ঘটল। অন্তরসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হল, বুঝশক্তি অপরিচ্ছন্ন হল এবং বিবেক-বুদ্ধি হ্রাস পেল এবং এই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে পড়ল, তাঁদের উপর প্রধান্য বিস্তার করল। এমন কি এ অবস্থার মধ্যেই ছোট বড় হল, বড় বৃদ্ধ হল। যার ফলে তারা একে আর খারাপই মনে করল না।"
(কাওয়াশিফুল জালিয়্যাহ ঃ ৪৪১)

৩। আল্লামা আবদুল হাই লাখনভী (রাহঃ) বলেন ঃ

ان الحجية من خصائص اثار صاحب الشرع وآثار غيره لا تكون حجة لعدم كونه

www.pathagar.com

صاحب الشرع ـ ظفر الاماني شرح مقدمة الجرجاني ص١٧٥

"হুজ্জাত বা প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দেয়া রাসূলাহ (সঃ)-এর সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য যেহেতু তিনি শরীয়তের মূল নেতা। আর তিনি ছাড়া অন্যদের কথা হুজ্জাত বা প্রমাণ হতে পারে না। কেননা তিনি সাহেবে শরীয়ত (শরীয়তের মূল) নন।"
(জাফরুল আমানী ঃ ১৭৫)

* আল্লামা শাওকানী (রাহঃ) বলেন ঃ

الحق انه ليس بحجة فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث الى هذه الأمة الا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مامور باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعد هم فى ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجة فى دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال فى دين الله بما لا يثبت ـ

ارشاد الفحول، الفصل السابع فى الاستدلال المبحث الخامس فى قول الصحابى

সর্ব সঠিক কথা হচ্ছে সাহাবীর কথা শরীয়তের কোন দলিল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা এ উম্মতের নিকট মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া আর কাউকে প্রেরণ করেননি। তিনিই আমাদের একমাত্র রাসূল। এবং কিতাবও আমাদের একটি। সমস্ত উম্মতকে আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তাঁর নবী (সঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবী-অসাহাবী এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকই শরীয়তের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন। এবং কিতাব ও সুন্নাত অনুসরণে সমানভাবেই আদিষ্ট। তাই যারা বলেন, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে দলিল কায়েম হতে পারে, নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে একটি প্রমাণহীন অবাস্তব কথা বলেন।
(ইরশাদুল ফুহুল)

* আল্লামা কস্তলানী (রাহঃ) বলেন ঃ

ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ان لا يستشكل قوله صلى الله عليه وسلم بل يستشكل اراء الرجال واقوال الغير بقوله عليه السلام ولا يعارض نصه لقياس بل يهدر الا قيسة وتلقى لنصوصه ـ المواهب اللدنية، حقيقة الفقه ص٩٩-١٠٠

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আদব ও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত ইহাও রয়েছে যে, তাঁর বাণীতে সন্দেহ না করা। বরং রাসূলের কথার বিপরীত হওয়ার দরুন মানুষের কথা ও মতামতের মধ্যে সন্দেহ করা। রাসূলের দলিলকে কিয়াস বা

www.pathagar.com

যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক দাঁড় না করা বরং রাসূলের কথা দ্বারা কিয়াসসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দলিলকেই গ্রহণ করা।"

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৯৯-১০০)

* আল্লামা আবুল খায়ের মুহাম্মদ আয়্যুব (রাহঃ) বলেন ঃ

ان مصدر عقيدة الاسلام هو كتاب الله وسنة رسوله وقدورد فيهما بيان اجمالى وتفصيلى للامور التى يجب على المسلم الايمان بها فلا مجال للعقل والرأى والقياس والاجتهاد فى الزيادة عليها او النقص منها ـ عقيدة الاسلام والامام الماتريدى ص١٢

"ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এবং এতদুভয়ের মধ্যেই সেই সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে যার উপর বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং এক্ষেত্রে মানব বিবেক, রায় ও কিয়াসের কোন আবকাশ নেই। ইহাতে হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য ইজতিহাদ বা চিন্তা-ভাবনারও কোন অবকাশ নেই।"

(আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম মাতুরীদী ঃ ১২)

* শায়খ ইবনে আরাবী বলেন ঃ

ولا يجوز ترك اية أو خبر صحيح بقول صاحب او امام ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وخرج عن دين الله ـ الفتوحات المكية، حقيقة الفقه ص١٠٢

"কোন সঙ্গী বা কোন ইমামের কথা দ্বারা কোন আয়াত বা সহীহ হাদীসকে বর্জন করা জায়েজ নয়। যে ব্যক্তি এমনটি করল সে প্রকাশ্য গুমরাহীতে নিমজ্জিত হল এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেল।"

* আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে সালেম উসাইমীন বলেন ঃ

فالكتاب والسنة هما الاصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده واللذان تبنى عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية ايجابا ونفيا ـ مصطلح الحديث ص٣

"কিতাব ও সুন্নাহ এমন দু'টো মৌল ভিত্তি যদ্বারা সকল বান্দার উপর আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং এদুটো এমন বিষয় যার উপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যগত ও বিশ্বাসগত সকল আহকামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে।"

(মুসতালাহুল হাদীস ঃ ৩)

* হযরত মোল্লা মুঈন হানাফী (রাহঃ) বলেন ঃ

من يتعصب بواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى ان قوله هو

www.pathagar.com

الصواب الذى يجب اتباعه دون الأئمة الاخرين فهو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب والا قتل فإنه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الأئمة دون الأخرين فقد جعله بمنزلة النبى صلى الله عليه وسلم وذلك كفر ـ

دراسات اللبيب مطبوعة لاهور صـ١٢٥ حقيقة الفقه صـ١٠٥

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সঃ) ব্যতীত কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাআসুসুব বা পক্ষপাতিত্ব করে এবং মনে করে যে, তার কথাই সঠিক এবং অন্যান্য ইমাম ব্যতীত শুধু তার অনুসরণ করাই অপরিহার্য, তাহলে এহেন ব্যক্তি বিভ্রান্ত ও মুর্খ। বরং কখনো কখনো সে কাফেরের পর্যায়ে হয়ে যায়। তখন তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে যদি সে তাওবাহ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা সে যখন বিশ্বাস করল যে, সকল ইমামকে বাদ দিয়ে শুধু নির্দিষ্ট একজনের অনুসরণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব তখন সে তাকে নবীর পর্যায়ে স্থান দিল। আর ইহা প্রকাশ্য কুফরী।"

দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

ভূমিকা ঃ একমাত্র রাসূলই সত্যের মাপকাঠি। এই বিশ্বাস দেওবন্দী উলামায়ে কেরামগণও পোষণ করেন। কিন্তু দেওবন্দীদের যারা ইহা স্বীকার করেন না তারা নিঃসন্দেহে ভুলের উপর রয়েছেন। কারণ, সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল এটা মীমাংসিত বিষয় এবং এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। কেননা, এই উম্মতের নিকট একমাত্র রাসূল (সঃ)-কেই সত্যসহ পাঠানো হয়েছে। সাহাবী, তাবেঈ বা অন্য কাউকে সত্য সহকারে পাঠানো হয়নি। ইহা আল্লাহ তা'লা বলেছেন, রাসূল (সঃ) নিজে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামও ইহার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ وانى رسول الله بعثنى بالحق ـ الترمذى ٢/٣٧

"আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি সত্য সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

(তিরমিজী ২/৩৭)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق فأسلموا ـ البخارى : ١/٥٥٦

"আমি আল্লাহ প্রেরিত সত্য রাসূল এবং আমিই তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।" (বুখারী ১/৫৫৬)

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেন ঃ

www.pathagar.com

انه رسول الله وانه جاء بحق ـ البخارى ١/٥٥٦

"নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নিশ্চয়ই তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন।" (বুখারী ঃ ১/৫৫৬)

সাহাবী উমর বিন খাত্তাব বলেন ঃ

ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب ـ مسلم ٢/٦٥ وترمذى ١/١٧٢ واحمد

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাজেল করেছেন।" (মুসলিম ঃ ২/৬৫, তিরমিজী ঃ ১/১৭২ ও আহমদ)

সাহাবী উসমান বিন আফ্ফান বলেন ঃ

ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامنت بما بعث به محمد ـ البخارى ١/٥٤٧

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। এবং তার উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং আমি ঐ সত্যের প্রতি ঈমান এনেছি যা সহকারে মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন।" (বুখারী ঃ ১/৫৪৭)

কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যে,

রাসূলের উপর কিতাব নাজেল হওয়া যেমনি তাঁরই বৈশিষ্ট্য, সত্য সহকারে প্রেরিত হওয়াও তাঁরই বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই রাসূলই একমাত্র মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি। এ সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র তাঁরই। এই আকীদা-বিশ্বাসই সর্বসঠিক ও বিশুদ্ধ। যারা সাহাবা, তাবেঈগণকে প্রমাণ ছাড়াই সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করেন তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে নিপতিত। তারা সাহাবীগণকে রাসূলের রিসালত ও নুবুওতের মর্যাদায় আসীন করেছেন, যা প্রকাশ্য কুফরী।

এ'লাউস সুনান গ্রন্থকার আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রাহঃ) স্পষ্ট বলেছেন ঃ

کلمہ اسلام کے دوسرے جزء محمد رسول الله کے معنی یہ ہے کہ اب معیار حق سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کے سواء کوئی انسان نہیں ہے اس لئے یہ عبارت ہر مرد مؤمن ومسلم کا عقیدہ ہے اور ہونا چاهئے ۔

جماعت اسلامی اسی علماء کی نظر میں

"কালিমায়ে ইসলামের ২য় অংশ "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" এর অর্থ এই যে,

www.pathagar.com

বর্তমানে একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি নয়। তাই ইহা প্রত্যেক মুমিনের ও মুসলমানের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।"

খলীফায়ে থানভী সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (রাহঃ) বলেন ঃ

عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ خطبات مدراس ص۲۱

"বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী অনুসরণীয় আদর্শ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর রাসূলের জিন্দেগী।" (খুত্‌বাতে মাদরাস ঃ ২১)

তাফসীরে মাজিদীর লেখক আল্লামা আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী (রাহঃ) বলেন ঃ

اپ نے بنیادی عقیدہ کی جو عبارت نقل کی ہے وہ عین حق وصواب ہے اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہئے رسول خدا کو معیار حق بنانے کے معنی یہ ہے کہ سارے انبیاء کی تصدیق اس میں آگئی، معترض کو شاید تنقید اور توہین وتنقیص کے درمیان فرق نہیں معلوم، محدثین نے کسی غضب کی تنقید رواۃ پر کی ہے کیا وہ سب توہین وتنقیص کے مرتکب ہوے ہیں؟

جماعت اسلامی اس علماء کی نظر میں

"আপনি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কীয় যে উদ্ধৃতিটি পাঠিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। এবং প্রত্যেক মুসলমানের এই আকীদাহ্ হওয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করার ভিতর দিয়ে অন্যান্য নবীদের স্বীকৃতিও এসে গেছে। অভিযোগকারীর কাছে সম্ভবতঃ তানকীদ (যাচাই বাছাই), এবং তাওহীন (অপমান), তানকীস (অসম্মান) এর মধ্যে ব্যবধান অজ্ঞাত। হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের কী কঠোরভাবে 'তানকীদ' করেছেন এতে কি তাঁরা অসম্মানকারী হয়ে গেলেন?"

দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফ্‌তী মাওলানা মোহাম্মদ শফী (রাহঃ) বলেন ঃ

"মোটকথা, ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের পথ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ۔

www.pathagar.com

আপনার পালনকর্তার কসম! তারা কখনও ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে নিজেদের যাবতীয় কলহ-বিবাদের বিচারক নিযুক্ত করে। অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয়।" (মুহীউদ্দীন খান অনূদিত মাআরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২, ৫ম সংস্করণ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

یہ ایت کریمہ ایك ایسی آیت ھے کہ اگر پورے قران مجید کا تتبع کیا جاے تو اس مضمون کی صدھا ایتیں نکلیں گی جس کا حاصل یہ ھے کہ اس امت میں قیامت تك پیدا ھونے والی نسلوں کی نجات اخرت اور دخول جنت کے لئے صرف انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرنا کافی ھے ۔ ختم نبوت ص۱۶۹ حصہ اول

"এই পবিত্র আয়াতটি এমন একটি আয়াত যদি পুরো কুরআনে অনুসন্ধান চালানো যায় তবে এই অর্থের শত শত আয়াত বেরিয়ে আসবে যেগুলোর মর্মকথা এই যে, এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের পারলৌকিক নাজাত ও জান্নাতে প্রবেশের জন্যে শুধু নবী করীম (সঃ)-এর উপর ঈমান আনা এবং তার ফরমানের আনুগত্য করা যথেষ্ট।"

(খতমে নুবুওয়াত ঃ ১/১৬৯)

মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) বলেন ঃ

اسلام میں مطلق اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کے رسول کی ھے باقی کسی انسان کی اطاعت غیر محدود اور غیر مشروط نہیں ھے بلکہ اس کی اطاعت اسوقت تك ھے جب تك وہ اللہ ورسول کی اطاعت کرتا ھے کسی خلاف شریعت فیصلے اور کسی ایسے حکم کی تعمیل میں جس سے دین اور امت کو یقینی طور پر نقصان پہنچتاھو جائز نہیں ۔ تعمیر حیات : ۲۵ جنوری سنہ۱۹۷۶ع

"ইসলামে একক এবং নিঃশর্ত আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলেরই হতে পারে। রাসূল (সঃ) ছাড়া অন্য কোন মানুষের আনুগত্য নিঃসীমা ও নিঃশর্ত হতে পারে না। বরং তার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। (অর্থাৎ যতক্ষণ তার নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সীমার মধ্যে থাকবে)। কোন শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ এবং এমন নির্দেশ যা পালনে ইসলাম ও উম্মতে মুসলিমার নির্ঘাত ক্ষতি রয়েছে তার আনুগত্য জায়েজ

www.pathagar.com

নয়।" (তা'মীরে হায়াত ২৫ই জানুয়ারী ১৯৭৬ ইং)

জমিয়তের শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মুশাহিদ আলী বায়মপুরী (রাহঃ) বলেনঃ

خلاصہ یہ ہے کہ جبتک انسان جملہ امور میں خواہ سیاسیہ ہو یا غیر سیاسیہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد فیصل نہ سمجھے اور پھر اپ کی فیصلہ اطمئنان کلی کے ساتھ بطیب خاطر قبول نہ کرے اسی وقت وہ مؤمن نہیں ہو سکتا ۔

"মোদ্দা কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যাবতীয় বিষয়ে চাই তা রাজনৈতিক হোক অথবা অরাজনৈতিক হোক জনাব রাসূলে মকবুল (সঃ)-কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে এবং তাঁর দেয়া ফয়সালা ও সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা ও তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না।" (ফাতহুল করীম ঃ ১১)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাহঃ) বলেন ঃ

فاعلم ان التقریر انما یکون حجۃ من صاحب الشرع دون غیرہ ۔ فیض الباری : ٥١١/٤

"জেনে রাখ, শরীয়ত প্রাপ্ত নবীর অনুমোদনই শুধুমাত্র দলিল হতে পারে অন্য কারো অনুমোদন নয়।" (ফয়জুল বারী ঃ ৪/৫১১)

উস্তাজুল হাদীস মাওলানা আবুল হাছান (রাহঃ) বলেন ঃ

بلکہ شوافع تو صحابہ کے متعلق کہتے ہیں : ہم رجال ونحن رجال ۔

تنظیم الاشتات ٢٤٣/١

"শাফী মাজহাবের আলেমগণ তো সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বলেনঃ "তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ।" (তানজীমুল আশতাত ঃ ১/২৪৩)

ওলী-আওলিয়া ও মাশায়েখদের কথা ও কাজকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়, তাদের কথা দ্বারা সত্য চিনা যায় না এই মর্মে খোদ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সুযোগ্য শাগরিদ ও খলীফা মাওলানা আহমদ শফী বলেন ঃ

اور بعض لوگ مایوسی کی حالت میں بعض اکابر کے اقوال وافعال کو توڑ موڑ کر اس سے اپنے تائید کم از کم دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بے

www.pathagar.com

তানকীদ ও যাচাই বাছাই কেন?

সিলেটের প্রধান আলেম, জমিয়ত নেতা মাওলানা মুশাহিদ আলী বায়মপুরী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل و مکمل ہو نقص سے مبرا نہیں ہو سکتی اس بناء پر اس کی کوئی قوت بھی خواہ ظاہری ہو خواہ باطنی، مادی ہو خواہ روحانی من کل الوجوہ کامل نہیں ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ خطأ، کمال کے ساتھ نقص اور تذکرہ کے ساتھ سہو ونسیان کا خدشہ لگا ہوا ہے ۔ فتح الکریم ص۲

"কোন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যতই পরিপূর্ণ ও উন্নত মানের হোক না কেন তা ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এর ভিত্তিতে বলা চলে, তার যে কোন শক্তিই তা প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন, বস্তুগত অথবা নৈতিক-আত্মিক-সার্বিক দিক দিয়ে কখনোই পরিপূর্ণ নয়। প্রতিটি বিষয়ে ও কর্মে বিশুদ্ধতার সাথে অশুদ্ধতা, পরিপূর্ণতার সাথে অপূর্ণতা, স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির আশংকা ওতঃপ্রোথভাবে জড়িত।"

দেখুন (ফতহুল করীম পৃঃ ২)

জমিয়তে উলামার এই মৌলিক তত্ত্বের কারণেই আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কুরআন-হাদীস তথা ওহীপ্রাপ্ত রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে সকল মানুষকে যাচাই বাছাই করা এবং পরখ করা। মুলতঃ রাসূলই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদানকারী। যেহেতু জমিয়ত নেতার ভাষায়– "মানুষের প্রতিটি বিষয়ে ও কর্মে বিশুদ্ধতার সাথে অশুদ্ধতা, পরিপূর্ণতার সাথে অপূর্ণতা ও স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির আশংকা ওতপ্রোথভাবে জড়িত রয়েছে সেহেতু সাহাবায়ে কেরাম সহ সকল মানুষের কথা ও কাজকে রাসূল আনীত সত্যের আলোকে তানকীদ ও যাচাই বাছাই করতে হবে এবং রাসূল (সঃ) ছাড়া আর কারো নির্বিচারে অনুসরণ করা যাবে না। জমিয়ত নেতার উপরোক্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সত্যের মাপকাঠি ও তানকীদ সম্পর্কে যে আকীদার কথা উল্লেখ করেছেন তা নির্ভুল ও সঠিক।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর নামে অসংখ্য মনগড়া ও মিথ্যা হাদীস রচিত হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তকে নিখুঁত ও পুত-পবিত্র রাখার জন্য এবং মিথ্যা হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য উলামায়ে ইসলাম তানকীদ ও যাচাই-বাছাইকে ওয়াজিব ও অপরিহার্য বলেছেন। এবং তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তানকীদ ও যাচাই বাছাই এর কাজ করেছেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহর রহমতে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটী মেকীর মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছেন। এ কারণেই আজ দ্বীন সুরক্ষিত রয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু তদের কেউ এ তানকীদকে অপমানকর মনে করেননি। তার কারণ হলো এই যে, তারা আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তকে নির্ভেজাল ও পুত-পবিত্র রাখার জন্য তানকীদকে হাতিয়ার বিশেষ জ্ঞান করতেন। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সঃ) তানকীদ ও যাচাই-বাছাইকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ـ

"বিশ্বস্ত উত্তরসূরীগণ প্রত্যেক পূর্ববর্তীর কাছ থেকে এই ইলম (দ্বীনের জ্ঞান) বহন করবে। তারা সীমালংঘনকারীদের বিকৃতিকরণ, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও জাহেলদের অপব্যাখ্যাকে ইহা থেকে বিদূরিত করবে।" (বাইহাকী ও মিশকাত) এখন বলুন, এটা কি যাচাই বাছাই ব্যতীত সম্ভব?

তিনি আরো বলেছেন ঃ كفى بالمرأ كذبا ان يحدث بكل ما سمع ـ رواه مسلم

"কোন কিছু শুনামাত্র (সত্যতা যাচাই না করে) অন্যের নিকট বর্ণনা করা মিথ্যা গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন ঃ المؤمن مرأة المؤمن ـ رواه الترمذى

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।" (তিরমিজী)

নামাজে ইমাম সাহেবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু তিনি ভুল করে বসলে তার ভুল ধরাও ওয়াজিব। এতে যেমন ইমাম সাহেবের সম্মান ক্ষুন্ন হয় না, তেমনি তার অনুসরণও বিনষ্ট হয়ে যায় না।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রাহঃ) বলেন ঃ

"এরপর আরেক কথা হল যে, মন্দ বলার অধিকারের সীমারেখা নির্ধারিত হওয়া উচিত। নচেৎ কালো-সাদার তারতম্য ও উঠে যাবে যে! মুসলমানের কাজকে বিচারের ক্ষেত্রে এবং তাদের ভাল ও খারাপ বলার ক্ষেত্রে শুধু যে নীতিটি ভিত্তি হিসেবে থাকবে তা হচ্ছে الحب فى الله والبغض فى الله অর্থাৎ "ভাল জানা বা শত্রু জানা সবই খোদার খাতিরে।" ভালকে ভাল বলা ও মন্দকে মন্দ বলার অধিকার এ ভিত্তিতে যে কোন মুসলমানেরই রয়েছে। তা যে যুগের মুসলমানকেই বলা হোক না কেন। ভালকে ভাল ও খারাপকে খারাপ ধারণা করা এমনি একটা কাজ যা আমাদের স্বভাব ও কর্তব্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়।

(যে সত্যের মৃত্যু নেই পৃঃ ২৫৮-২৫৯)

তানকীদ ও যাচাই বাছাই এর হুকুম

মহান আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন ঃ

يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ـ ال عمران ٧

www.pathagar.com

হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত কর আর কেনই বা জেনে শুনে সত্য গোপন কর।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'লা পূর্ববর্তী ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের ধর্ম বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তারা কিভাবে সত্য গোপন করত, সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করত ইত্যাদি।

এদিকে যারা যাচাই-বাছাইকে অন্যায় ভেবে উলামাদের প্রতি অন্ধ ভক্তি ও নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করত তাদেরকে তিনি শিরক ও কুফরের কাজে লিপ্ত বলেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন ঃ

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

"তারা তাদের উলামা ও ধর্মগুরুদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।"

দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতি মোহাম্মদ শফী (রাহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

"কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তাঁরা শরীয়তের অনুসারী কি-না, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের রোগ। কোরআন বলে ঃ

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।" এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা।" (মাআরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড, ৩৭৩ পৃঃ ৫ম সংস্করণ, ইঃ ফাঃ বাংলাদেশ)

মাওলানা মুফতি শফী সাহেব যথার্থই বলেছেন। কারণ, পূর্ববর্তীরা তানকীদ–যাচাই বাছাই এর নীতি গ্রহণ না করে অন্ধভাবে তাদের আলেমদের ও ধর্মগুরুদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলে করীম (সঃ)-ও উম্মতে মুসলিমার ব্যাপারে এই রোগের আশংকা বোধ করলেন এবং বললেন ঃ

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بزراع حتى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه ... رواه البخارى

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা ও রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে [যা আদৌ করা উচিত নয়] এমন কি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে।" (বুখারী)

www.pathagar.com

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوالنعل بالنعل

"হে আমার উম্মত! তোমরা পদে পদে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের গোমরাহীর পথগুলো হুবহু অনুসরণ করতে থাকবে। আর এক্ষেত্রে তাদের সাথে তোমাদের এমন পরিপূর্ণ মিল পাওয়া যাবে, যেমনি জোড়ার একটি জুতার সাথে অপরটির পূর্ণ সাদৃশ্যতা ও মিল পাওয়া যায়।" (বুখারী)

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ শিরক-বিদআতের ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য শরীয়তের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে সবাইকে তানকীদ ও যাচাই বাছাই করা ওয়াজিব ও আবশ্যক বলেছেন এবং রাসূল ছাড়া অন্যান্যদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

بل الواجب عرض افعالهم واحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافق قبل وما خالفها رد كما قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد فلا طريقة الا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم.

شرح العقيدة الطحاوية ص٦٠١

"তাদের সকল অবস্থা, যাবতীয় কর্মকাণ্ড রাসূল আনীত ইসলামী শরীয়তের সামনে পেশ করা অপরিহার্য। অতপর যা শরীয়ত মুতাবিক হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যা এই শরীয়ত বিরোধী হবে তা পরিত্যাজ্য হবে। কেননা, রাসূল (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যে ব্যক্তি আমার এই শরীয়তের মধ্যে এমন নতুন বিষয় আবিষ্কার করবে যা এর মধ্যে নেই তা পরিত্যাজ্য।' সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ) এর তরীকাহ বা পথ ব্যতীত আর কোন তরীকাহ বা পথ নেই।"

(শরহে আকীদা তাহাভী ঃ ৬০১)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ انزلوا الناس منازلهم

"সকল মানুষকে (যাচাই করতঃ) স্ব স্ব মর্যাদায় সমাসীন কর।" (আল-হাদীস)

সাহাবায়ে কেরামের উপর তানকীদ চলবে কি?

সাহাবায়ে কেরামের তানকদি ও সমালোচনা করা যাবে কি না? এ ক্ষেত্রে খোদ হজরত হোসাইন আহমদ মদনী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

خواه صحابه کرام هوں او لیاء عظام یا أئمة حديث و فقه وکلام کوئی بھی معصوم نهیں هے سب سے غلطیاں هو سکتی هے .... ان پر تنقید انهیں جیسے پایائے علم و اتقاوالا کرسکتا هے - مکتوبات شیخ الاسلام ۲۸٦/۲ مطبوعة الجمعية دهلی سنہ۱۳۷۳

"সাহাবায়ে কেরাম হোন অথবা আউলিয়া এজাম কিংবা ফেকাহ্, হাদীস ও কালাম শাস্ত্রের ইমামগণ। কেউই মাসুম-নিষ্পাপ নন। তাঁদের সকলের নিকট থেকেই ভুল হতে পারে। .... তাঁদের তাকওয়া ও জ্ঞান সমতুল্য লোক তাদের তানকীদ (সমালোচনা) করতে পারবে।" (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/৩৮৬)

হজরত মাওলানা মাদানীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, নবীগণ ছাড়া আর কেউ মা'সুম বা নিষ্পাপ নয়। সাহাবা ও ইমামগণের তানকীদ ও সমালোচনা করা যেতে পারে। তারা তানকীদ ও সমালোচনার উর্ধে নন। তবে তাদের সমপর্যায়ের আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তিই তাঁদের তানকীদ ও সমালোচনা করতে পারেন।" এখানে তানকীদের অর্থ সমালোচনা করা হয়েছে যেহেতু জমিয়তের আলেমগণ তানকীদ অর্থ সমালোচনা বুঝিয়ে থাকেন। পরিতাপের বিষয় যে, মাওলানা মওদূদী তানকীদের কথা বলার দরুন তিনি হয়ে গেলেন মহা অপরাধী আর জনাব মাদানী সহেব যখন সাহাবায়ে কেরামের তানকীদের কথাটি স্বীয় মাকতুবাতের ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৬ এ বলে ফেললেন তখন তা হয়ে গেল অমীয় বাণী। একই বস্তুকে দুই মানদণ্ডে বিচার করার এমন পবিত্র স্বভাব মানুষ আমি আর দেখিনি। তা ছাড়া সাহাবা ও ইমামগণের তানকীদ ও সমালোচনা কেবল তাঁদের সমপর্যায়ের আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তিই করতে পারবে– বলে তিনি যে উক্তি করেছেন তা মূলতঃ সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি নিজেই ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীস পড়াবার সময় ইমাম শাফেয়ী ও বুখারীর সমালোচনা করেই হানাফী মাজহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমামগণের মতামতকে দুর্বল প্রমাণ করে ইমাম আবু হানীফার মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই স্বীকার করতেন যে, ইল্ম ও পরহেজগারীর দিক থেকে তাঁদের সাথে তাঁর কোন তুলনাই হতে পারে না। এরপরও তিনি তাদের তানকীদ ও সমালোচনা করেছেন। ইহা তো কোন আলেমেরই অজানা নয়।

সমস্ত আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসার পাঠ্য উসুলে ফেকাহর নির্ভরযোগ্য কিতাব 'উসুলুশ্ শাসীর মধ্যে লিখেছেন ঃ

عن علي بن ابي طالب انه قال : كانت الرواة على ثلاثة اقسام :

(١) مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معنى كلامه

www.pathagar.com

(٢) واعرابى جاء من قبيلته فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله فرجع الى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت

(٣) ومنافق لم يعرف نفاقه فروى ما لم يسمع وافترى فسمع منه ناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس وفلهذا وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة ـ اصول الشاشى البحث الثانى ص١٤٨

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ "(দ্বীন ও হাদীস) বর্ণনাকারীগণ তিন প্রকার ঃ

(১) খাঁটি মুমিন ঃ যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সংশ্রবে থাকত এবং রাসূলের হাদীস শুনত ও বুঝত।

(২) বেদুঈন মুমিন ঃ যে নিজ গোত্র হতে আসত এবং রাসূলুল্লাহর কোন কোন হাদীস শুনত কিন্তু এর ভাব ও হাকীকত পুরোপুরী বুঝত না। তার পর সে নিজ গোত্রের দিকে চলে যেত এবং এরকম শব্দ দ্বারা রাসূলের হাদীস বর্ণনা করত যা রাসূলের পবিত্র মুখ হতে বের হয়নি। যার ফলে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন এসে যেত কিন্তু সেই বেদুঈন (সাহাবী) মনে করত যে, অর্থের মধ্যে তারতম্য হয় নাই।

(৩) মুনাফিক ঃ সেই বর্ণনাকারী যার নিফাক-কপটতা প্রকাশ পায় নাই এবং সে না শুনেই বর্ণনা করত এবং রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রচনা করত আর সাধারণ লোকেরা তার নিকট থেকে হাদীস শুনত এবং তাকে খাঁটি মুমিন মনে করত। বরং তারা তার নিকট থেকে ইহা বর্ণনা করত। এভাবে অনেকগুলি হাদীস জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ কারণেই (সাহাবাদের) সংবাদ কুরআন-সুন্নাহর সম্মুখে পেশ করা ওয়াজিব।" (উসূলুশ্ শাসী ঃ ১৪৭)

শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) দ্বীন ও হাদীস বর্ণনাকারীদের সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন যা সম্পূর্ণ বাস্তব ও সত্য। এবং ইহা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম তানকীদ ও যাচাই বাছাইএর ঊর্ধ্বে নন। বরং তাদের সব কথা ও কাজকেও রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করতে হবে। এবং ন্যায় বিচারের দাবী হল যে, যে কোন ভদ্র ও সম্মানী ব্যক্তিও যদি অপরাধ করেন তবে তাকেও পাকড়াও করতে হবে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে। যারা এ নীতি গ্রহণ করে না তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করে রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

لا تكونوا مثل قوم قد ضلوا كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وكانو اذا سرق فيهم الضعيف فاقاموا عليه الحدوايم الله لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها ـ متفق عليه

www.pathagar.com

"তোমরা সেই জাতির মত হবে না, যারা পথভ্রষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে কোন সম্মানী লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর তাদের মধ্যে কোন নীচু লোক চুরি করলে তারা তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে তবে আমি তার হাত কেটে দেব।" (বুখারী ও মুসলিম)

তানকীদ ও যাচাই বাছাই, মিথ্যা খণ্ডন, অসৎ কাজে নিষেধাজ্ঞা হাদীস মতে মৌখিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

ما من نبى بعثه الله فى امة قبلى الا كان له من امته حوار يون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ـ رواه مسلم

"আল্লাহ তা'লা যখনই কোন উম্মতের নিকট কোন নবী পাঠিয়েছেন তখন ঐ নবীর এমন কিছু সংখ্যক সাথীও সাহায্যকারী ছিল যাঁরা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের তিরোধানের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিসিক্ত হয় যারা এমন কথা বলে যা কার্যে পরিণত করে না এবং যারা এমন কাজ করে যার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ, হাত অথবা অন্তর দ্বারা জিহদ করবে সেই মুমিন। ইহার পর শরিষার দানা বরাবরও ঈমান নেই।"

হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, শুধু তানকীদ ও যাচাই বাছাই নয় বরং মুখের দ্বারা জিহাদ করতে হবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাহঃ) বলেন ঃ

كذلك نبه على ان كثيرا من الصحابة رضى الله عنهم لم يدركوا كل المشاهد وجملة تعليمه صلى الله عليه وسلم فليس ان كل الدين قد بلغ الى كل صحابى ـ

فيض البارى ٤/٥١٢

"ইমাম বুখারী এ-ও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সাহাবীরা অনেকেই রাসূলের সাথে প্রত্যেকটি ঘটনায় প্রত্যক্ষ থাকেননি বা তাঁর সমস্ত শিক্ষাকে শুনতে পাননি। তাই প্রত্যেক সাহাবীর কাছে পরিপূর্ণ দ্বীন পৌছে যায়নি।" (ফয়জুল বারী ৪/৫১১)

যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ

فمن المحال ان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضى الله عنهم وفيهم من يحلل الشئ وغيره يحرمه ولو كان ذلك لكان بيع الخمر

www.pathagar.com

حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ولكان اكل البرد للصائم حلالا اقتداء بابى طلحة وحراما اقتداء بغيره منهم ولكان ترك الغسل من الاكسال واجبا اقتداء بعلى وعثمان وطلحة وابى ايوب وابى بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر وكل هذا مروى عندنا بالاسانيد الصحيحة - سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ٨٣/١ الطبعة الرابعة بيروت

এসব তত্ত্ব স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রাসূল ব্যতীত সকলের কথা ও কাজকে রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করতে হবে। ইসলামী শরীয়তে এমনটি করা ওয়াজিব। অন্যথায় কালো-সাদার তারতম্য উঠে যায়।

আম্বিয়া (আঃ)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে

হজরত হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব যে আপত্তিকর ভাষায় নবী রাসূলগণের সমালোচনা করেছেন তা এবার পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল। তিনি বলেছেন ঃ

"মাসুমদের দ্বারা যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পাপ কার্য হতে পারেনি, কিন্তু ভুল বুঝাবুঝিতে অনেক সময়েই তাঁদের দ্বারা বড় বড় পাপ কার্য হয়ে গেছে। কিন্তু বাহ্যতঃ সেগুলো পাপ কাজ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো পাপ নয়। কাজেই সেগুলোকে প্রকৃত পাপ কাজ বলা যেতে পারে না। যেমন উদাহরণ বলা যেতে পারে যে, হযরত মুসা (আঃ) তদীয় ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ) এর চুল দাড়ি ধরে টেনেছিলেন। একাজটি দ্বারা একজন নবী, যিনি তার বড় ভাইও ছিলেন তাঁকে অপমান করা হয়েছে। এ কাজটিই অন্যের দ্বারা সংঘটিত হলে কুফরী বরং মারাত্মক ধরনের কুফরী বলে বিবেচিত হতো।

অনুরূপ হযরত মুসা (আঃ) তাওরাত লিখিত পাথর ফলক ছুড়ে মেরেছিলেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে আছে ঃ القى الالواح "সে আলওয়াহ পাথর ফলক নিক্ষেপ করল।" (সূরা আ'রাফ)

আল্লাহর কিতাবকে তাও আবার সেই কিতাব যা স্বয়ং তাঁর উপরই নাযিল হয়েছিল তা ছুড়ে মারা নিঃসন্দেহে বড় পাপ কাজ। যদি মাসুম নবীগণ ভুলক্রমে বড় বড় অপরাধ মূলক কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারেন তবে যারা নিষ্পাপ তথা মাসুম নহেন তারা যত বড় গুণিই হউক না কেন তারা কেন তা পারবেন না।" দেখুন (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ দ্রঃ)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ। লক্ষ্য করুন হজরত হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব কত আপত্তিকর ভাষায় নবীগণের সমালোচনা করেছেন। তিনি বাহ্যতঃ নবীদেরকে মাসুম বা নিষ্পাপ বলেছেন আর কার্যতঃ তাদেরকে বড় বড় পাপ ও অপরাধ মূলক কাজে লিপ্ত বলেছেন।

www.pathagar.com

তিনি হজরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ

موسى كے هاتھ سے قبطى كا قتل هوجانا نسلى عصبيت پر مبنى تها ـ

مكتوبات شيخ الاسلام ١/٢٤٣-٢٤٤ مكتوب نمبر ٨٨ طبع مكتبه دينية ديوبند

অর্থাৎ "মুসা (আঃ) এর হাতে 'কিবতী' এর নিহত হওয়া নছলী আসাবিয়ত তথা বংশীয় পক্ষপাতিত্বের কারণে হয়েছিল।"

(মাতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/২৪৩-২৪৪ তাফহীমুল মাসাইল ১/৩১৫)

এখানে দেখা যাচ্ছে শায়খ মাদানী সাহেব (রাহঃ) হযরত মুসা (আঃ)-কে স্বজনপ্রীতি ও বংশীয় পক্ষপাতের দোষে অভিযুক্ত করেছেন। একজন শ্রেষ্ঠ নবীর নামে 'নসলী আসাবিয়ত' শব্দ প্রয়োগ করা আমার্জনীয় অপরাধ ও সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, 'আসাবিয়ত' ইসলামে অন্যায় ও জুলুম। নবী জুলুম করতে পারেন না।

عن واثلة بن الاسقع قال قلت يا رسول الله ما لعصبية؟ قال ان تعين قومك على الظلم ـ ابو داؤد

"হজরত ওয়াসিলা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আসাবিয়ত কি? তিনি বললেন, আসাবিয়ত হচ্ছে অন্যায়ভাবে নিজের সম্প্রদায়কে সাহায্য করা।"

(আবু দাউদ)

তারা নিজেরা আম্বিয়া (আঃ)-এর সামলোচনা করেন আর একচেটিয়াভাবে সমালোচনার সব দোষ মাওলানা মওদুদীর গাড়ে চাপিয়ে দেন। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হইতে পারে?

জমিয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রাহঃ) কুরআনের অনুবাদে বহু স্থানে রাসূলের জন্যে গুনাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্মানিত পাঠকের সম্মুখে এবার কুরআনের আয়াত ও শায়খুল হিন্দের তরজমা পেশ করা গেল।

* কুরআনের আয়াত ঃ فسبح بحمد ربك واستغفره ـ سورة النصر

শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ تو پاكى بول اپنے ربكى خوبياں اور گناه بخشوا اس سے

"তুমি স্বীয় রবের পবিত্রতা ঘোষণা কর প্রশংসার সাথে এবং তাঁর নিকট গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (শায়খুল হিন্দকৃত তরজমায়ে কুরআন পৃঃ ৭৮৯)

* কুরআনের আয়াত ঃ فاصبران وعد الله حق واستغفر لذنبك ـ المؤمن

শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ سوٹهراره وعده الله كا ٹهيك هے اور بخشوا اپنا گناه

"তুমি দৃঢ় থাক। আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নিজ গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

(শায়খুল হিন্দ কৃত তরজমায়ে কুরআন পৃঃ ৬১৬)

www.pathagar.com

* কুরআনের আয়াত ঃ

فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات - سورة محمد : ١٩

শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ

سوتوجان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے

"সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত কারো বন্দেগী নেই। তুমি নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য-ও ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (তরজমায়ে কুরআন পৃঃ ৬৫৯)

এভাবে শায়খ মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী (রাহঃ) সাহেব কুরআনের বহু আয়াতে রাসূলের জন্য গুনাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারাই মূলতঃ নবীগণকে বে-গুনাহ বিশ্বাস করেন না। তারা নিজেদের দোষ মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর নামে চালিয়ে দিতে চান। তাই তাদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় নিরপেক্ষ মুসলিমদের প্রভাবিত না হওয়া চাই। তারা ইসমতের ক্ষেত্রে সর্বদাই স্ববিরোধী আকীদাহ পোষণ করে আসছেন।

হজরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া-১

জমিয়ত নেতা হজরত মাওলানা হোছাইন আহমদ মাদানী সাহেব ও তাঁর শাগরেদগণ যেভাবে নির্বিচারে মিথ্যা-অসত্য কথা বলতে পারেন এবং তাঁরা যেভাবে একটা ভাল সৎ ব্যক্তিকে অসৎ-খারাপ ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেন, বোধ হয় এরকম পৃথিবীতে আর কেউ পারে না। যেমন দেখুন, আরব বিশ্বের মহান সংস্কারক শাইখুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনে সুলাইমান তামীমী (রাহঃ) সম্পর্কে শায়খ মাদানী কী বলতেছেন?

তিনি বলেন ঃ

الحاصل وہ ایک ظالم وباغی خونخوار فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصا اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ نہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاری سے نہ مجوس نہ ہنود سے - الشہاب الثاقب ص٤٥

"মোট কথা সে (মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব) একজন জালেম-অত্যাচারী, রাষ্ট্রদ্রোহী, রক্তপিপাসু ও ফাসেক ব্যক্তি ছিল। এ কারণেই আরববাসীদের বিশেষ করে তার ও তার অনুসারীদের প্রতি অন্তর থেকে ঘৃণা ছিল এবং আছে। তাদের প্রতি এই পরিমাণ ঘৃণা যা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও অগ্নিপূজকদের প্রতিও নয়।"
(শিহাবে ছাকিব ঃ ৪৫)

www.pathagar.com

নাউজুবিল্লাহ!

শাইখুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রাঃ) এর বিরুদ্ধে জমিয়ত নেতা শায়খ মাদানী সাহেবের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। এ মন্তব্য সন্দেহাতীতভাবে অশ্লীল, অসত্য, কুৎসিৎ, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন। একজন শ্রেষ্ঠতম ইমামকে তিনি জালেম ও ফাসেক বলছেন। তারা তো এভাবেই মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণে, মিথ্যাচার, ভিত্তিহীন অভিযোগ ও ভুল ফতোয়া প্রদান করে মুসলিম জনসাধারণে বিভ্রান্তি, ফিৎনা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করছেন। তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এসব ফতোয়াবাজী থেকে বিরত থাকার জন্য আমি তাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করছি।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাওলানা মুওদুদীর উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের জবাব দিয়ে থাকে তারা তাঁকে 'সাফাই উকীল' বলে টাট্টা-বিদ্রুপ করেন। অথচ তাদের উচিত ছিল সত্য স্বীকার করা ও ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কিন্তু তারা এর বিপরীত। যাক বিচার আল্লাহর হাতে রইল।

শায়খ মাদানী (রাহঃ) আরো বলেন ঃ

شان نبوت وحضرت رسالت علی صاحبها الصلاة والسلام میں وهابیة نهایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے هیں اور اپنے اپکو مماثل ذات سرور کائنات خیال کرتے هیں ۔ الشهاب الثاقب ص ۵۰

অর্থঃ "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ও তার দাওয়াত কর্মীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর শানেও নেহায়েত গোস্তাখী ও বে-আদবীর শব্দাবলী ব্যবহার করে এবং সে নিজেকে বিশ্বনবী (সঃ)-এ সমকক্ষ মনে করে ....। (শিহাবে ছাকিব ঃ ৫০)

নাউজুবিল্লাহ। শায়খ মাদানী সাহেবের এই কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা, নির্লজ্জ্য, অপবাদ, অসত্য, ভিত্তিহীণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ, শাইখুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) রাসূলের শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ রচয়িতা। রাসূলের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল একজন ব্যক্তিত্বও বটে।

শাইখুল ইসলামের লিখা কিতাব যেমন–

১. মুখতাসারু সীরাতের রাসুল (সঃ)
২. মুখতাসারু যাদিল মায়াদ
৩. মুখতাসারু সহীহিল বুখারী
৪. নসীহাতুল মুসলিমীন বিআহাদীসি খাতামিল মুরসালিন

www.pathagar.com

এ সমস্ত কিতাব স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তিনি রাসূলের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাসূলকে ভাল বাসতেন। তার কিতাবসমূহ আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে এবং তা আমাদের নিকট মওজুদ রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এসব কিতাবই রাসূলের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী (রাহঃ) রাসূল (সঃ) কে ভালবাসার ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال .

তৃতীয়তঃ জান, মাল ও পরিবার পরিজনের উপর রাসূল (সঃ) এর মুহাব্বাত ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব ও কর্তব্য।" (কিতাবুত তাওহীদ)

তাহলে এই লোক কিভাবে কখন রাসূলের শানে বেআদবী করল?

ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا .

النساء : ١١٢

শায়খ মাদানী আরো বলেন ঃ

صاحبو محمد بن عبد الوهاب نجدى ابتداء تيرهوى صدى نجد عرب سے ظاهر هوا اور چونكه خيالات باطله اور عقائد فاسده ركهتا تها اس لئے اس نے اهل السنت والجماعة سے قتل وقتال كيا ان كو بالجبر اپنے خيالات كى تكليف ديتا رها ان كے اموال كو غنيمت كا مال اور حلال سمجها كيا ان كے قتل كرنے كو باعث ثواب ورحمت شمار كرتا رها ـ الشهاب الثاقب ص٤٤-٤٥

অর্থঃ সাথী বন্ধুগণ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী তের শতাব্দীর শুরুর দিকে আরবের 'নজদ' প্রদেশ থেকে আবির্ভূত হয়। এবং যেহেতু সে বাতিল চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত। যার দরুণ সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছে। তাদেরকে অন্যায় কষ্ট দিয়েছে, তাদের সম্পদকে হালাল বরং গনীমতের মাল মনে করেছে এবং তাদের হত্যা করাকে সে সাওয়াব ও রহমতের কাজ গণ্য করেছে ....।"

(শিহাবে ছাকিব ঃ ৪৪-৪৫)

প্রতিবাদ ঃ

নাউজুবিল্লাহ!

জমিয়ত নেতা হজরত শায়খ হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম সমাজ সংস্কারক মর্দে মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশন করলেন তা সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

মিথ্যা, অসত্য ও ভিত্তিহীন। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একজন বিশিষ্ট আলেম। তাঁর আকীদা বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ সম্মত ও বিশুদ্ধ।

মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন ঃ "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী অষ্টাদশ শতকের একজন বিশিষ্ট সংস্কারক ছিলেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।" (সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২/১৭০)

হজরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া-২

শায়খ হোসাইন আহমদ মাদানী বলেন ঃ

خلاصہ یہ کہ مودودی صاحب کا یہ دستوری نمبر٦، اور اس کا عقیدہ نہایت غلط اور مخالف قران وحدیث اور مخالف عقائد اھل السنۃ والجماعت اسلاف کرام ھے جس سے دین اسلام کو انتہائی ضرر اور نقصان عارض ھوتا ھے لوگوں کو اس سے احتراز ضرور ھے ۔ مودودی دستور ص٧١-٧٢

"মোদ্দা কথা এই যে, মওদুদী সাহেবের গঠনতন্ত্রের ৬নং ধারাটি এবং এর আকীদা নিতান্তই ভুল এবং কুরআন-হাদীস বিরোধী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা সলফে সালেহীনের আকীদা পরিপন্থী। যদ্বারা দ্বীন ইসলামের চূড়ান্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ থেকে লোকদের নিরাপদ দূরে থাকা আবশ্যক।" (মওদুদী দস্তুর ঃ ৭১-৭২)

প্রতিবাদ ঃ সত্য কথা হলো এই যে, জনাব হজরত মাদানী সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যটি আগাগোড়া মিথ্যা, অসত্য, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর।

কারণ, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬ নং ধারার মধ্যে যেসব মৌলিক আকীদাহ বিশ্বাসের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও নির্ভুল। এই আকীদাই কুরআন হাদীস সম্মত, আহলে সুন্নাতের স্থীর আকীদাহ বিশ্বাস। এতে কোন সন্দেহ নেই।

তারা শাইখুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে, ফতোয়াবাজী করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন এবার জামায়াতে ইসলামীকে তারা টার্গেট বানিয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় কারো কান দেয়া মোটেই ঠিক হবে না। তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাওহীদী জনতাকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহই আমাদের সহায় ও একমাত্র অভিভাবক ও কার্যসম্পাদক।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও তাঁর শাগরীদ মুরীদগণ জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করে যাচ্ছেন এক নাগাড়ে। কারণ, তিনিই তাদেরকে উস্কানী দিয়ে বলে গেছেন যে,

www.pathagar.com

اور کیا وہ جماعت جس کا یہ عقیدہ ہو اس کی تضلیل سے ایک دم کے لئے بھی سکوت جائز ہو سکتا ہے ؟ مودودی دستور ص۳۲

যে দলের এই আকীদাহ তাদেরকে প্রথভ্রষ্ট গোমরাহ বলার ক্ষেত্রে এক নিঃস্বাসের জন্য-ও কি নীরব থাকা জায়েজ হবে?" (অর্থাৎ জায়েজ হবে না।)

(মওদুদী দস্তুর ঃ ৩২)

নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক! তার এই বিষমন্ত্র পাঠ করেই তাঁর ভক্তরা জামায়াত বিরোধিতার দীর্ঘ মেয়াদী প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন! এবং স্থানে স্থানে ফতোয়াবাজী করে যাচ্ছেন।

ইনশাআল্লাহ "এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে। মিথ্যাচারের বিচার হবে আল্লাহ তা'লার কাছে।"

জাহের দুরন্ত আলেমরা সর্ব যুগেই সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছে। নবী রাসলগণ বাধ্য হয়ে বলতেনঃ رب انصرنی بما کذبون

"হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমাকে মিথ্যা বলছে।"

কুরআন-হাদীস ও মানবেতিহাস ইহার উজ্জ্বল সাক্ষী।

শায়খ মাদানী সাহেব বলেন ঃ

مودودی صاحب یہ بھی نہیں فرماتے کہ ان لغزشوں کے بعد اس کی اصلاح کردی جاتی ہے ۔ مودودی دستور ص٦٩

"মওদুদী সাহেব ইহা-ও বলেন না যে, এ পদস্খলনের পর তার সংশোধন করে দেয়া হয়।" (মওদুদী দস্তুর ঃ ৬৯)

প্রতিবাদ ঃ

শায়খ মাদানী সাহেবের এ উক্তিটি ঢাহা মিথ্যা ও নির্লজ্জ অপবাদ বৈ কিছু নয়। কারণ, ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) স্পষ্ট বলেছেন ঃ

اگر نادانستہ اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے فورا وحی جلی کے ذریعہ سے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے کیونکہ اس کی لغزش تنہا ایک شخص کی لغزش نہیں ہے ایک پوری امت کی لغزش ہے

"এরপরও তাঁর অজান্তে যদি কখনো কোন পদস্খলন হয়ে-ও যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তা'লা প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে তাঁর সংশোধন করে দেন। কারণ তার পদস্খলন শুধুমাত্রই এক ব্যক্তির পদস্খলন নয় বরং পূর্ণ একটি উম্মতের পদস্খলন।" (সীরাতে সরওরে আলম ঃ ১/৭৭)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক। লক্ষ্য করুন জমিয়তের আলেমরা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে কী অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাদের মিথ্যা বলার বেশাতী দেখে শরীরের লোম শিহরিয়ে উঠে। আপনারা তাদের মিথ্যাচারে প্রভাবিত হবেন না। কেননা মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর ব্যাপারে তাদের মিথ্যা প্রচারণা এই প্রথম নয়। বরং তারা এর বহু পূর্বে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (রাহঃ)-এর জীবনেতিহাসকে বিকৃত করে দিয়েছে। এটাই তাদের স্বভাব।

প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল দ্বারা কি সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়?

নবী করীম (সাঃ) যে সৌভাগ্যবান লোকদের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন এবং সোনার মানুষ হিসাবে গড়েছিলেন তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তারা ছিলেন নিজেদের ঈমান ও আমলে নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহ্ ও রাসুলের জন্যে আত্মোৎসর্গকারী, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ কুরবানীদাতা। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাই বলেছেনঃ "আমার সাহাবীরা উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ।" তাঁরা হলেন রাসূল (সাঃ) এর উম্মতের প্রথম শ্রেনী। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করেই এ সকল মর্যাদা, বুজুর্গী, শ্রেষ্ঠত্ব তথা আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মাগফেরাত লাভ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহ্র ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও মাগ্ফিরাত লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনুসরণ করা। কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم -

"হে রাসূল, বল, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ করে চল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, দয়াশীল।"

যেহেতু তিনি বিশ্বনবী এবং তাঁর জিন্দেগীই হচ্ছে স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, সেহেতু সকলকে তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। রাসুলের অনুসরণই হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, ভালবাসা এবং মাগফেরাত লাভের একমাত্র পথ। উপরোক্ত আয়াতই তার অকাট্য প্রমাণ। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর উম্মত হওয়া হিসাবে তাঁর অনুসরণ করেছেন। আমরাও তাঁর উম্মত। এবং তাঁর উম্মত হওয়া হিসেবে আমাদেরকেও কেবল তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, তিনি সকল মানুষের নবী ও রাসূল। সকল মানুষের একই কলিমা ঃ لا اله الا الله محمد رسول الله ·

এ পবিত্র কলিমাটি যেমন একজন সাহাবীকে পাঠ করতে হয়েছে, আমাদেরকে তা-ই পাঠ করতে হবে। যেহেতু তিনি আমাদেরও রাসূল। কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

www.pathagar.com

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।"

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করি, এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি যে, আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে।"

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সাথে বলতে হয় যে, জমিয়তে উলমায়ে ইসলাম ও খিলাফত মজলিসের লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক দলিলের দ্বারা অনুসরণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে মিয়ারে হক তথা দ্বীনের মানদণ্ড এবং তাদেরকে নিঃশর্ত অনুসরণযোগ্য বলে প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। তাদের ভ্রান্তির অপনোদন কল্পে সর্বজন স্বীকৃত মুসলিম দার্শনিক সুফী হজরত ইমাম গাজালী (রঃ)-এর অকাট্য ও যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বসমূহ সম্মানিক পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরছি। ইমান গাজালী (রঃ) বলেনঃ "অনেকের কাছে সাহাবীদের মাজহাব স্বাভাবিক ভাবে দলিলের সূত্র। আর অনেকের মতে কিয়াস বহির্ভূত মাসআলায় তা দলিল হিসেবে গণ্য এবং অনেকের কাছে আবু বকর ও উমরের কথা দলিল হিসেবে গৃহীত।" অতঃপর তিনি বলেনঃ

والكل باطل عندنا فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم يثبت عصمته فلا حجة فى قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء؟

"আমাদের কাছে এসব কথা বাতিল বলে গণ্য। কারণ যে ব্যক্তির ভুল হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার নিষ্পাপ ও নির্ভুল হবার কোন প্রামাণ্য দলিল নেই, তার কথা দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে না। কাজেই সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা কিরূপে দলিল হতে পারে; অথচ তাদের ভুলের সম্ভাবনা আছে? "

ইমাম গাজালী (রঃ) আরো বলেনঃ

وهو الصحيح المختار عندنا اذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم لا يفرق فيه بين الصحابى وغيره -

"ইহাই আমাদের কাছে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য কথা। যেহেতু একজন আলিমের জন্য অপর আলিমের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা অবৈধ ও হারাম প্রমাণিত হল সেহেতু সাহাবী ও অ-সাহাবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না।"

মুবারকবাদ ইমাম গাজালীকে যে, তিনি অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দর কথা বলেছেন। তার এ কথাটি ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সাম স্যশীল।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরাম যেমন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত, আমরাও তেমনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত। এখানে সাহাবী অসাহাবীর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ফজিলত ও মর্যাদায়। তাই আমাদের সকলকে একমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই অনুসরণ করতে হবে।

এই জন্য ইমাম গাজালী এদেরকে-ও ছাড়েননি যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও ফজিলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা তাদের অনুসরণ করা জায়েজ ও কর্তব্য বলে দলিল পেশ করে থাকেন বা সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করে তাদের নিঃশর্ত অনুসরণের নতুন আকীদা আবিষ্কার করেন। তাদের সেই সব দলিলের জবাবে ইমাম গাজালী বলেনঃ

قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فى عملهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا ـ

"আমরা সাহাবীদের ফজিলত ও প্রশংসা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস সমূহকে তাঁদের প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল হিসেবে মনে করি। সেগুলো দ্বারা তাঁদের আমল, দ্বীনদারী এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয় । কিন্তু এসবের মাধ্যমে তাঁদের অন্ধানুসরণ করা জায়েজ বা কর্তব্য প্রমাণিত হয় না।"

ইমাম গাজালী জবাবের শেষাংশে বলেনঃ

كل ذالك ثناء لا يوجب الاقتداء اصلا ـ المستشفى للغزالى ١/١٣٥

এসব প্রশংসা ও মর্যাদাজ্ঞাপক দলিলের দ্বারা অনুসরণ করা কর্তব্য বা ওয়াজিব এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না।" (মুস্তশফা ঃ ১/১৩৫)

কাজেই ফজীলত ও প্রশংসাজ্ঞাপক দলিলের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে "সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা বা তাঁদের অনুসরণ করা জরুরী প্রমাণ করা মোটেই ঠিক নয়। তাই আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ নদভী (রাহঃ) বলেছেনঃ

رهے صحابه كرام رضى الله عنهم كے فضائل ومنقب تويه معيار حق كے لئے يا ان كى تقليد كے وجوب كے لئے هرگز كوئى دليل نهيں بلكه اس كى اصل حيثيت وه هے جسے امام غزالى عليه الرحمة نے بيان كيا هے اور اهل علم جانتے هيں كه حضرت مدنى كے مقابله ميں امام غزالى كا كيا مقام هے ؟ وه فرماتے هيں :

هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فى عملهم ودينهم ومحلهم عند الله ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا ـ معيار حق كيا اور كون ص٤٢

"থাকলো সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও তাদের সুন্দর গুণাবলীর কথা। এগুলো তো সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্যে কিংবা তাদের তাকলীদ (নির্বিচারে

www.pathagar.com

অনুসরণ) ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছুতেই কোন দলিল নয়। বরং এর প্রকৃত অবস্থা তো সেটাই যা ইমাম গাজালী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই তো জানেন যে, জনাব হোসাইন আহমদ মাদানীর মোকাবেলায় হযরত ইমাম গাজালীর মর্যাদা কি? তিনি বলতেছেন ঃ "এগুলো হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল। এগুলোর দ্বারা তাঁদের আমল, দ্বীনদারী এবং আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে সু-ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করা কর্তব্য ও জরুরী বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এসবের মাধ্যমে তাঁদের নির্বিচারে অনুসরণ করা জায়েজ বা কর্তব্য প্রমাণিত হয় না।"

(মিয়ারে হক কিয়া আওর কউন পৃঃ ৪২)

শায়খ হোসাইন আহমদ মদনী সাহেব "মওদুদী দস্তুর " নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি এ বইতে সাহাবীগণের প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল উপস্থাপন করে তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি ও তাঁদের নির্বিচারে অনুসরণ করা কর্তব্য প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। অথচ এসব দলিলের দ্বারা সাহাবীগণের সত্যের মাপকাঠি হওয়া মোটেই প্রমাণিত হয় না। বরং তাদের তাকওয়া, দ্বীনদারী, বুজুর্গী ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে সুবিশ্বাস লাভ হয়। তবে সুখের বিষয় হলো এই যে, আল্লামা আমের উসমানী দেওবন্দী (রাঃ) "হাকীকত" নামে একটি কিতাব লিখে শায়খ মাদানীর ভুল ব্যাখ্যার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। কেননা, শায়খ মাদানী বর্ণিত দলিল দ্বারা সাহাবীগণের সত্যের মাপকাঠি হওয়া মোটেই প্রমাণিত হয় না। এ জন্য শায়খ মাদানীর বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ নদভী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

خوب سمجه لیجئے صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کے مقام بلند اور ان کی فضیلت و منقبت سے کسی مومن ومسلم کو انکار کی مجال نهیں، یه تو همارا ایمان وعقیده هے لیکن معیار حق قرار دینا ایك اورهی بات هے یه صرف وهی هو سکتا هے جس کی صفت : "وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی" اور جس کے لئے "فإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصدا" فرمایا گیا هو ۔ معیار حق کیا اور کون ص۴۲

ভাল করে বুঝে নিন যে, কোন মুসলিম ও মুমিনের পক্ষেই সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মাহাত্ম্য অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এটাই তো আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস। কিন্তু "সত্যের মাপকাঠি" রূপে তাদেরকে সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এটি তো শুধু তিনিই হতে পারেন যার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তিনি প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা ওহী ছাড়া কিছু নয়।" এবং যার জন্য বলা হয়েছে ঃ কেননা তিনি তাঁর (রাসূলের) অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।"

(মিয়ারে হক কিয়া আওর কউন পৃঃ ৪২)

www.pathagar.com

রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ ماخرج منى الا حق رواه احمد والدارمى

"আমার পক্ষ থেকে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু নির্গত হয় না।" (দারেমী)

তিনি আরো বলেছেন ঃ انى لا اقول الا حقا - رواه احمد

"আমি কেবল সত্য বলে থাকি।" (আহমদ)

প্রতিপক্ষের প্রমাণাদি ও তার জবাব ঃ

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণকে সত্যের মানদণ্ড প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নির্লজ্জভাবে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তারা কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে ইহার মর্মকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে মুসলমানদের ঈমান আকীদাহ ধ্বংস করে দিচ্ছেন। নমুনা স্বরূপ তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা ও তার জবাব সম্মানিত পাঠকগণের কাছে তুলে ধরা হলো। বিস্তারিত জানতে হলে আমার বই "আকীদার মানদণ্ডে জমিয়ত" পড়ুন।

* اصحابى كالنجوم হাদীসের জবাব ঃ

১। জমিয়তের আলেমগণ বলেন ঃ (১২) হুজুর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

"আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকা তুল্য। তোমরা তাদের যে কোন জনের অনুকরণ করবে হেদায়েত পাবে।"

এ হাদীসটি সাহাবায়ে কেরামের মিয়ারে হক হওয়ার ক্ষেত্রে এত পরিষ্কার যে, তা খুলে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক না হলে তাদের অনুকরণের হেদায়েত পাওয়ার যুক্তি নেই।

(সত্যের আলো এর মুখোশ উন্মোচন ঃ ২/২৯)

সমালোচনা ঃ যারা সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বানাবার চেষ্টা করেন তারা সাধারণত উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা উহা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

তার জবাব হলো এই যে ঃ

* এ হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণ জ্বাল, বাজে ও মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখুন ঃ (সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দয়ীফা ওয়াল মাওদুয়া ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫৬ পৃঃ ৭৮-৭৯)

* এ জাতীয় দুর্বল, মিথ্যা ও জ্বাল হাদীসকে রাসূল (সঃ)-এর নামে প্রচার করা হারাম ও অমার্জনীয় অপরাধ। কেননা ইসলামের নবী (সঃ) মিথ্যা হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তার স্থান জাহান্নাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

* এ হাদীসটি আল কুরআনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্যকেই বিশ্ব মানবের হিদায়াত লাভের উপায় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ واتبعوه لعلكم تهتدون

"হে মানুষ .... তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো যাতেকরে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।" (সূরা আরাফ ঃ ১৫৮)

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ ان تطيعوه تهتدوا

"যদি তোমরা তার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে হিদায়াত লাভ করবে।" এইসব অকাট্য আয়াতের মোকাবেলায় এ হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'লা অন্যত্র বলেছেন ঃ

واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل انى برىء مما تعملون

"যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করে তাদের প্রতি সদয় হও। আর যদি তারা তোমাকে না মেনে চলে তাহলে বলে দাও ঃ তোমাদের আমলের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

* এ হাদীসটি প্রচার করার মানেই হলো ঈমান-আকীদা বিকৃতির ষড়যন্ত্র। কেননা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূল (সঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর ভালবাসা ও ক্ষমা লাভ করা সম্ভব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

"বল হে রাসূল! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার পূর্ণ অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন। এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।"

সুতরাং যে লোক আল্লাহর ক্ষমা ও ভালবাসা চায় তাকে অবশ্যই মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। ইহা এই আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য।

অতএব যখন কোন লোক সাহাবী কিংবা অন্য কারোর অনুকরণের দিকে আহ্বান জানাবে তখন একথা বুঝতে হবে যে, সে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর ভালবাসা ও মাগফিরাত লাভ করার উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছে।

www.pathagar.com

ইসলামী আকীদার কিতাবে লিখেছেন ঃ

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول ـ شرح العقيدة الطحاوية " ١٧٩-١٨٠، تهذيب مدارج السالكين : ٤٥١

"তাওহীদ তো দুটোই। এ দুটি ব্যতীত কোন বান্দার পক্ষে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি নাই। (১) এককভাবে প্রেরণকারী আল্লাহর এবাদত করা। (২) এককভাবে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা।" (শরহে আকীদা তাহাবিয়া ঃ ১৭৯-১৮০, তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ঃ ৪৫১)

* এ হাদীসটির বর্ণনা যে অত্যন্ত দুর্বল এতে কোন হাদীস বিশারদের দ্বিমত নেই। একে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তো জ্বাল ও মিথ্যা বলেছেন। তাই এরকম দুর্বল অথবা মিথ্যা হাদীস দ্বারা কোন শরয়ী মাসআলার ব্যাপারে দলীল দেয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক কি-না এ আকীদা প্রমাণ করার জন্য যেহেতু জমিয়তে উলামার লোকেরা এরকম জ্বাল হাদীসকে দলীল স্বরূপ এনে থাকেন এবং এরকম হাদীসই যেহেতু তাদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনার উৎস তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাদের আকীদা বিশ্বাসে বিভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ ভীত মজবুত না হলে ঘর মজবুত হয় না। নড়বড়ে ভিত্তিহীন কথাই তদের ঈমানের উৎস। আল্লামা তাফতাজানী (রাহঃ) বলেন ঃ

ان خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة فى اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن فى باب الاعتقاديات ـ

"খবরে ওয়াহিদ নামক হাদীস দলিল রূপে গণ্য হওয়ার জন্য হানাফী মাজহাবের ইমামগণ তাদের উসুলে ফেকাহ্‌র মধ্যে যে এগারটি শর্তারোপ করেছেন, সে শর্তগুলোর সব শর্ত একত্রে কোন খবরে ওয়াহিদের মধ্যে পাওয়া গেলেও সেটি দ্বারা ইলমে ইয়াকীন হাসিল হয় না। শুধু যন (ধারণা) হাসিল হয়। আর ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। (শরহে আকাইদে নাসাফী)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহঃ) বলেন ঃ

الأحاديث اذا كانت فى مسائل عملية يكفى فى الاخذ بها بعد صحتها افادتها الظن اما اذا كانت فى العقائد فلا يكفى فيها الا ما يفيد القطع ـ فتح البارى ٤٣١/٨

"যদি হাদীস আমল সংক্রান্ত মাসআলার ক্ষেত্রে হয় সেগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এতটুকু বিশুদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট যা ধারণা বা যনের উপকার দেয় আর যদি আকীদাহ-বিশ্বাস সংক্রান্ত হয় তাহলে এতটুকু যথেষ্ট নয় বরং সে ক্ষেত্রে অকাট্যতার উপকার দিতে হবে।" (ফত্‌হুল বারী ৮/৪৩১)

www.pathagar.com

শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহঃ) বলেন ঃ

خبر الواحد وان كان بلا معارض ظنى لا يتمسك فى اصول العقائد ـ التحفة الاثنا عشرية ص١٠١ الطبع الثانى

"খবরে ওয়াহিদ নামক হাদীসের বিপরীতে যদিও কোন সহীহ হাদীস না থাকে তবুও আকীদাহ তথা মৌলিক বিষয়ে দলীল রূপে গ্রহণ করা যাবে না।"

(তুহফা ইসনা আশারিয়া ঃ ১০১, ২য় সংস্করন)

ইহা আকীদাহ-বিশ্বাস প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত নীতি। তারা দুর্বল হাদীস দ্বারা আকীদাহ বিশ্বাস প্রমাণ করেন না। কিন্তু আমাদের জমিয়ত নেতৃবৃন্দ সর্বদাই 'মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি' এর আকীদাহ প্রমাণ করার জন্যে মিথ্যা হাদীস অথবা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নেহাত দুর্বল হাদীস হলেও তারা একে এনে কোন মুহাদ্দিস হাসান বা হাসান লিগাইরিহি বলেছেন তারও অনেক 'ইল্‌মী তাহকীক' পেশ করেন! এটা কি তাদের ইলমী যোগ্যতা তাকওয়া ও বুজুর্গীর নিদর্শন? না কি ভণ্ডামী?

যারা এই মিথ্যা হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন এবং বলেন সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি, তারা সকলে অনুসরণীয়; তাদের অনুসরণে হিদায়াত নিহিত, তারাই কার্যত এই হাদীসের অস্বীকারকারী।

শুধু দ্বীমুখী নীতি অবলম্বন করেই তারা এই হাদীসকে দলিল স্বরূপ পেশ করেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রাহঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

كيف استجزتم ترك تقليد النجوم التى يهتدى بها وقلدتم من دونهم بمراتب كثيرة فكان تقليد مالك والشافعى وابى حنيفة واحمد اثر عندكم من تقليد ابى بكر وعمر وعثمان وعلى فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحا ـ

اعلام الموقعين، ايقاظ الهمم ص٢٠٣

"(আসলে তোমাদের কথা ও কাজে কোন মিল নেই) তোমরা কিভাবে ঐসব তারকাদের অনুসরণ ছেড়ে দেয়াকে জায়েজ মনে করলে যাদের দ্বারা হিদায়াত লাভ করা যায়? আর ঐ সব লোকদের বাধ্যতামূলক অনুসরণে লিপ্ত হয়ে গেলে যারা ঐ সকল তারকাদের তুলনায় অনেক অনেক নীচের লোক? তোমাদের নিকট আবু বকর উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এর অনুসরণ অপেক্ষা ইমাম মালেক, শাফী, আবু হানীফা ও আহমদ (রাহঃ)-এর অনুসরণ হচ্ছে দলিল সম্মত। হাদীসটি (মিথ্যা হলেও) যা প্রমাণ করে সরাসরী তোমরাই তার বিরুদ্ধাচরণ করছ (কার্যতঃ তার অস্বীকারকারী তোমরাই)।"

www.pathagar.com

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রাহঃ)-এর কথাটি এতই বাস্তব যে, কোন মুকাল্লিদ তার জবাব দিতে পারবে না।

তারা আসলে মুসলমানদের ঈমান আকীদা বিকৃত করার জন্যই এ সমস্ত মিথ্যা হাদীসকে দলিল স্বরূপ উল্লেখ করে থাকেন। 'হক' শব্দের অর্থই হচ্ছে সন্দেহাতীত সত্য। তাহলে মিথ্যা হাদীস দ্বারা এ নিশ্চিত সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয় কিভাবে? এটা আমাদের বুঝে আসে না। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ও আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

২। اختلاف اصحابى হাদীসের জবাব ঃ

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ বলেন ঃ হযরত উমর (রাঃ) বলেন যে, আমি শুনেছি যে, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

سألت ربى عن اختلاف أصحابى من بعدى فأوحى الى يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشئ مماهم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى

"আল্লাহর দরবারে আমার পরে আমার সাহাবীদের এখতেলাফ ও মতপার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানালেন, হে মুহাম্মদ! (আপনি বিচলিত হবেন না কেননা) আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্র তুল্য। একজন অপর জন থেকে তেজ ও দীপ্তিময় এবং প্রত্যেকেই জ্যোতির্ময়। অতএব যে ব্যক্তি সাহাবীদের অভিমত সমূহের যে কোনটি গ্রহণ করবে সেই আমার মতে হেদায়াতের উপর গণ্য হবে।" (মিশকাত শরীফ)

এ হাদীসও স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সাহাবীদের প্রত্যেকেই অনুসরণীয় এবং যে কোন সাহাবীর অনুসরণের মধ্যে আছে হিদায়াত নিহিত। যদি কোন বিষয়ে দুই সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া যায় তাহলে যে কোন সাহাবীর অনুসরণ করলেই হেদায়াত, মুক্তি ও নাজাত পাওয়া যাবে। তবে অন্য সাহাবীর কথা ভুল বা গোমরাহী বলা যাবে না।" (সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম ঃ ১৬)

সমালোচনা ঃ এ হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণ জ্বাল, মনগড়া, বাজে ও মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং এর বর্ণনাটি যে সম্পূর্ণ মনগড়া এতেও কোন হাদীস বিশারদের দ্বিমত নেই। দেখুন ("সিলসিলাতুল আহাদীসেদ দয়ীফা ওয়াল মওদুয়া" আলবানী, হাদীস নং ৫৯, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮০-৮২)

** এরকম মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারা কোন শরয়ী মাসআলার ব্যাপারে দলীল দেয়া সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েজ। আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দলীল দেয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী লোকেরা এরকম

www.pathagar.com

মনগড়া, মিথ্যা হাদীস দ্বারা আকীদা বিশ্বাস প্রমাণ করতে আল্লাহকে ভয় পান।

জমিয়তে উলামার লোকেরা যখন এরকম মিথ্যা মনগড়া হাদীস দ্বারা আকীদা বিশ্বাস প্রমাণ করতে অভ্যস্ত তখন তাদের আকীদা বিশ্বাসে, চিন্তা চেতনায় গোমরাহী থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, তাদের জ্ঞানের উৎসের মধ্যেই রয়েছে ভুল।

এরকম মিথ্যা ও জ্বাল হাদীস বর্ণনা করা থেকে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসী মুসলমানদের বিরত থাকা ফরজ-অপরিহার্য। কেননা মিথ্য হাদীস সম্পর্কে ইসলামের নবী (সঃ) বলেছেনঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, জমিয়তে উলামার লোকেরা রাসূলে পাক (সঃ)-এর নামে এরকম বহু মিথ্যা কথা এক নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন ঃ

انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون

"মিথ্যা কেবল তারাই রচনা করে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১০৫)

আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের অনুসরণ এবং বিশ্ব নবী মোহাম্মদ (সঃ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা থেকে মুসলমানদেরকে সরিয়ে নেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যেসব মিথ্যা হাদীস রচনা করা হয়েছে উপরোক্ত হাদীস তার মধ্যে একটি। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কেননা যে লোক নিজেকে আল্লাহর বান্দা ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত বলে স্বীকার করে তার উপর কেবল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করাই ফরজ ও অত্যাবশ্যক।

তাছাড়া রাসূল (সঃ) মতভেদ, ইখতেলাফ ও মতবিরোধ করাকে কখনো পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণ সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছেন। কেননা, আল্লাহ তা'লা বলেছেন ঃ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك

"তোমার রব যাদের দয়া করেন তারা ব্যতীত ওরা সর্বদা মতভেদ করতে থাকবে।" এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইখতেলাফ, মতপার্থক্য, মতানৈক্য নিন্দনীয় ও অবৈধ। আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেনঃ

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

www.pathagar.com

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এজন্য প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে।"

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে রাসূল বিশ্বাস করার মানেই হলো তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা। অন্যথায় তাকে অস্বীকার করার শামিল। রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال : من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى ـ

"আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করে সেই অস্বীকার করে।" (বুখারী)

এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রাসূল (সঃ)-কে সর্বাবস্থায় অনুসরণ করতে হবে।

যারা এরকম মিথ্যা হাদীসে বিশ্বাস করে এবং দ্বীনের মধ্যে মতানৈক্য-এখতেলাফ করাকে বৈধ ও জায়েজ মনে করে এবং এখতেলাফকারীদের প্রত্যেকের মধ্যে হিদায়াত নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে তারা মূলতঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা মানুষকে স্পষ্ট গোমরাহীর দিকে আহ্বান করছে। জমিয়ত বর্ণিত উক্ত হাদীসটির শব্দ অর্থ উভয়কেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণ করেছে এবং ইহা কুরআন সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিকও বটে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ـ ال عمران : ١٠٥

"তোমরা এদের মত হইও না, যাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ এসে যাওয়ার পরও তারা এখতেলাফ করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বড় বড় শাস্তি।" (আলে ইমরান ঃ ১০৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

ان الذين فرقوا دينهم وكانو شيعا ليست منهم فى شئ انما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ـ الانعام : ١٥٩

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে আপনি কোন বিষয়েই তাদের দলভুক্ত নন। তাদের কার্যকলাপ আল্লাহর হাতে, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের আচরণ সম্বন্ধে অবগত করবেন।" (আনআম ঃ ১৫৯)

ইসলামের নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

ايما رجل خرج يفرق بين امتى فاضربوا عنقه - رواه مسلم واحمد

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বের হয়, তার গর্দান উড়িয়ে দাও।" (আহমদ ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'লার নির্দেশ হলো যে, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

"তোমরা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ো না। তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো।"

তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কি এসকল নির্দেশ অমান্য করে ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে এখতেলাফ ও মতপার্থক্য করেছেন? করেন নাই।

৩। ما انا عليه واصحابى হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার জবাবঃ

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ বলেন ঃ বিভিন্ন হাদীসে নবী করীম (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি নির্ধারিত করেছেন এবং তাদের অনুসরণ করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈল বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে। আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে। তন্মধ্যে সব দলই হবে দোযখী আর মাত্র একটি হবে বেহেশতী। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হুজুর! সেটি কোন দল? রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন ঃ ما انا عليه واصحابى যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের নীতিমালার উপর থাকবে (তারাই বেহেশতী)।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামও সত্যের মানদণ্ড। কেননা, যদি নবী (সঃ)-ই একমাত্র মানদণ্ড হতেন তা'হলে শুধু ما اناعليه বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাসূল (সঃ) وأصحابى বলে পরিষ্কার করে দিলেন যে, বেহেশতী ও নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আমার সাহাবীদেরও অনুসরণ করতে হবে। (সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম ঃ ১৪-১৫)

সমালোচনা ঃ আলোচ্য হাদীসটিই জামায়াত বিরোধী আলেমগণের সবচে বড় দলিল। তারা এই হাদীসটির মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করে সাহাবায়ে কেরামকে

www.pathagar.com

সত্যের মাপকাঠি বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন। বস্তুতঃ এই হাদীস থেকে সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া মোটেই প্রমাণিত হয় না। বরং রাসূল আনীত ওহী তথা কুরআন-হাদীসই সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়।

কারণ, রাসূল (সঃ)-কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এ দলটি কারা? তখন রাসূল বলেন নাই যে, أنا واصحابى আমি ও আমার সাহাবীগণ।" যদি তিনি এভাবে উত্তর দিতেন তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হত যে, রাসূল (সঃ) যেমন সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামও তেমনি সত্যের মাপকাঠি। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ ما انا عليه اليوم وأصحابى 'আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তার উপর যারা থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।" রাসূল (সঃ) এই হাদীসে ঐ বস্তুকেই সত্যের মাপকাঠি ঘোষণা করছেন যার উপর তিনি নিজে ছিলেন এবং তাঁর অনুসারী উম্মত সাহাবীগণও ছিলেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যনিষ্ঠ বেহেশতী দল। কারণ, তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

من كان على مثل ما انا عليه واصحابى - رواه الحاكم

"তারা হুবহু সেই বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।" উক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করছেন না। বরং তিনি এমন একটি বস্তুকে উদ্দেশ্য করছেন যার উপর তিনি স্বয়ং আছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই বস্তুর উপর থাকবে কেবল তারা হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এ কারণেই এই বস্তুর দিকে ইংগিত করে ইমাম মালেক (রাঃ) বলেছেন ঃ

لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح أولها

"যে বস্তু এই উম্মতের প্রথম শ্রেণীকে সংশোধন করেছিল শুধু তা-ই শেষ উম্মতকে সংশোধন করতে পারে।"

কাজেই এখন আমাদের জানা আবশ্যক যে, রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম কিসের উপর ছিলেন? এবং কোন বস্তুটি তাদেরকে সংশোধন করেছিল? কিংবা ঐ বস্তুটি কী যার উপর থাকলে পরে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়?

এই প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ সেই সত্যের উপর ছিলেন যে সত্যসহকারে আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূল (সঃ) কে পাঠিয়েছিলেন, সাহাবায়ে কেরামকে পাঠাননি। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا

"আমি তোমাকে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছি।"

এবং রাসূল (সঃ) নিজে বলেছেন ঃ وانى رسول الله بعثنى بالحق ـ الترمذى

"আর আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি সত্য সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন।" (তিরমিজী)

انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق ـ البخارى

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল। আর আমি তোমাদের নিকট সত্যসহ আগমন করেছি।" (বুখারী)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল আনীত সত্যের উপরে ছিলেন এবং এইভাবে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেমন রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে বা অ-সহযোগী হবে তারা সেই দলের ক্ষতি করতে পারবে না যতদিন না কিয়ামত সংঘটিত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলে করীমের (সঃ) এই ভবিষ্যৎবাণী থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উভয়ে সত্যের উপর ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য হলো এই যে, রাসূল (সঃ)-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে সত্য সহকারে পাঠানো হয়নি। বরং রাসূল (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন আর তাঁর সাহাবীগণ এই সত্যের অনুসরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন ঃ يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

হে মানুষ! রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্যসহ আগমন করেছেন ....। (নিসা ঃ ১৭০)

এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ বলেছেন যে, মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তারা এই সত্যের উপর ছিলেন, এবং এই সত্যের অনুসারী ছিলেন।

রাসূল (সঃ) সত্যের মাপকাঠি হওয়ার এ অধিকার বলেই ঘোষণা করেছেন ঃ

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

www.pathagar.com

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুগত হবে।"

কোন সাহাবী এরকম ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন না। এটা রাসূলেরই একক বৈশিষ্ট্য ও একক ঘোষণা। তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে নিজের সত্যের মাপকাঠি হওয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। উপমাটি হলো এই ঃ

ان مثلى ومثل ما بعثنى الله عز وجل به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قومى انى رأيت الجيش بعينى وانى انا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلتهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطاعنى واتبع ما جئت به ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق ـ مسلم ٢٤٨/٢ طبع الهند

"আমার ও আমাকে আল্লাহ্ তা'লা যে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উপমা এমন এক ব্যক্তির মত যে স্বীয় জাতির কাছে এসে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! আমি এক আগ্রাসী শত্রু বাহিনীকে নিজ চোখে দেখতে পেয়েছি। তোমাদেরকে আমি খোলাখুলিভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি। অতঃপর সে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। জাতির লোকদের একটা অংশ তাঁর কথা মানল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে পড়ল। অপর একটি অংশ তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং নিজেদের জায়গাতেই অবস্থান করতে থাকলো আর পরক্ষণেই আগ্রাসী বাহিনী এসে তাদের উপর চড়াও হলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললো। এটাই হচ্ছে আমার আনুগত্য ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করা এবং আমার অনুসরণ না করা ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা অস্বীকার করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" (মুসলিম ঃ ২/২৪৮)

আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ তাই বলেছেন ঃ

ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان يوصى الاول الأخر ويقتدى فيه اللاحق بالسابق وهم فى ذلك كله بنبيهم محمد مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى : (قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى) شرح العقيدة الطحاوية : ٧

সুতারাং ما انا عليه واصحابى হাদীসের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই। জামায়াত বিরোধী আলেমগন হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন মাত্র। আল্লাহই হিদায়াতের মালিক।

www.pathagar.com

اصول اهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واصل الدين الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - شرح العقيدة الطحاوية

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি সমূহ তারই অধীন যা নিয়ে রাসূল (সঃ) আগমন করেছেন। রাসূল (সঃ) আনীত সত্যের প্রতি বিশ্বাসই দ্বীনের মূল কথা।" (শরহে আকীদা তাহাভী)

আহলে বাইত (اهل البيت) সম্পর্কিত হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব ঃ

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ বলেন ঃ "প্রিয় নবী (সঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে এক পর্যায়ে বলেছেন ঃ

ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى اهل بيتى

"হে জনতা! (আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তুটি ছেড়ে যাচ্ছি যাকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনও গোমরাহ হবে না।

তাহলো (১) কিতাবুল্লাহ ও (২) আমার পরিবারবর্গ।"

সত্যের আলোর লেখককে জিজ্ঞাসা করি– যদি আপনার উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ মিয়ারে হক বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে উক্ত হাদীস দ্বারা কি আহ্লে বায়াতভুক্ত সাহাবীগণ মিয়ারে হক সাব্যস্ত হবেন না? উভয় হাদীসই প্রায় সমার্থ বোধক শব্দে বর্ণিত। তাহলে আপনার কাছে পৃথক বলে মনে হলো কেন?
(সত্যের আলো এর মুখোশ উন্মোচন ঃ ২/৫৩)

সমালোচনা ঃ জবাব দিচ্ছি– না, সাব্যস্ত হবেন না। কারণ সত্যের আলোর লেখকের উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ মিয়ারে হক হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর স্পষ্ট চাহিদা ও তাবীর পরিপ্রেক্ষিতে। এই বিশ্বাসের দরুন আমরা তাঁরই ইবাদত করি . কেননা, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তার বান্দা। আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ করি। কেননা, তিনি আমাদের রাসূল এবং আমরা তাঁর উম্মত। তাই আল্লাহর কালাম কুরআন আর রাসূলের বাণী হাদীসই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি বলে নির্ধারিত। আহলে সুন্নাতের উলামাগণ বলেছেন ঃ

من الله الرسالة على الرسول البلاغ وعلينا التسليم - رواه البخارى

"আল্লাহর পক্ষ থেকে (ইসলামের) বার্তা এসেছে। রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে (মানুষের কাছে সে বার্তা) পৌঁছে দেয়া। আর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়া।" (বুখারী শরীফ)

এখানে সাহাবী বা অন্য কাউকে মিয়ারে হক মনে করার কোন অবকাশ নেই। কারণ, রাসূলের দায়িত্ব এবং উম্মত তথা সাহাবী ও আহলে বায়েত এর দায়িত্ব

www.pathagar.com

এক নয়। রাসূল ইসলামের পয়গাম পৌঁছান আর সাহাবীও আহলে বায়াত সহ গোটা উম্মত তা মাথা পেতে মেনে নিতে আদিষ্ট নবীর উম্মত ও অনুসারী হিসেবে।

আল্লাহ তা'লা ইরাশাদ করেছেন ঃ

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته

"হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দাও। যদি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছালে না।"

(মায়েদা ঃ ৬৭)

তৎপর বলা হয়েছে ঃ

قل اطيعوا الله واطيعو الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ـ

"বল হে নবী! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তো তার উপর ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।" (সূরা নূর ঃ ৫৪)

এখন সবাইকে রাসূলের পক্ষ থেকে দ্বীনের বার্তা পৌঁছাতে হবে। রাসূল বলেছেনঃ

بلغوا عنى ولو اية ـ متفق عليه

"একটি আয়াত হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছাতে থাক।" আর জেনে রাখ ঃ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তবে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

এ হাদীসদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীনের ও সত্যের মানদণ্ড একমাত্র আল্লাহর রাসূল। আর তিনিই সাহাবা, আহলে বায়েত, তাবীঈ সহ গোটা পৃথিবীর মানুষের নিকট সত্যসহ প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। তিনি বিশ্ব নবী এবং তিনি ছাড়া সকলেই রাসূল আনীত দ্বীন ও সত্যের অনুসারী ও বর্ণনাকারী।

এখন প্রশ্ন হলো আলোচ্য হাদীসে আহলে বায়েত বা রাসূলের পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করা হলো কেন? তার জবাব হলো এই যে, রাসূল যখন স্বীয় পরিবারের সাথে মিশতেন তখন তারা রাসূলের নিকট থেকে দ্বীনের যেসব কথা জানতেন বা রাসূল তাদেরকে দ্বীনের যে শিক্ষা দিতেন তা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল

www.pathagar.com

না আহলে বায়েত ব্যতীত। তাই তাদের নিকট থেকে শরীয়তের অবশিষ্ট হুকুম আহকাম জেনে নিতে বাকী সাহাবীবর্গকে আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই হাদীসে রাসূল পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তারা সত্যের মাপকাঠি হয়ে যান না। আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকি (রঃ) বলেছেন ঃ

لأن اهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم لم يزالوا يبلغون عنه صلى الله عليه وسلم الاحكام الشرعية ـ المدخل لابن الحاج : ١/١٧٥

কেননা রাসূলের পরিবারবর্গ সর্বদাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে শরীয়তের হুকুম আহকাম পৌছাতেন। (আল মাদখাল ঃ ১/১৭৬)

এজন্য আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ

واما الامور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لاغير ـ شرح العقيدة الطحاوية : ١٨١

"আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়াবলী এবং দ্বীনী শিক্ষাসমূহের জ্ঞান রাসূল (সঃ) ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।" (শরহুল আকীদা তাহাভী ঃ ১৮১, ২য় সংস্করণ)

এসব কারণেই 'সত্যের আলো' লেখকের উদ্ধৃত হাদীস এবং জমিয়তে উলামার উদ্ধৃত হাদীসের মর্ম ও ব্যাখ্যা পৃথক হতে বাধ্য। বিশেষ করে তাঁদের নিকট, যারা নিষ্ঠার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলেছে, তারা কুরআন ও হাদীসকেই সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করেন। সুতরাং আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেবের অভিযোগ অবান্তর ও অযৌক্তিক বৈ কিছু নয়। তাদের অপব্যাখ্যা দ্বারা কোন মুসলমানেরই বিভ্রান্ত হওয়া সমীচীন হবে না। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে,

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ـ النساء : ١٣-١٤

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ হতে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর প্রকৃতপক্ষে ইহা বিরাট সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তাকে তিনি আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" (নিসা ঃ ১৩-১৪)

www.pathagar.com

আয়াত (امنوا كما امن الناس) -এর অপব্যাখ্যা ও তার জবাব ঃ

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বলেন ঃ

সাহাবীগণ হলেন সত্যের মাপকাঠি। সাহাবীগণের ঈমান ও আকীদাকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য ও ঈমান এর মাপকাঠিরূপে বর্ণনা করে শুধুমাত্র তাদের আদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত করেননি অধিকন্তু ঐ পুত চরিত্রের অধিকারী সত্তাদের যারা সমালোচনা করবে মাপকাঠি রূপে গ্রহণ না করবে সদা সর্বদার জন্য তাদের উপর তিনি মুনাফেকী ও নির্বুদ্ধিতার মোহর মেরে দিয়েছেন। ইরশাদ করেন ঃ

واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون

"এবং এদেরকে (মুনাফিকদেরকে) যখন বলা হয়, তোমরাও ঈমান আন যেমন লোকগণ (সাহাবীগণ) ঈমান আনয়ন করেছে। তখন এরা বলে আমরা ঐ নির্বোধদের মত ঈমান আনব? শুনে রাখ প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ কিন্তু এরা তা জানে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৩) –ইসলামের দৃষ্টিতে নবী ও সাহাবী পৃঃ ১৬-১৭

মাওলানা মাহমুদ হোসাইন বলেন ঃ

ইহুদীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقداهتدوا وان تولوا فإنما هم فى شقاق

যদি তারা (ইহুদীগণ) ঈমান আনে, যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছ তাহলে তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা এ থেকে বিমুখ হয়ে যায় তবে তারা রয়ে যাবে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে।" (সূরা বাকারা আয়াত ঃ ১৩৭)

"এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ ঈমান তথা সত্যের মাপকাঠি। যে ব্যক্তি তাদের মত খাঁটি ও ভেজালমুক্ত ঈমান আনবে সেই হেদায়াত লাভ করতে পারবে। নতুবা তার ঈমান হবে গুমরাহী ও প্রত্যাখ্যাত। আর অনেক ইহুদী যেহেতু সাহাবীদের মত ঈমান আনে নাই তাই তাদের ভাগ্যে হেদায়েত জুটেনি।" (সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম ঃ ১২)

সমালোচনা ঃ জামায়াত বিরোধী আলেমগণ উপরোল্লিখিত আয়াত দুটো দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করে থাকেন এবং তারা বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমান আনতে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাদের এই ব্যাখ্যা ও দাবী সঠিক নয়। এবং তাদের উদ্ধৃত আয়াত দুটো দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করাও শুদ্ধ নয় বরং সম্পূর্ণ ভুল,

www.pathagar.com

অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। কারণ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সাহাবায়ে কেরামকে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে অন্যের জন্য নমুনা বানানো হয়েছে। এবং তারা যেভাবে নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছেন সেভাবে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তাঁদেরকে ঈমানের মাপকাঠি বানানো হয়নি। কেননা, নমুনা আর মাপকাঠি এক জিনিস নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুটো জিনিস। যেমন– চালের নমুনা দেখালে দোকানী মাপকাঠি অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দ্বারা চাল ওজন করে দেয়। নমুনা দ্বারা ওজন করে দেয় না। আবার কাপড়ের রং ও নমুনা চয়েজ করলে কাপড়ের মহাজন মাপকাঠি অর্থাৎ গজ দ্বারা তা মাপ জোক করে দেয়। কাঠের নমুনা বলে দিলে কাঠ ব্যবসায়ী মাপকাঠি বা গজফিতা দ্বারা তার ফুট গণনা করে দেয়। কাজেই নমুনা ও মাপাকাঠি এক জিনিস নয়। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে নমুনা বানানো হয়েছে। এবং তাদের মত নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তাই বলে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি বলা বা ঐ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা নিতান্ত ভুল। এটা নিঃসন্দেহে একটা মনগড়া ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়।

অথবা ঃ এই অপব্যাখ্যার জবাব হলো এই যে, উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের সম্বোধন ব্যাপক নয়। বরং ইহার একটিতে ইহুদীদেরকে এবং অপরটিতে মুনাফেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা বিরোধী মহলেও স্বীকৃত এবং এই সম্বোধন ইহুদ ও মুনাফেকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা ব্যতীত আর কাউকে উদ্দেশ্য করা ঠিক হতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের ঈমানের মত পরবর্তী যুগের কারো ঈমান হতে পারে না। তাদের মত ঈমান আনা আর কারো পক্ষে সম্ভবও নয়।

কারণ তারা রাসূল (সঃ)-কে সরাসরি স্বচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাবেঈ বা পরবর্তী কালের কারো পক্ষে সরাসরি রাসূল (সঃ)-কে স্বচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনা সম্ভব নয়। এবং আমরা নিঃসন্দেহে কোন অসম্ভব জিনিসের জন্য আদিষ্ট নই। রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ইসলামের একটি রুকন। আর দেখে ঈমান আনা এবং না দেখে ঈমান আনা সমান কথা নয়। এদুয়ের মাঝে রয়েছে প্রচুর ব্যবধান। পরবর্তীদের প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى - احمد والدارمى والمشكوة

"হ্যাঁ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা তোমাদের পরে আসবে তারা আমার প্রতি ঈমান আনবে অথচ আমাকে দেখেনি।"

সুতরাং ঐ আয়াতদ্বয় দ্বারা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য সাহাবীগণকে ঈমান তথা সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভুল, অযৌক্তিক ও প্রমাণহীন কথা।

www.pathagar.com

অথবা ঃ এই অপব্যাখ্যার জবাবে আরো বলা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও তাদের ঈমানী শক্তি এত বেশী যে, পরবর্তী যুগের কারো ঈমান এতটুকুন শক্তিশালী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ রাসূল (সঃ) ইরাশাদ করেছেন ঃ

لا تسبوا اصحابى فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مداحدهم ولا نصيفه ـ متفق عليه

"আমার সাহাবীগণকে তোমরা গালমন্দ করবে না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ দান করে তবে তাদের (সাহাবাদের) এক সের বা আধ সের (যব) দানেরও সমান হতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এ ঈমান সম্পর্কে বলেছেন ঃ "যদি আবু বকরের ঈমান দাঁড়ি পাল্লার এক পার্শ্বে রাখা হয় আর গোটা উম্মতের ঈমানকে অপর পার্শ্বে রাখা হয় তবে আবু বকরের ঈমান ভারী হয়ে যাবে।"
(আল হাদীস)

সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের ঈমান কতই না শক্তিশালী। তাই সাহাবী ও অসাহাবীর ঈমানী শক্তির মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যারা বলেন যে, সাহাবীগণের ঈমানের মত ঈমান আনতে আল্লাহ তায়ালা সবাইকে আদেশ করেছেন তারা মূলত অসম্ভব এক বস্তুকে পরবর্তী উম্মতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন। তাদের এ ব্যাখ্যা ও গবেষণা আগাগোড়া অর্থাৎ পুরোপুরি ভুল ও বাস্তব বিবর্জিত। সাহাবায়ে কেরাম যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন আমরাও শুধু শুধু সেই সব বিষয়ের প্রতিই ঈমান আনতে আদিষ্ট। অন্য কারো ঈমানের সাথে যাচাই করার কোনই অবকাশ নেই। কারণ ঈমান হচ্ছে অন্তর্নিহিত বিষয় যা দেখতে পাওয়া যায় না।

অথবা অপব্যাখ্যার জবাবে এও বলা যায় যে, 'ঈমান' রাসূল (সঃ)-কে কেন্দ্র করে তারই মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ও হিদায়াত গ্রহণ করাকে বলে। ঈমানের সংজ্ঞায় শুধু রাসূলের নাম আছে সাহাবায়ে কেরামের নাম নেই। সুতরাং তাদেরকে ঈমানের মাপকাঠি বলা নিতান্তই ভুল ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী (রহঃ) নিজেই ঈমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "..... অপর দিকে রাসূল (সঃ)-এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র রাসূলের উপর বিশ্বাস বশতঃ মেনে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে।"
(মাআরেফুল কোরআন ঃ ১/১০০-১০১, ৫ম সংস্করণ)

সুতরাং ঈমানের মাপকাঠিতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে প্রবিষ্ট করার কোন সুযোগ নেই এবং তাদেরকে ঈমানের মাপকাঠি বানাবারও কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

বরং ঈমান, ইসলাম ও আমলের ক্ষেত্রে রাসূলই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি এবং ইহা রাসূলের নিয়ে আসা শিক্ষা ও হিদায়াত। আল্লাহ তা'লা বলেছেন ঃ

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (আল হাশর ঃ ৭)

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমার উপস্থাপিত ঈমান ও আমলের অনুগত হবে।"

সাহাবীগণও রাসূল (সঃ)-এর এই সম্বোধনের আওতাধীন রয়েছেন, কজেই রাসূলের শিক্ষা ও হিদায়াত গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ঈমান। এবং রাসূল (সঃ)-কে মানা-না মানার উপরই ঈমানদার হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। কাজেই রাসূলই একমাত্র সত্যের মানদণ্ড।

এজন্যই তিনি বলেছেন ঃ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তাহলে এটা পরিত্যাজ্য।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا

"সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে যে আল্লাহকে রব ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকল।" এতে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের দ্বারা ব্যক্তির ঈমানকে যাচাই করার পূর্বেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা যায়।

অতএব সাহাবীগণকে ঈমানের মাপকাঠি বলার দরকার নেই। বরং সাহাবায়ে কেরাম নিষ্ঠার সাথে ঈমান সম্পর্কিত যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন সেই সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়নই হলো আমাদের কর্তব্য।

আর তা মূলতঃ রাসূল পরিবেশিত সংবাদ বৈ কিছু নয়।

ইসলামের নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به.

"আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং যে পর্যন্ত না তারা আমার প্রতি ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান আনবে।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

بحسب امرأ من الايمان ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ـ الطبرانى، كنز العمال صـ٢٥

"কোন ব্যক্তিকে ঈমানের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ (সঃ)-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলাম।"

অথবা এ অপব্যাখ্যার জবাব হলো এই যে, এ সমস্ত আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার সমর্থনে সলফে সালেহীন তথা সাহাবা তাবেঈগণের নিকট থেকে কোন তাফসীর বর্ণিত হয়নি। জামায়াত বিরোধিতার হীন উদ্দেশ্যে আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে মাত্র।

আয়াত صراط الذين انعمت عليهم এর অপব্যাখ্যা ও তার জবাব ঃ

জমিয়তে উলামার বিশিষ্ট আলেম জনাব মাহমুদ হোসাইন সাহেব বলেছেন ঃ পবিত্র কুরআনের নির্যাস সুরায়ে ফাতেহা। এই সূরাতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে একমাত্র যে দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো এইঃ

اهدنا الصراط المستقيم ـ صراط الذين انعمت عليهم ـ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ـ

"(হে আল্লাহ!) আমাদেরকে পরিচালিত কর সিরাতে মুসতাকীম তথা ঐ সকল লোকের পথে, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যাঁরা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট নন।"

উপরোক্ত আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ সিরাতে মুসতাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله (আল্লাহর পথ) صراط الرسول (রাসূলের পথ), বা صراط القران (কোরআনের পথ) প্রভৃতি দ্বারা করেন নাই; বরং তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, খোদার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেন, ইহাই হলো সিরাতে মুসতাকীম বা সহজ-সরল পথ, সত্য পথ তথা মুক্তির ও বেহেশতের পথ। পুরস্কৃত বান্দা কারা? তাও অন্যত্র বলে দিয়েছেন ঃ الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ـ

"যাঁদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন (চার প্রকার) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক বান্দাগণ।"

অতএব বুঝা গেল যে, উক্ত চারি প্রকার বান্দাদের পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম।

এখানে দেখা যাক যে, সাহাবায়ে কেরাম এ চারি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কি না? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা শেষোক্ত তিন প্রকারের অন্যতম। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখ হলেন সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভুক্ত, আর যে সকল সাহাবী নানাভাবে শাহাদত বরণ করেছেন

www.pathagar.com

তাঁরা হলেন শহীদগণের অন্যতম এবং অবশিষ্ট সকল সাহাবী হচ্ছেন সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত। তাই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই খোদার পুরস্কৃত বান্দা।

অতএব সাহাবায়ে কেরামের মত এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্য পথ এবং তারা হলেন এ সত্যের মাপকাঠি। দেখুন (সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পৃষ্ঠা ঃ ১০-১১)

সমালোচনা ঃ জনাব মাওলানা মাহমূদ সাহেবের এই কথাগুলো নিতান্তই ভুল ও ভিত্তিহীন। ইহা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়।

প্রথমতঃ তিনি বলেছেন ঃ "সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله বা আল্লাহর পথ দ্বারা করেন নাই।" কেন? আল্লাহ তা'লা স্পষ্টভাবে তার পাক কুরআনে সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله তথা আল্লাহর পথ দ্বারা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ انك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله

"হে নবী! নিশ্চয়ই তুমি আল্লহর পথ, সিরাতে মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শন করেছে।"
(সূরা শোরা ঃ ৫২-৫৩)

মাওলানা মাহমূদ সাহেব আরো বলেছেন ঃ صرط القران বা কোরআনের পথ দ্বারা করেন নাই।" (পৃষ্ঠা ঃ ১০)

জঘন্য মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি। কারণ, আল্লাহ তা'লা বলেছেন ঃ

ان هذا القران يهدى للتى هى اقوم

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সর্বাপেক্ষা সঠিক পথ প্রদর্শন করে।"

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) সরাসরি কুরআনকে (وهو الصراط المستقيم) "এটিই সিরাতে মুস্তাকীম" বলেছেন। (তিরমিজী, আহমদ)

যেহেতু আল্লাহ তা'লা কুরআনুল কারীমে সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله (আল্লাহর পথ) صراط القران (কুরআনের পথ) দ্বারা করেছেন, সেহেতু সূরায়ে ফাতেহাতে তাই উদ্দেশ্য হবে। এখানে মনগড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

জনাব মাওলানা মাহমূদ সাহেব বলেছেন ঃ "বরং তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, খোদার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেন, ইহাই হলো সিরাতে মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ, সত্য পথ তথা মুক্তির ও বেহেশতের পথ।"

সমালোচনা ঃ মাওলানা মাহমূদ সাহেবের এই কথাগুলোও মিথ্যা ও সত্য বিরোধী। কারণ উক্ত আয়াতে পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য

www.pathagar.com

যে, তারা সে পথের পথিক বা তারা সে পথে চলেছেন। তাদের নিজস্ব কোন মত ও পথের নাম সিরাতে মুস্তাকীম নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم

"বল, আমার রব আমাকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন।"

সুতরাং সিরাতে মুস্তাকীম হলো সেই পথ যে পথে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত বান্দাদেরকে পরিচালিত করেন।

ان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে পরিচালিত করেন।"

তা ছাড়া মাওলানা মাহমূদ সাহেবের এই অদ্ভূত ধরনের ব্যাখ্যার সাথে সাহাবী-তাবেঈগণের ব্যাখ্যারও কোন মিল নেই। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) اهدنا الصراط المستقيم -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ الهمنا دينك الحق অর্থাৎ "আমদেরকে আপনার সত্য দ্বীন বলে দিন।"

হযরত জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ هو دين الاسلام অর্থাৎ "সিরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে দ্বীন ইসলাম।" দেখুন (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়্যা (রাঃ) বলেছেন ঃ

هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره ـ

"ইহা হলো আল্লাহর দ্বীন যা ব্যতীত আল্লাহ তা'লা বান্দার নিকট থেকে কিছুই কবুল করেন না।" দেখুন (তাফসীরে কুরতুবী ১ম খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেছেন ঃ هو دين الاسلام الذى لا يقبل من العباد غيره ـ

"আর সেটি হচ্ছে দ্বীন ইসলাম যা ব্যতীত আল্লাহ্ বান্দার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না।" দেখুন (মুখতাসারু তাফসীরিত তবরী ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

অতএব ইহা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাওলানা মাহমূদ সাহেব সিরাতে মুস্তাকীমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিছক একটা মনগড়া ব্যাখ্যা ও অসত্য ভাষণ বৈ কিছু নয়।

তা ছাড়া এই সব আয়াতের সাথে সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। সিরাতে মুস্তাকীম হলো আল্লাহর পথ। তিনিই ইহার রচয়িতা। সূরা ফাতিহায় এ পথকে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যেহেতু তারা সেপথের পথিক, এবং পথে চলেছেন। এজন্য বলা হয়নি যে, তারা সে পথের রচয়িতা বা তাদের নিজস্ব মতই সিরাতে মুস্তাকীম।

www.pathagar.com

যেখানে রাসূল (সঃ) নিজের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

اذا امرتكم بشئ من امر دينكم فخذوا به واذا امركم بشيئ من رأيى فإنما انا بشر - مسلم

"আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে। আর আমি যখন আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন (মনে করবে যে,) আমিও একজন মানুষ (তাই আমার ভুল হতে পারে)।" (মুসলিম)

আমার জিজ্ঞাসা সেখানে সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথ কিভাবে সিরাতে মুস্তাকীম হতে পারে? তাদের প্রতি তো ওহী নাজিল হয়নি। তারা আম্বিয়া (আঃ)-এর অন্তর্ভুক্তও নন। বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই তো সাহাবীদেরকে বলেছেন ঃ الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بى - رواه مسلم

"আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ পাইনি? অতঃপর আল্লাহ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন।" (মুসলিম ঃ ১/৩৩৯)

সত্য বলতে কী যারা সিরাতে মুস্তাকীমকে সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পথ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তারা মূলতঃ সাহাবায়ে কেরামকে নবুয়ত ও রিসালাতের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। তারা সাহাবীগণকে নবীদের স্তরে নিয়ে গেছেন।

সিরাতে মুস্তাকীম কার পথ?

জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমূদ সাহেব কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "সাহাবায়ে কিরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথই হলো সিরাতে মুস্তাকিম বা সত্য পথ।" (পৃষ্ঠা ঃ ১১)

সমালোচনা ঃ এটা জমিয়তের আলেমদের পথভ্রষ্ট আকীদা-বিশ্বাস। কারণ এতে বুঝা যায় সিরাতে মুস্তাকীম মানব রচিত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, সিরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে আল্লাহর রচিত পথ। একমাত্র আল্লাহ তা'লাই হচ্ছেন ইহার রচয়িতা ও মালিক। তাইতো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم - (يونس : ٢٥)

"তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা তাকে সরল-সঠিক পথ সিরাতে মুস্তাকীম প্রদর্শন করেন।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ومن يشاء يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم -

www.pathagar.com

"তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।" তিনি রাসূলকে বলেছেন ঃ

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء

"তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করা তোমার দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে সত্য পথে পরিচালিত করেন।"

তাই সাহাবায়ে কিরাম মূলতঃ সে পথের পথিক বা অনুসারী ছিলেন।

সিরাতে মুস্তাকীমকে আল্লাহর পথ এজন্যই বলা হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) নিজেই এভাবে অবহিত হয়েছেন ঃ وهذا صراط ربك مستقيما ـ

"হে রাসূল! ইহা (ইসলাম) তোমার রবের সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্যপথ।"

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ـ

"হে নবী! উত্তম নসীহত ও হিকমতের দ্বারা তুমি আপন রবের পথের দিকে আহ্বান কর।" ووجدك ضالا فهدى ـ

"তিনি তোমাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন অতঃপর সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন।" قد اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم ـ

"(হে রাসূল,) বল, আমার রব আমাকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।"

রাসূল (সঃ)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাতহে মক্কা বিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূলকে বলেছেন ঃ ويهديك صراطا مستقيما ـ

"এবং তিনি যেন তোমাকে সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্যপথ প্রদর্শন করেন।"

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পথ। ইহা অন্য কারো পথ নয়। তাই আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله

"নিশ্চয়ই ইহা আমার দেয়া সরল পথ। তোমরা এই পথেই চল। অন্য পথে চলিও না। নচেৎ সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করবে।"

ইসলামের নবী (সঃ) নিজেই একটি উদাহরণের দ্বারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সিরাতে মুস্তাকীম একমাত্র আল্লাহর পথ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ

خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذا سبيل على كل سبيل شيطان يدعو اليه ـ

www.pathagar.com

"রাসূল (সঃ) আমাদের সম্মুখে একটি সরল রেখা এঁকে বললেন ঃ ইহা আল্লাহর পথ (সিরাতে মুস্তাকীম) অতঃপর উহার ডানে-বামে আরো কতগুলো রেখা টেনে বললেন, এগুলো শয়তানের পথ। প্রতিটি পথের মাথায় একজন শয়তান দাঁড়িয়ে সেদিকে ডাকছে। এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو السبيل فتفرق بكم عن سبيله

সুতরাং আল্লাহর পথই সিরাতে মুস্তাকীম। এই পথ ছাড়া সমস্ত পথই বাঁকা ও ভ্রান্ত। দুনিয়ার সকল মুসলমান আল্লাহর পথেই সংগ্রাম করে, অন্য কারো পথে নয়। এবং তারা তাঁরই সকাশে প্রার্থনা করে বলে ঃ اهدنا الصراط المستقيم ـ

"হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্য পথে পরিচালিত কর।"

এটা কে না জানে যে, এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা একটিই হয়। একাধিক হয় না। এ ছাড়া ইসলামকে আল্লাহ্ তা'লা নূর-আলো বলেছেন। আর আলো সোজা সরল পথে চলে, বক্র পথে চলে না।

সিরাতে মুস্তাকীম কার প্রদর্শিত পথ?

জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমূদ হোসাইন সাহেব সূরা ফাতিহায় বর্ণিত "সিরাতে মুস্তাকীম"-এর অপব্যাখ্যা করে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মত এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথই সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্যপথ।"

এখানে আমাদের প্রশ্ন হলো– তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত সত্যপথ কোনটি? আর রাসূলই বা কেন এসেছিলেন? কারণ সাহাবায়ে কেরাম তো রাসূল প্রদর্শিত পথের পথিক বা অনুসারী ছিলেন। মূলতঃ তারা রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত পথ দ্বীন ইসলামের সন্ধান লাভ করে মুসলমান হবার এবং তাঁর উম্মত ও সাহাবী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রাসূল (সঃ) নিজেই তাদেরকে বলেছেন ঃ الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بى ـ

"আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট গোমরাহ পাইনি? অতঃপর আল্লাহ্ আমার মাধ্যমেই তোমাদেরকে হিদায়েত দান করেছেন।" (মুসলিম ঃ ১/৩৩৯)

রাসূল (সঃ) প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন ঃ

وخير الهدى هدى محمد (صلى الله عليه وسلم)

"সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মদ (সঃ) প্রদর্শিত পথ।" সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথ সিরাতে মুস্তাকীম হতে পারে না। বরং তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"

www.pathagar.com

সত্য বলতে কি, জমিয়তের লোকেরা সাহাবায়ে কেরামকে নবী-রাসূলগণের শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছেন। যা প্রকাশ্য কুফরী ও সুস্পষ্ট গোমরাহী। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثار الرسول صلى الله عليه وسلم

একটি প্রশ্নও তার জবাব ঃ

প্রশ্ন হলো সূরা ফাতেহার যে আয়াতের কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দানে উদ্যোত হয়েছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা কি?

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ

الصراط تارة يضاف الى الله اذ هو الذى شرعه ونصبه كقوله (ان هذا صراطى مستقيما) وقوله (إنك تهدى الى صراط مستقيم صراط الله) وتارة يضاف الى العباد كما فى الفاتحة لكونهم اهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم السارون عليه ـ

لكواشف الجلية : ١١٣ مدارج السالكين : ١٧/١

অর্থাৎ সিরাত বা পথ এর এজাফত-সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হয়ে থাকে। কেননা, একে তিনিই প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ "ইহা (ইসলাম) আমর সরল সঠিক পথ।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "(হে নবী) নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর পথ সিরাতে মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শন করছ।" আবার কখনো সিরাত বা পথের সম্পর্ক বান্দার সাথে করা হয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহাতে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, তারা এ পথের উপরই চলে। তারা এ পথের পথিক। তাই এটা তাদের সাথে সম্পৃক্ত। (আল কাওয়াশিফুল জ্বালিয়্যাহ ঃ ১৩৩ মাদারিজুস সালেকীন ঃ ১/১৭)

সুতরাং صراط الذين انعمت عليهم দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা এবং এই আকীদা পোষণ করা যে "তাঁদের নিজস্ব মত ও প্রদর্শিত পথই সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্য পথ এবং তারা এ সত্যের মাপকাঠি।" প্রকাশ্য কুফরী, গোমরাহী ও ভণ্ডামী ছাড়া কিছু নয়।

তা ছাড়া রাসূল (সঃ) সারা জীবন মানুষকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে আহ্বান করেছেন। রাসূল (সঃ) সরাসরী যাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে আহ্বান করেছিলেন তারাই তো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কাজেই সিরাতে মুস্তাকীম রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত পথ। ইহা সাহাবায়ে কেরাম প্রদর্শিত পথ নয়। তাঁরা তো রাসূলেরই উম্মত ও অনুসারী মাত্র।

আমরা জানি যে সূরা ফাতিহা রাসূল (সঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এ সূরাতে আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে সাহাবীগণ সহ মানব জাতিকে সিরাতে

www.pathagar.com

মুস্তাকীম লাভের প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। সর্ব প্রথম যারা এই প্রার্থনা শিখেছিলেন তারা হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)। এখন যদি اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم - দ্বারা নিজেরাই উদ্দেশ্য হয়ে যান তাহলে তারা আল্লাহর দরবারে চাইলেনটা কি? তারা নিজেরাই তো সর্বদা এই প্রার্থনা করতেন। সুতরাং পাঠক মহল বুঝতেই পারছেন জমিয়ত নেতাদের দাবী কতটা বাস্তব বিবর্জিত ও হাস্যকর!

পুরস্কৃত বান্দা কারা?

জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমূদ সাহেব তাঁর "সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)" বইতে লিখেছেন– "পুরস্কৃত বান্দা কারা? তাও অন্যত্র বলে দিয়েছেন ঃ الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين -

"যাদেকে আল্লাহ্ পাক পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন– (চার প্রকার) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক বান্দাগণ।" (সূরা আন নিসা)

অতএব বুঝা গেল যে, উক্ত চারি প্রকার বান্দাদের পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম। এখন দেখা যাক যে, সাহাবায়ে কিরাম এ চারি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিনা? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাই যে, তারা শেষোক্ত তিন প্রকারের অন্যতম। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখ হলেন সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে সকল সাহাবী নানাভাবে শাহাদত বরণ করেছেন তারা হলেন শহীদগণের অন্যতম এবং অবশিষ্ট সকল সাহাবী হচ্ছেন সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত। তাই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই খোদার পুরস্কৃত বান্দা। (পৃষ্ঠা ঃ ১০-১১)

সমালোচনা ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক বান্দাগণ দ্বারা শুধুমাত্র নবী রাসূলগণই উদ্দেশ্য, যদিও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ এবং নেক বান্দা রয়েছেন। কিন্তু উক্ত আয়াতে সাহাবায়ে কিরাম উদ্দেশ্য নন।

ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও বনী ইসরাঈলের আলেমরা যেভাবে আল্লাহর আয়াতের পূর্বাপরচ্ছেদ করে নিজেদের মতলব মত মনগড়া ব্যাখ্যা করত, উপরোক্ত ব্যাখ্যায়ও ঠিক সেই নীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠক মহলের নিকট পূর্ণ আয়তটি তুলে ধরছি। যাতে তাদের ধোকাবাজী ও প্রতারণার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন ঃ

ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا -

www.pathagar.com

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা (তারা উম্মতে মুহাম্মদ তথা সাহাবীগণ) ঐ সকল লোকদের সাথী হবেন যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহীন বা নেক বান্দাগণ। তাঁরা অতী উত্তম সাথী। (সূরা আন নিসা)

আলোচ্য আয়াতটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করবে তারাই কেবল আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত পুরস্কৃত বান্দাদের সাথী হতে পারবে। আর ইহা কে না জানে যে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য স্বীকারকারী তারা হলেন উম্মতে মুহাম্মদী তথা সাহাবায়ে কেরাম। এবং তাঁরাই আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করে পুরস্কৃত বান্দাদের সঙ্গী ও সাথী হবার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করাকেই পুরস্কৃত বান্দাদের সঙ্গী ও সাথী হবার জন্য শর্ত রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকরকারীদের প্রথম শ্রেণী। সুতরাং তারা এ আয়াতে উল্লিখিত চারি প্রকার পুরস্কৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তারা আয়াতের প্রথমাংশ ومن يطع الله ورسوله فاولئك -এর অন্তর্ভুক্ত। আর আয়াতের শেষাংশ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا - দ্বারা নবী-রাসূলগণ উদ্দেশ্য হয়েছেন। কারণ এ অংশে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকারকারীদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠ নবীর অনুসরণ করে যারা শ্রেষ্ঠ উম্মত উপাধীতে ভূষিত তাদের অপেক্ষা উত্তম মানুষের সাথীত্ব ও দর্শন লাভ করাই হলো তাদের জন্য সুসংবাদ ও মর্যাদার কারণ। তাই অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন ঃ

قيل : الذين انعمت عليهم الانبياء -

"আল্লাহর পুরস্কৃত বান্দাগণ হচ্ছেন আম্বিয়া (আঃ)।" (তাফসীরে বায়জাভী ১ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা, রুহুল মায়ানী ১ম খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং যারা আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করবে কেবল তারাই সর্বোত্তম মানুষ নবী-রাসূলদের সাথীত্ব ও দর্শন লাভ করবে। উক্ত আয়াতটি মূলতঃ রাসূলেরই সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রমাণ করে। দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

اس ایت میں بھی درجات جنت اور مقربین خداوندی کے ساتھ ہونے کا وعدہ صرف انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کیا گیا ھے - (ختم نبوت ۱۷۳/۱

"এই আয়াতেও জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের সাথী হবার ওয়াদা শুধুমাত্র রাসূলের আনুগত্যের উপরই করা হয়েছে।" দেখুন (খতমে নুবুওয়াত ১ম খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

মুফতী শফী সাহেব যথার্থই বলেছেন। কারণ এ আয়াতটি তাদের জন্যই সুসংবাদ যারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ করে। আর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন তারই প্রথম অনুসারী দল।

ভ্রান্তি নিরসন ঃ

এখন যদি কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি বলে যে, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহীন দ্বারা রাসূল উদ্দেশ্য হলেন কি করে? নবীগণের কথা তো পৃথকভাবেই আয়াতে এসেছে?

তার জবাব হলো এই যে, কুরআনের পরিভাষা মতেই তাঁরা সকলে নবী-রাসূল উদ্দেশ্য হয়েছেন। বিশেষ মর্যাদা ও গুণের কারণেই তাদেরকে নবীগণ থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়। মূলতঃ তারা সকলেই নবী, নবীগণের মধ্যেও যে সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও সালেহীন রয়েছেন কুরআনে তার ভূরি ভূরি দলীল রয়েছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

* সিদ্দীকগণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন–

اذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ـ

"এ কিতাবে ইব্রাহীমের কথা স্মরণ কর। সে ছিল সিদ্দীক নবী।"

(সূরা মরিয়াম ঃ ৪১)

اذكر فى الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ـ

"এ কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ কর। সে ছিল সিদ্দীক নবী।"

(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৬)

* শহীদ নবীগণ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে ঃ ويقتلون النبيين بغير الحق ـ

"তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে দিয়েছে।" (সূরা আল ইমরান ঃ ২১)

فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ـ

"তোমরা নবীগণের একটি দলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছ এবং একটি দলকে শহীদ করে দিয়েছ।"

* সালেহীন বা নেককার নবীগণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ

وزكريا ويحى وعيسى والياس كل من الصالحين ـ

"জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াছ, তারা সকলে সালেহীন বা নেককাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আনয়াম ঃ ৮৫)

وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ـ

www.pathagar.com

"আমি তাঁকে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত নবী ইসহাক এর সুসংবাদ দিলাম।"
(সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১১২)

হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ انه من الصالحين ـ

"তিনি সালেহীন বা নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৫)

এক কথায় কুরআনে বর্ণিত পুরস্কৃত বান্দা সকলেই নবী ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ـ

"ওরাই তারা যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। তারা আদমের বংশধর নবীগণ।" (সূরা ঃ মরিয়ম ৫৮)

সুতরাং সূরা ফাতেহার صراط الذين انعمت عليهم এর মধ্যে সূরা নিসার ঐ আয়াতের পূর্বাপরচ্ছেদ করে সাহাবায়ে কেরামকে প্রবিষ্ট করা, তাদেরকে উদ্দেশ্য করা একটি নিকৃষ্টতম মনগড়া তাফসীর। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই।

আয়াতের অর্থ এবং এটি নাযেলের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ঐ সব আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা নির্লজ্জ অপব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। ঐসব আয়াতের সাথে সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। বরং রাসূল (সঃ)-ই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়। ইহা খোদ দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রাহঃ) স্বীকার করেছেন।

এ ছাড়া আল্লাহ তা'লা সত্য পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ ان علينا للهدى

"নিশ্চয়ই সত্য পথে পরিচালনা করা একাজ আমার নিজের।" (আল কুরআন)

তিনি রাসূল (সঃ)-কে বলেছেন ঃ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ـ

হে নবী, তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করা তোমার কাজ নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (আল কুরআন)

এ হলো কুরআনের বর্ণনা। আর তা-ই যদি সঠিক হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথ সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্যপথ হয় কি করে? আমরা জানি, তাঁদেরকেই সর্বপ্রথম সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্যপথ প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে পরিচালিত করেন।

www.pathagar.com

শেষ কথা

পরিশেষে বলতে চাই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূলই প্রমাণিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তিনি সত্য সহ আগমন করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূল আনীত এ সত্যের নিষ্ঠাবান অনুসারী ও বর্ণনাকারী। তারা নিজেরা সত্যের মাপকাঠি নন। জামায়াত বিরোধী আলেমগণ কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বানাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের এ দাবীর সমর্থনে কোন দলিল নাই। যা আদৌ ঠিক নয়। 'আকীদার মানদণ্ডে জমিয়ত' নামক বইতে তাদের সমস্ত অপব্যাখ্যার জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের সবাইকে সত্য গ্রহণের ও সৎ পথে চলার তৌফিক দান করুন। তিনিই একমাত্র হেদায়েতের মালিক।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون

وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العلمين ـ

www.pathagar.com

سود ہے مثلاً حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رح و مولانا کرامت علی جونپوری کے اقوال وافعال سے تمسک کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم ان کے متعلق سیر کی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اولا تو اصولی طور پر جواب یہ ہے :

نیست حجت قول وفعل ہیچ پیر، قول حق وفعل احمدرا بگیر۔

البیان الفاصل بین الحق والباطل ص۹۲

"কিছু লোক নৈরাশ্যকর অবস্থায় টানা-হেঁচড়া করে বড় বড় আলেমগণের কথা ও কাজকে নিজেদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কমপক্ষে অন্যের উপর অভিযোগ উত্তাপনের জন্য হলেও আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা একেবারে নিরর্থক। যেমন তারা হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহঃ) এবং মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রাহঃ)-এর কথা ও কাজসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। কাজেই আমি তাদের ব্যাপারে সন্তোষ জনক আলোচনা পেশ করতে চাই। প্রথমতঃ মৌলিকভাবে (তাদের) জবাব হলো এই যে,

نیست حجت قول و فعل ہیچ پیر۔ قول حق وفعل احمد را بگیر

কোন পীর-ওলীর কথা ও কাজ দলিল নয়। হক তায়ালার বাণী ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর কার্যকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।" (বায়ানুল ফাসিল ঃ ৯২)

শায়খ আহমদ শফী সাহেব সমস্ত দেওবন্দী আলেমগণের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর কথা ও কাজকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আকাবিরে উলামা সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। তাদের দ্বারা সত্য চিনা যায় না। অন্যথায় তাদের কথা ও কাজকে গ্রহণ না করে কেন খণ্ডন করা হল?

www.pathagar.com